উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৬১৭.৪৪ (+৫৯২.৯৩)

নিফটি : ২৩,৩৩২.৩৫ (+১৬৬.৬৫)

সংঘর্ষ বিরতি চায় মাওবাদীরা

চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংঘর্ষ বিরতির আর্জি জানাল মাওবাদীরা। সেন্ট্রাল কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি, এবার অভিযান বন্ধ রাখুন।’ » ৭

ওষুধ নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

এপ্রিল থেকেই ৭৪৮টি ওষুধের দাম বেড়েছে। এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে ওষুধের দাম কমানোর দাবিও জানিয়েছেন তিনি। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৮°	২০°	৩৮°	১৭°	৩৯°	১৮°	৩৮°	২০°

জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া কেকেআর

» ১২

শিলিগুড়ি ২০ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 3 April 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 313

নথি ছেঁড়ায় বিতর্কে আসাদউদ্দিন

মধ্যরাতে পাশ ওয়াকফ বিল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : স্বচ্ছতা বনাম হস্তক্ষেপের তর্জা। উপলক্ষ্য ওয়াকফ সংশোধনী বিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই বিলটি আনা হয়েছে। যাকে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে একজোট হয়ে দিনভর সওয়াল করল গোটা বিরোধী শিবির।

শেষপর্যন্ত সরকার পক্ষের কোমরে জোর বাড়ল শেষমুহূর্তে ধোঁয়াশা সরিয়ে জেডিইউ ও তেলুগু দেশম বিলটিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। পাশে দাঁড়াল এলজেপি (রামবিলাস), জেডি(এস)-এর মতো এনডিএ’র শরিক দলগুলি। ফলে লোকসভায় বুধবার ওয়াকফ সংশোধনী বিল অনায়াসে পাশ করিয়ে নিল কেন্দ্রীয় সরকার।

বুধবার মাঝরাতে বিলটি নিয়ে যে ভোটাভুটি হয় তাতে পক্ষে ২৮৮ এবং বিপক্ষে ২৩২ জনের সমর্থন চিহ্নিত করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

দীর্ঘ ১২ ঘণ্টার বিতর্ক চলাকালীন লোকসভায় উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও। তিনি অভিযোগ করেন, ‘বিরোধীরা হয় অজ্ঞতাবশত, নয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।’ শা’র কথায়, ‘ওয়াকফ বলতে বোঝায় আল্লার নামে ধর্মীয় দান, যা একবার দিলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এই দান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই করা যেতে পারে, সরকারি জমি থেকে নয়।’

বিলটির বিরোধিতায় সংসদের মধ্যেই নথি ছিঁড়ে ফেলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। অন্যদিকে, সংসদে না থাকলেও নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে

মোদিকে ধন্যবাদ জানাতে একজোট বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্যরা।

বিজেপিকে জুমলা পার্টি মন্তব্য করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বিজেপি আগে সংবিধানকে শ্রদ্ধা করতে শিখুক। তারপর অধিকার কাড়ার কথা ভাববে।’

মমতা জানিয়ে দেন, ‘আমার দলের সাংসদরা ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করছেন। ধর্ম যার যার। ধর্ম মানে কর্ম। কর্ম মানে ধর্ম। কর্ম মানবিক হলে ধর্ম মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। মানবিক হন। দানবিক হবেন না দয়া করে।’ লোকসভায় বুধবার বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি দাবি করেন, *এরপর দশের পাতায়*

তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত দিলীপের গাড়িচালক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এবার তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তাঁর গাড়ির চালক সানি থাপা। মিলন মোড় এলাকায় ডাম্পার, গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোলাবাজি করার অভিযোগে মঙ্গলবার গভীর রাতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দিলীপের গাড়ির চালক সানি থাপাও রয়েছে। বেফাঁস মন্তব্য করে বিভিন্ন সময়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে দিলীপ বর্মনকে। তবে এবার বিড়ম্বনায় পড়লেন নিজের গাড়ির চালকের কীর্তিতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত আড়াইটে নাগাদ যাবতীয় ঘটনা ঘটে। পুলিশের কাছে খবর আসে, মিলন মোড় এলাকায় একদল তরুণ ডাম্পার ও গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা তুলছে। সেই খবর পেয়েই পুলিশের একটি টিম মিলন মোড় এলাকায় হানা দেয়। সেখানে গিয়ে পুলিশ দেখতে পায়, জনাকয়েক তরুণ রাস্তার মধ্যে বাইক, স্কুটার রেখে হুজ্জতি করছে। ডাম্পার ও গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা দাবি করছে। এরপরই পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন দিলীপের গাড়ির চালক সানিও। সানি ছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছে ডন রায়, তন্ময় রায়, জয়দীপ দেবনাথ ও বিক্রম সরকার।

এরপর দশের পাতায়

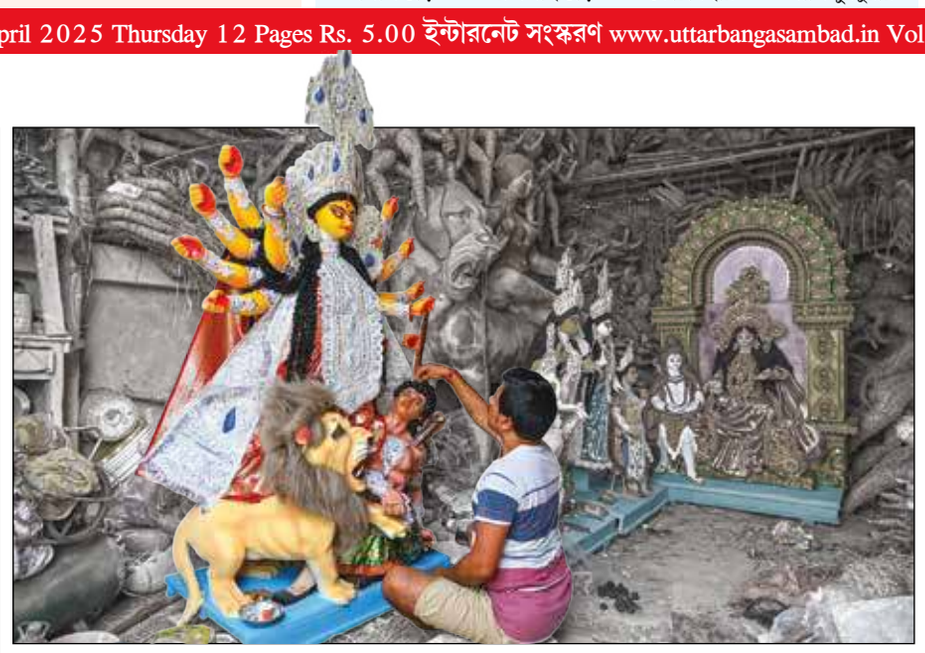

রাত পোহালেই বাসন্তীপুজো। তার আগে তুলির শেষ টান দিতে ব্যস্ত শিল্পী। আগরতলায় বুধবার।

সম্পর্কের জটেই খুন নাবালিকা, সন্দেহ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : স্কুল ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় দুই বন্ধুকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা জ্যোতির্ময় কলোনি এলাকার রোহিত রায় ও এক নাবালক। এনজেপি থানার অন্তর্গত মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে মঙ্গলবার দুপুরে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের তরফে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এরপর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযুক্তের বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ ফরেন্সিক দলের।

ঘটনার পর বুধবার তদন্তের জন্য ফরেন্সিক দল রোহিতের বাড়িতে যায়। সেখানে বিছানার চাদর সহ বিভিন্ন নমুনা ফরেন্সিক দল সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর ওই নাবালিকার দেহ এদিন পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, ‘দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে নাবালিকা ও তরুণের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলছিল। দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।’ *এরপর দশের পাতায়*

খাবার ও জলে টান

পাহাড়ে উঠছে হাতিরা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিপন্ন বন্যপ্রাণ। আগুনের জেরে শুধু যে বায়ুমণ্ডলে দূষণ বাড়ছে তা নয়, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। কোথাও পুড়ছে বন্যপ্রাণ তো কোথাও জঙ্গলের ভেতর প্রাকৃতিকভাবে মজুত জলের সংকট দেখা দিচ্ছে। জল এবং খাবারের সংকটের জেরে সমতল ছেড়ে পাহাড়ের দিকে উঠতে শুরু করেছে হাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণী।

অন্যদিকে, উত্তরের বিভিন্ন জঙ্গলে লাগাতার অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রচুর কীটপতঙ্গ এবং সরীসৃপের মৃত্যু হচ্ছে। ইতিমধ্যে বন দপ্তরের তরফে উত্তরের সব রেঞ্জ অফিসারের কাছে জঙ্গলের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সেইমতো সমস্ত ডিভিশন থেকে রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু আদতে কী কারণে আগুন লাগছে, কেউ আগুন লাগাচ্ছে কি না সেই বিষয়ে কোনও তদন্ত হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

গত চার বছর ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে এই সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এর জেরে প্রচুর বন্যপ্রাণের ক্ষতি হচ্ছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, এই সময় রেড কটন বাগ নামে কীটের প্রজনন হয়। এই ধরনের পোকারা মূলত শাল গাছের

চামটার কাছে পুড়ছে জঙ্গল।

ছালে বা পাতার ওপর থাকে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে এই পোকাগুলি মরে যাচ্ছে। কয়েকটি প্রজাতি ছাড়া প্রায় সব প্রজাতির প্রজাপতির বসন্ত এবং গরমের সময়ই প্রজনন হয়।

এরপর দশের পাতায়

পুনর্ভবায় জেলের জালে মহাকাল ও যোগিনীর মূর্তি

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২ এপ্রিল : ঠিক যেন রূপকথার গল্প। পুনর্ভবা নদীতে এক জেলের জালে উঠে এল মহাকাল ও যোগিনীর বিরল মূর্তি। চলল ভক্তদের পুজোপাঠ। অত্যন্ত প্রাচীন ও দুর্লভ মূর্তি উদ্ধারকে ঘিরে বুধবার দিনভর পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে দোলাচল। পাশাপাশি প্রাচীন মূর্তি উদ্ধারের কথা চাউর হতেই কাতারে কাতারে ভিড় জমালেন শহরবাসী। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে প্রাচীন মূর্তিটি উদ্ধার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হালদারপাড়ার বাসিন্দা মৎস্যজীবী জয়দেব সরকার গত মঙ্গলবার নদীতে মাছ ধরতে যান। সেই সময় তাঁর জালে উঠে আসে প্রাচীন মূর্তি। এরপর জয়দেব স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে ওই প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করে নদী সংলগ্ন একটি মন্দিরে স্থাপন করেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও পুজো দেন।

এরপর মঙ্গলবার রাতে সেই বিরল মূর্তি রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানান। বুধবার দুপুর নাগাদ ওই মৎস্যজীবীর বাড়ি থেকে প্রাচীন মূর্তিটি পাওয়া যায় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা সেই মূর্তি পুনরায় পুনর্ভবা নদী সংলগ্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। বুধবার দুপুর নাগাদ ওই মূর্তি উদ্ধার করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনকে বাধা দেন।

নদী থেকে উদ্ধার হওয়া মূর্তি।

এলাকার বাসিন্দা প্রহ্লাদ বিশ্বাস বলেন, 'গত মঙ্গলবার পুনর্ভবা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে স্থানীয় একজন মৎস্যজীবীর জালে প্রাচীন মূর্তিটি উঠে আসে। এখন প্রশাসন সেই মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু আমরা মূর্তিটিকে পাকাপাকিভাবে স্থাপন করে পুজো করতে চাই।' স্থানীয় বাসিন্দা ময়না বিশ্বাস বলেন, 'এই মূর্তিটি আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে স্থাপন করেছি। আমরা এখানে পুজো করতে চাই। কিন্তু প্রশাসনের তরফে ওই মূর্তি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা সেটা চাইছি না।'

মৎস্যজীবীর স্ত্রী কণিকা সরকারের কথায়, 'আমার স্বামী স্বপ্নাদেশ পেয়ে গতকাল এই মূর্তি পেয়েছিল। তারপর পুজোর জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। আমরা চাই মূর্তিটি স্থাপিত হোক, এবং পুজো হোক।'

প্রাচীন মূর্তির বিশ্লেষণ করে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিহাস গবেষক ডঃ সমিত ঘোষ জানান, 'সম্ভবত এটি মহাকাল ও যোগিনীর মূর্তি। মূর্তিটি পাল যুগের নির্মিত বলেই অনুমান। এটি দশম/একাদশ শতকের তৈরি। কোয়ার্টস ক্লোরাইড সিস্ট পাথরে নির্মিত। মহাকাল এখানে চতুর্মুখ বিশিষ্ট। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর আসীন। মহাকাল একাধিক হস্ত (সম্ভবতঃ ৬টি) বিশিষ্ট। নিম্নের ডান হাত অভয় মুদ্রাতে রয়েছে। অপর হাতে রয়েছে অক্ষমালা, ধনুক ইত্যাদি। একটি হাত যোগিনীকে আলিঙ্গন করে আছে। যোগিনীর গলায় রয়েছে কণ্ঠহার। মহাকালের মস্তকে রয়েছে মুকুট। মূর্তিতত্ত্বের বিচারে এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। হিন্দু-বৌদ্ধ মিশ্রিত সংস্কৃতি বরেন্দ্রভূমিতে দীর্ঘদিন বিরাজ করেছিল এই মূর্তি, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।'

কিশোরীর চিকিৎসা পুলিশের উদ্যোগে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২ এপ্রিল : তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েছে। ফালাকাটা শহরের ট্রাফিক মোড় এলাকার বাবুপাড়ার একটি বাড়িতে ১৩ বছরের এক কিশোরী পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। মেয়ের যন্ত্রণা দেখে মা পিংকি দাস ও বাবা সঞ্জয় দাস বাধ্য হয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে এত রাতে আর গাড়ি পাবেন কোথায়! বাধ্য হয়ে তাঁরা মেয়েকে নিয়ে হেঁটেই হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন।

এত রাতে রাস্তায় সন্তান সহ সেই দম্পতির পাশে দাঁড়ায় ফালাকাটা থানার পুলিশ। পুলিশের উদ্যোগে তাঁদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয় পেট্রলিং ভ্যান। এমনকি ওষুধের ব্যবস্থাও করে পুলিশ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে ফালাকাটা থানার পুলিশের এমনই মানবিক রূপের সাক্ষী থাকল শহর। বিশেষ করে ফালাকাটা থানার এএসআই দিলীপ সরকারই উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই দম্পতির পাশে দাঁড়ানোর জন্য। পুলিশের কাছ থেকে এমন সাহায্য পেয়ে

কিশোরীর পরিবারও তাঁদের ধন্যবাদ দিতে ভোলেনি। কিশোরীর পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই মেয়েটির শরীর খারাপ ছিল। গত সোমবার তাকে ডাক্তার দেখানো হয়। কিন্তু মঙ্গলবার রাত থেকে হঠাৎই তার প্রচণ্ড পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়। সঙ্গে কানেও ব্যথা হতে থাকে। গভীর রাতে মেয়ের অবস্থা দেখে পিংকি ও সঞ্জয় তাকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার অসুস্থ কিশোরীর মা পিংকি বলেছেন, 'মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ি। এমন সময় ফালাকাটা থানার এএসআই দিলীপ সরকারের জন্যই মেয়েকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পেরেছি।'

মাঝরাতে ফাঁকা রাস্তায় তিনজনকে হাঁটতে দেখে ফালাকাটা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআই দিলীপই পুলিশ ভ্যান দাঁড় করিয়েছিলেন। ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ কেনার ব্যবস্থা করে আবার পুলিশই তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। তবে দিলীপ নিজেকে প্রচারের আলোয় আনতে চাননি। তাঁর কথায়, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি মানুষ বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য করাও আমাদের কর্তব্য। আমার মনে হয়, কেউ বিপদে পড়লে সকলের এভাবেই সাহায্য করা উচিত।'

চাপড়ামারিতে রেল ও বন দপ্তরের উদ্যোগ

হাতি বাঁচাতে এআই যন্ত্র

পূর্ণেন্দু সরকার ও শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ এপ্রিল : ট্রেনে কাটা পড়ে হাতির মৃত্যু আটকাতে ও দলছুট হাতির সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। চাপড়ামারির জঙ্গলের ভিতরে রেললাইনের ধারে বুধবার এআই প্রযুক্তিসম্পন্ন এলিসেন্স লাইভ ডিভাইস বসানো হল। এই ধরনের তিনটি ডিভাইসে মোট ২৪টি ক্যামেরা বসানো রয়েছে।

আগে রেলের তরফে ডুয়ার্সে বসানো ইনট্রুশন ডিভাইসের মাধ্যমে রেললাইনে হাতি চলে এলে কেবল বার্তা পৌঁছাত। তবে এই নতুন এলিসেন্স লাইভ ডিভাইস লাগানোর ফলে রেল ও বন দপ্তরের কাছে হাতি আসার বার্তার সঙ্গে ভিডিও-ও পৌঁছাবে। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'গত দেড় বছরে রেলের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই ট্রেনে কাটা পড়ে হাতির মৃত্যু আটকানো সম্ভব হয়েছে। নতুন এই পদ্ধতিতে রেল আগে থেকেই হাতির উপস্থিতি টের পাবে। ফলে তৎক্ষণাৎ ট্রেন থামিয়ে রেললাইন থেকে হাতি তাড়িয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে।' এছাড়া উত্তরবঙ্গের হাতি করিডরের কাছে থাকা রেললাইনের ধারে

এলিসেন্স ডিভাইস উদ্বোধনে রেল ও বন দপ্তরের আধিকারিকরা। -সংবাদচিত্র

এই ধরনের আরও অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্য বনপাল সহ অন্যান্য বনাধিকারিক ও রেলের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ওই প্রযুক্তির উদ্বোধন করা হয়েছে। ভয়েস ফর ইন্ডিয়া নামের একটি সংস্থার আর্থিক সাহায্যে স্যাপ নামের অপর একটি সংস্থা এই প্রকল্প রূপায়িত করেছে। ওই দুই সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররাও এদিন যন্ত্রগুলির উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। ভয়েস ফর ইন্ডিয়া নামের ওই বিদেশি সংস্থার ভারতীয় মুখপাত্র সংগীতা আয়ার বলেন, 'এরপর বক্সা ও কার্সিয়াং বন বিভাগেও ২০টি এলিসেন্স লাইভ ডিভাইস বসানো হবে।' যদিও তাঁর মতে, এই ডিভাইসে শুধু রেললাইনের আশপাশে হাতির গতিবিধি বোঝা যাবে। কিন্তু জঙ্গলপথে ট্রেনের গতিবেগ সুস্পষ্ট করার জন্যও পৃথক ডিভাইস বসানো প্রয়োজন।

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে চাপড়ামারি রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের ৬৮ নম্বর রেলওয়ে পিলারের সামনে ট্রেনে কাটা পড়ে এক গর্ভবতী হাতির মৃত্যু হয়েছিল। এদিন সেই এলাকাতেই প্রথম এলিসেন্স ডিভাইস বসানো হয়। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানান, ২০২৩ সালেই তাঁরা রেলের যৌথ সহযোগিতায় বানারহাটের বিন্নাগুড়ি, ডায়না ও ক্যারন চা বাগান পর্যন্ত ইনট্রুশন ডিভাইস বসিয়েছিলেন। তবে সেই ডিভাইসে ভিডিও ফুটেজের সুবিধা ছিল না। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনও এআই সুবিধাযুক্ত এই যন্ত্রের মাধ্যমে রেললাইনে চলে আসা হাতির ছবি দেখতে পাওয়ার এই পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন।

নতুন ওই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা স্যাপ নামের সংস্থার আধিকারিক কৌস্তভ চৌধুরী বলেছেন, 'শুধু ট্রেনে কাটা পড়ে হাতির মৃত্যু আটকানোই আমাদের লক্ষ্য নয়। এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা কোনও দলছুট হাতিকেও চিহ্নিত করতে পারব। এছাড়া অন্যান্য বন্যজন্তুর ছবিও উঠবে।' রেলের ইনট্রুশন ডিভাইস বসিয়ে সঠিক সময়ে হাতি আসার বার্তা পাওয়াও বেশ কার্যকরী বলে জানান মালবাজারের সিগন্যালিং বিভাগের আধিকারিক বিদ্যুৎ এক্কা।

তবে তাঁর মতে, নতুন এই অত্যাধুনিক ডিভাইসে আরও ভালো সুবিধা মিলবে। যদিও জঙ্গলপথে ট্রেনের গতিবেগ আগে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা থাকে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রেলের সাফল্য

জলপাইগুড়ি, ২ এপ্রিল : পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ পণ্য পরিবহণে বড়সড়ো সাফল্য পেল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রী ভিড় এড়াতে ৮টি নতুন ট্রেনের পাশাপাশি ৪ জোড়া মেল ট্রেন চালু করা হয়েছে। ৭টি নতুন ট্রেনের ৭টি নতুন স্টপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ৪৬টি দূরপাল্লার ট্রেনের গতি বাড়িয়ে ৯৩০ মিনিট সময় বাঁচানো গিয়েছে। অন্যদিকে, ১৬টি ট্রেনে ৪৬টি অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করে ভিড় কমানো সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-'২৪ বছরে রেলের অধীনে মোট ১৩৬১টি ট্রিপ পরিচালনা করা হয়েছিল। যা ২০২৪-'২৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৩০টি ট্রিপে।

পরিকাঠামো উন্নতির দিক থেকে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৩২৯ কিমি রেললাইনে নতুন স্লিপার বসানো হয়। যা তার আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ৫০.৯১ শতাংশ বেশি করা গিয়েছে। এছাড়াও ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ১৫০২.৭৪৩ কিমি রেললাইনে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে।

পণ্য পরিবহণে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৪.২১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৩-'২৪ বছরে যেখানে ছিল ১০.২৪ মিলিয়ন টন, তুলনায় ২০২৪-'২৫ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৬৭ মিলিয়ন টনে। পণ্য পরিবহণে আয় ২০২৩-'২৪ বছরে ছিল ১২০১ কোটি টাকা। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯৯ কোটি টাকায়। এছাড়াও রেলের অব্যবহৃত সরঞ্জাম বিক্রি করে ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে ২৩৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সময়ানুবর্তিতার দিক থেকে সাফল্য মিলেছে। যা কিনা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও প্রভাব ফেলেছে।'

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. ঃ সিওএম/এএমসি/এটিভিএম/২০২৫, তারিখ ০১.০৪.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ০২ বছরের জন্য মালদা ডিভিসনে সম্পূর্ণ এসএমসি টার্মিনাল, আরএফআইডি কার্ড রিডার এবং ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার সমেত প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সমূহ সহ এটিভিএম-এর ওয়ারেন্টি মেয়াদের পরে কর্মস্থলস্থিত বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৮% জিএসটি সমেত ১৫,৫০,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ আইআরইপিএস -এ লভ্য নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে কেবলমাত্র প্রদেয়, ৩১,০০০ টাকা মাত্র। কাজের মেয়াদ ঃ ০২ (দুই) বছর। যে স্থান থেকে টেন্ডার নথি ক্রয় করা যাবে ঃ www.ireps.gov.in এ কেবলমাত্র অনলাইনে। টেন্ডার দাখিলের এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ এনআইটি (টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি)-তে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের সময়/তারিখের পূর্বে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং দ্বারা অনলাইনে সকল নথি সহ সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। টেন্ডার বন্ধের সময়/তারিখ পর্যন্ত টেন্ডারদাতা যতবার খুশি সংশোধিত টেন্ডার দাখিল করতে পারবেন। হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। এবং www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টেন্ডার খোলা হবে। ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in বি.দ্র.ঃ (১) টেন্ডারদাতাগণ প্রদেয় বায়না অর্থ আইআরইপিএস পোর্টাল অনলাইনে লভ্য পেমেন্ট গেটওয়ে/মডিউল যেমন নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতির মাধ্যমে দাখিল করতে পারবেন। ডিমান্ড ড্রাফ্ট, ব্যাঙ্কার চেক, ডিপোজিট রিসিপ্ট, এফডিআর প্রভৃতি হাতে হাতে অর্থ প্রদান পদ্ধতি অনুমোদিত নয়। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে চুক্তির বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি তথা টেন্ডার নথিও পাওয়া যাবে। (২) রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক যে কোনো/সকল টেন্ডার যে কোনো সময়ে কোনো কারণ না দর্শিয়েই প্রত্যাখ্যান/ বাতিলের অধিকার সংরক্ষিত। MLD-02/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No WB/001/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01, :: WB/002/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01 to 03, :: WB/003/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01, 02, :: WB/004/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01 to 05 Dated :- 02-04-2025.** Last date of submission of bid through online for E-NIT NO : WB/002/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01 to 03 & WB/004/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01 to 05, is **09-04-2025 upto 17:00** hrs. & for e-NIT No WB/001/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01, & E-NIT NO : WB/003/BDOKNT/25-26 Work Sl No 01, 02 **is 16-04-2025 upto 17:00 hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** from 02-04-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

সেস -এর উন্নয়ন ও প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১২৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে. তারিখ: ২৮-০৩-২০২৫: নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ৪১-এপি-II-২০২৪; কাজের নাম ঃ এসএসই/ডব্লিউ/ফকিরাগ্রাম -এর এখতিয়ারের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামত কাজের সাথে গোসাইগাঁও-বসুগাঁও সেকশনে কিমি ২০০/৪ থেকে ২৪২/০ -এর মধ্যে (আপ ও ডাউন) সেসের উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ (১০.৩০ কিমি)। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৩,৫৮,৩৩৯.৭৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭৬,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

WALK-IN-INTERVIEW

Situation Vacant of few posts under District De-Addiction Center, Alipurduar aided by Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India, situated at Vill & P.O. Kamakhyaguri, Pin - 736202, Dist - Alipurduar, State - West Bengal run by Khagrabari Rural Energy Development Association (KREDA). Fresh applications are invited for the resident of Alipurduar, CoochBehar & Jalpaiguri Districts. Honorarium will be paid as per guideline.

Vacant Post for Male	Qualification
Project Manager -01	Post Graduate in Social Work & Experience for 5 years with computer knowledge
Project Co-Ordinator-02	Graduate in Social Work & Experience for 3 years with computer knowledge
Trainer cum Supervisor-02	12 pass with two years' experience
Out Reach Worker-02	M.P with one/two years experience (Ex Drug Users)
Accountant-02	B.Com (Hons) with Computer Knowledge with Accounts
Counselor-02	Graduate in Social Work & Experience for 1/2 years with computer knowledge
Nurse -02	GNM/BSC Nursing

Walk-in-interview will be conducted on dated 12th April, 2025 at 11 A.M. to 5 P.M sharp. Intended Only Male Candidates are appeared before the selection Committee with fresh application along with Biodata original educational documents & experience certificates, & one Xerox set of educational documents & experience certificates with recent photograph. No T.A is allowed for appearance in the interview.
Place of Interview :- KREDA Office, Near Hotel Sarbasree, At - Taltala, P.O - Khagrabari, Pin - 736179, Dist - CoochBehar, Contact No - 9434191319

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ শুভদৃষ্টি, ১০.০০ লে হালুয়া লে, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধে ৭.১৫ সাথী, রাত ১০.৩০ খোকা ৪২০, ১.০০ জুলফিকার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.২০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, রাত ১০.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ লোফার, দুপুর ২.০০ অন্যায় অত্যাচার, বিকেল ৫.৩০ অগ্নিপথ, রাত ১০.০০ পুত্রবধূ, ১২.৩০ ভয়
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার ভালোলাগা আমার ভালোবাসা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৫ এতরাজ, দুপুর ২.০৩ লাডলা, বিকেল ৪.৫৭ বজরঙ্গী-টু, রাত ৮.০০ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, ১০.৫৬ রানওয়ে-৩৪

লে হালুয়া লে সকাল ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা সন্ধে ৭.১০ জলসা মুভিজ

লাডলা দুপুর ২.০৩ অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে খুশি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : নতুন বাড়ি, জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। নতুন ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। মিথুন : অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। ছেলের চাকরির খবরে আনন্দ। কর্কট : বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায় জটিলতা কাটবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য মিলবে। সিংহ : বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। কন্যা : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে সামান্য মতভেদ। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। তুলা : দূরের কোনও বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। বৃশ্চিক : খুব বেশি চাইতে যাবেন না। যা পাচ্ছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ধনু : নতুন কোনও চাকরির সুযোগ আসবে। অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। মকর : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কুম্ভ : বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। মীন : সংসারের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ চৈত্র ১৪৩১, ৩ এপ্রিল, ২০২৫, ২০ চ'ত, সংবৎ ৬ চৈত্র সুদি, ৪ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।৪৯। বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৩।১৮। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১২।২০। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৭।৫৩ পরে সৌভাগ্যযোগ শেষরাত্রি ৫।১৩। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।১৮ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।২০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৪৭ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৩।১৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৩।১৮ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫।৪৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৩।১৮ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬।৪০ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, দিবা ১২। ২০ মধ্যে সাধভক্ষণ নববস্ত্রপরিধান, দিবা ১২।২০ গতে ২।৪৫ মধ্যে ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ২। ৪৫ মধ্যে নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবগৃহারম্ভ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৩।১৮ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২। ৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

কিডনি চাই
কিডনি চাই o+, বয়স : 30-45, পুরুষ বা মহিলা, অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M :8016140555. (C/115742)

কর্মখালি
শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িবাসীদের পার্ট-টাইম/ফুলটাইম কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। M/F চাই। M : 9830364767. (K)

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফ্রন্ট অফিস রিসেপশনিস্ট/P.R.O (M/F) আবশ্যক। (M) 9434028924 (11 A.M.-10 P.M). Email : pfvp.cob@gmail.com

কর্মখালি
আচার্য-আচার্যা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি
রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর, সারদা শিশুতীর্থে শিশুবাটিকা বিভাগের জন্য আচার্য-আচার্যা নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। আগামী ১৩/০৪/২০২৫, রবিবার। সময়- সকাল ১১ টা। যোগ্যতা - বি.এ/বি.এস.সি বা তদুর্দ্ধ (ডি.এল.এড প্রশিক্ষণ আবশ্যিক)। (M-115333)

বিক্রয়
গোরুর খাটাল বিক্রয়। গোরুর সংখ্যা ৭টি, গাভিন ৫টি বকনা বাছুর ২টি। M - 7550840224. (M/M)

Sale Tea Jar Foil
Tea Jar ও আচার বা যে কোনও Jar-এ প্যাকিং করার Foil Seal বিক্রি হয়। (M) 8116743501. (C/115295)

Affidavit
বিয়ের পূর্বে আমার নাম Jaya Saha ছিল। বিয়ে হওয়ার পর আমি গত ইং 6/3/2025 তারিখে EM Court Alipurduar-এ Affidavit করে শ্বশুর বাড়ির Name & title Jasmin Parvin বলে পরিচিত হলাম। Jaya Saha ও Jasmin Parvin একই ব্যক্তি। (K/D/R)

ভর্তি
Manoranjan Saha Memorial B.Ed. College : Admission is open for B.Ed 1st Semester (3rd Phase) from 2nd April to 5th April (2024-26 session) in limited seats. Contact No. - 9832602958, 9931209369. (S/C)

বিক্রয়
শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১১

টেন্ডার নং. সিইসিওএন/এলটিডিইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১১ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"গ্রাহকদের সেবায় পরিশ্রমী"

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-1/2025-26
Memo No. 9/JM Dated: 02/04/2025
(Tender Id: 2025_MAD_832441_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-2/2025-26
Memo No. 10/JM Dated: 02/04/2025
(Tender Id: 2025_MAD_832453_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-3/2025-26
Memo No. 11/JM Dated: 02/04/2025
(Tender Id: 2025_MAD_832465_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-4/2025-26
Memo No. 12/JM Dated: 02/04/2025
(Tender Id: 2025_MAD_832476_1)
Last date of bidding (On line) dated:- 22/04/2025 6:55 P.M
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer, Jalpaiguri Municipality

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
(Accredited by NAAC with Grade B⁺)
Notice
Applications are invited for the recruitment of Junior Research Fellow in an ANRF- sponsored research project (ANRF/IRG/2024/000343/CS) in the Department of Chemistry. For details, visit **www.nbu.ac.in**
Advt. No. 01/R-2025
Dated : 03.04.2025
Registrar (Addl. Charge)

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHISHBATHAN, COOCH BEHAR
RECRUITMENT NOTICE
1. **Computer Teacher (TGT): Qualification :** Bachelor degree in Computer Science, IT, or related field with excellent communication skill (English). **Work Experience :** 0-2 years
2. **IT Technician: Qualification:** Graduate with sound knowledge in maintenance of Computer Systems and working knowledge of DTP (Photoshop etc.). **Work Experience:** 0-2 years.
Please send your resume at the earliest by 10th April 2025
Email ID: binamohitmemorialschool@rediffmail.com

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিক্রির ফাঁকে নিশ্চিন্তে ভাতঘুম তরমুজ বিক্রেতার। বুধবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

প্রেম, লিভ ইন এবং ধোঁকা...

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : ফেসবুকে আলাপ থেকে ভালোবাসা। শুরু হয় লিভ ইন। হয় কন্যাসন্তানও। তরুণী ভেবেছিলেন, লিভ ইন পার্টনারের সঙ্গে এভাবেই বাকি জীবন কেটে যাবে। কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই ওই তরুণ উধাও হয়ে যায়। ঠিকানা খুঁজে ওই তরুণের বাড়ি যেতেই অবাক হয়ে যান ওই তরুণী। জানতে পারেন, ওই তরুণের স্ত্রী, দুই সন্তান রয়েছে।

তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য তরুণকে অনুরোধ করতেই ঘটে বিপত্তি। ওই তরুণের স্ত্রী ও পরিবারের হাতে জোটে মারধর। ঘটনা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। ভালোবাসার সম্পর্ক বদলে গিয়েছে শত্রুতায়। এখন প্রায়দিনই ওই তরুণ ও তার পরিবার ফোন করে মামলা তোলার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ ওই তরুণীর। এই পরিস্থিতিতে নিজের জীবনহানির আশঙ্কায় চলতি সপ্তাহে ভক্তিনগর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। ওই তরুণীর আফসোস, 'কী কুক্ষণে যে ওই তরুণের পাল্লায় পড়েছিলাম। এখন সেটার মাশুল গুনতে হচ্ছে।'

বিপাকে তরুণী

- ২০২২ সালে বাড়ি গিয়ে আর শিলিগুড়িতে ফেরেননি লিভ ইন পার্টনার
- তাঁর বাড়িতে গিয়ে তরুণী জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে
- তরুণের পরিবার তাঁকে মারধর করে বলেও অভিযোগ
- বানারহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী
- তারপর থেকে মামলা তুলতে তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

ছবি -এআই

ওই তরুণী ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। তিনি বলছিলেন, '২০১৮ সালে ওই তরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। প্রথমদিকে বন্ধু হিসেবে কথা বললেও পরবর্তীতে আমরা ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি। ওই তরুণের বাড়িও বাইরে থাকায় আমরা শালুগাড়ার ফ্ল্যাটে লিভ ইন-এ থাকতে শুরু করি।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণের বাড়ি গয়েরকাটায়। কাজের সূত্রেই সে শিলিগুড়িতে এসেছিল। লিভ ইন-এ থাকতে থাকতে ২০২১ সালে তাঁদের এক কন্যাসন্তান হয় বলে দাবি করেছেন ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগ, 'ওই তরুণ মাঝেমধ্যেই কাজের কথা বলে গয়েরকাটায় চলে যেত। তবে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে যাওয়ার পর সে আর ফিরে না আসায় সন্দেহ হয়।' অভিযোগ, মোবাইল ফোনেও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় ওই তরুণ। খোঁজখবর করতে করতে নিজের সন্তানকে নিয়ে গয়েরকাটার সেই বাড়িতে চলে যান তরুণী। অভিযোগ, গয়েরকাটায় গিয়ে সব জানার পর তরুণকে ফিরে আসার কথা বলতেই জোটে চড়-থাপ্পড়। বানারহাট থানায় ওই তরুণী অভিযোগ দায়ের করেন। ২০২৪ সালে কোর্টে পিটিশনও দাখিল করেন ওই তরুণী।

ওই তরুণীর কথায়, 'মেয়ের চার বছর হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে এখন কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। এরমধ্যেই মামলা তোলার জন্য সমানে ওই পরিবার হুমকি দিচ্ছে। অসহায় হয়েই আমি পুলিশের কাছে এসেছি, যদি নিরাপত্তা পাওয়া যায়।'

দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে টাকা লুট

বধূকে ছুরির আঘাত শ্রীনগর কলোনিতে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে টাকা লুট করে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। লুটে বাধা দিলে বাড়ির এক মহিলাকে ছুরি দিয়ে আঘাতও করে তারা। ঘটনাকে ঘিরে বুধবার শোরগোল পড়ে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীনগর কলোনিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বাড়ির লোকেদের থেকে বিস্তারিত শুনে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কয়েক দশক ধরে শ্রীনগর কলোনিতে বসবাস করছেন যুধিষ্ঠির মণ্ডল। তাঁর বয়স ১১৫। পরাধীন ভারতে তিনি ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনকারী। যুধিষ্ঠিরের দুই ছেলে। বড় ছেলে আনন্দ, ছোট ছেলে সদানন্দ মণ্ডল। এদিন দুপুরে বাড়ির পুরুষরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজের জায়গায় ছিলেন। মহিলা সদস্যরাও ছিলেন আশপাশে। সদানন্দের পুত্রবধূ অর্পিতা মণ্ডল দুপুর একটা নাগাদ ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখেন, দুই তরুণ ঘরের ভেতরে আলমারি ভাঙার চেষ্টা করছে। অর্পিতার কথায়, 'আমাকে ঢুকতে দেখেই দুজনে পালানোর চেষ্টা করে। আমি একজনের টি-শার্ট টেনে ধরতেই অন্যজন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এতে কোল থেকে ছিটকে পড়ে ছেলে।' অর্পিতার সংযোজন, 'একজনকে আটকানোর চেষ্টা করতেই অন্য দুষ্কৃতী আমার হাতে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। হাতের দুই জায়গায় কেটে গিয়েছে।'

চুরির ঘটনার তদন্তে পুলিশ। বুধবার শ্রীনগর কলোনিতে।

> আমাকে ঢুকতে দেখেই দুজনে পালানোর চেষ্টা করে। আমি একজনের টি-শার্ট টেনে ধরতেই অন্যজন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। একজনকে আটকানোর চেষ্টা করতেই অন্য দুষ্কৃতী আমার হাতে ছুরি দিয়ে আঘাত করে।
>
> **অর্পিতা মণ্ডল**
> *আহত মহিলা*

ঘটনার আকস্মিকতায় অর্পিতা চিৎকার শুরু করতেই আশপাশ থেকে বাড়ির লোকেরা ছুটে আসেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। দিনদুপুরে বাড়িতে দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ার ঘটনায় আতঙ্কিত সকলে।

প্রতিবেশী বিনোদবিহারী বিশ্বাস বললেন, 'এই ঘটনায় বাসিন্দারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। পুলিশ যেন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।'

ওই বাড়ির আরেক মহিলার কথায়, 'ঘরে ঢুকে দেখি, আলমারি ভাঙা হয়েছে। কয়েক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বড় অঘটন ঘটেনি, এটাই রক্ষা।' তবে দুষ্কৃতীরা যেভাবে ছুরি দিয়ে তাঁর হাতে আঘাত করেছে, সেটা ভেবেই এখন শিউরে উঠছেন অর্পিতা।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির বাসনা দাসের বক্তব্য, 'বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। এলাকায় টহলদারি বাড়ানো দরকার।' সন্ধ্যায় ওই বাড়িতে যান বিজেপির ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি-১ মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন। তাঁর কথায়, 'দিন-দিন অপরাধের আঁতুড় হয়ে উঠছে এই এলাকা। পুলিশ ও প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ না করলে টেকা মুশকিল হয়ে যাবে।' এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। আশা করছি, দ্রুত দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে।'

বাংলাদেশি তরুণ গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি, ২ এপ্রিল : এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ নাহিম (১৯)। তার বাড়ি ওপার বাংলার বরিশাল জেলায়। অভিযোগ, ওই তরুণ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মঙ্গলবার নেপালে যাওয়ার পথে তাকে আটক করে এসএসবি। বুধবার অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই বাংলাদেশি তরুণকে মদতের অপরাধে এক ভারতীয় প্রৌঢ়কেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রঞ্জন সিংহ (৫২)। সে খড়িবাড়ি দুলালজোতের বাসিন্দা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধৃত তরুণের থেকে বাংলাদেশে জন্মের শংসাপত্র, মোবাইল, একাধিক সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে বাইকে চেপে মেচি সেতু দিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাচ্ছিল ওই বাংলাদেশি তরুণ এবং ভারতীয় প্রৌঢ়। গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় তাদের আটক করেন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাংলাদেশি তরুণের কাছে নেপালে প্রবেশের বৈধ ভিসা কিংবা পাসপোর্ট ছিল না। তাকে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরোতে সহায়তার জন্য ভারতীয় প্রৌঢ়কেও আটক করে এসএসবি। ধৃতদের বুধবার খড়িবাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশি তরুণকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ভারতীয় প্রৌঢ় অসুস্থ থাকায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ভাবনা চলছে।

গরম পড়তেই জলে ঝাঁপ।। চিলাপাতায় বানিয়া নদীতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সিকিম-বাংলা গাড়ি চলাচল

পারমিট সংখ্যা বাড়াতে চায় দুই রাজ্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : বরফ গলার আভাস মিলল অবশেষে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাহাড়-সমতলের মধ্যে যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্তে সম্মত হল সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ।

বুধবার স্টেট গেস্টহাউসে দুই রাজ্যের মধ্যে পরিবহণ সংক্রান্ত রেসিপ্রোকাল চুক্তি নিয়ে যে বৈঠক হয়, সেখানেই পারমিট সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজি হয়েছে প্রতিবেশী দুই রাজ্য। এতদিন পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিমে এবং সেখান থেকে এরাজ্যে তিন হাজার করে পারমিট ইস্যু হত। নতুন সিদ্ধান্তে তা সাড়ে চার হাজার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যা স্পষ্ট হয়েছে সিকিমের পরিবহণসচিব রাজ যাদবের বক্তব্যে।

তিনি বলেন, 'আগের তুলনায় এখন পর্যটকদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবে গাড়ির চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে পারমিটের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। স্টেট ক্যারেজের সংখ্যাও আগের থেকে বাড়ানো হবে।' পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া পারমিট গাড়ির সিকিমে প্রবেশের ক্ষেত্রে নতুন করে স্টেট পারমিট লাগবে না বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। এ রাজ্যের তরফে বৈঠকে উপস্থিত পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী তেমন কোনও মন্তব্য করেননি। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'সমস্ত পয়েন্ট নিয়েই আমাদের আলোচনা হয়েছে। এরপর পুরো বিষয়টা সরকারের কাছে যাবে। তারপর রেসিপ্রোকাল চুক্তির পর্যায় যাবে।' দুই রাজ্যের মধ্যে পারমিটের সংখ্যা বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত হলেও খুব একটা খুশি নন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

স্টেট গেস্টহাউসে দুই রাজ্যের প্রতিনিধিদের বৈঠক। ছবি : সূত্রধর

কী সিদ্ধান্ত

- বুধবার স্টেট গেস্টহাউসে দুই রাজ্যের মধ্যে পরিবহণ সংক্রান্ত রেসিপ্রোকাল চুক্তি নিয়ে বৈঠক হয়
- পারমিট সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজি হয়েছে প্রতিবেশী দুই রাজ্য
- এতদিন পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিমে এবং সেখান থেকে এরাজ্যে তিন হাজার করে পারমিট ইস্যু হত

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'আমরা চেয়েছিলাম ওপেন পারমিট ও ফ্রি মুভমেন্ট। ফ্রি মুভমেন্ট হলে ট্যুরিস্টদের অনেক সুবিধা হবে। আমাদের গাড়িচালকদেরও সিকিমে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হবে না।' অন্যদিকে, বাংলার পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বাসচালকরা সিকিমে যাওয়ার পর বিভিন্ন সময় হয়রানির মুখে পড়ার অভিযোগ করলেও ব্যাপারটা অস্বীকার করেছেন সিকিমের পরিবহণ দপ্তরের উপদেষ্টা মদন সিনচুরি। তাঁর বক্তব্য, 'হেনস্তার কোনও ঘটনা ঘটে না। কাগজপত্র সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকলে ফাইন হতে পারে।' অন্যদিকে, বাস মালিকদের তরফে নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড সহ স্টপের দাবি করা হয়েছিল।

এব্যাপারে সিকিমের পরিবহণসচিবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য বিষয়টা এড়িয়ে যান। শহরের পরিবহণ, যানজট সমস্য নিয়ে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই বাসের সংখ্যা বাড়িয়েছি। শিলিগুড়ির যানজটকে সরিয়ে বাস টার্মিনাস করা যায় কি না, সেব্যাপারে আমাদের আলোচনা চলছে।' তবে বাস টার্মিনাস কোথায় হবে, সেব্যাপারে কিছু বলতে চাননি তিনি। এদিন শহরের যানজট সমস্যা নিয়ে মেয়র ও পরিবহণমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকও হয়। বিতর্কের পর এসএনটি-তে হওয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম বদলে দেওয়ার কথাও এদিন জানিয়েছেন মদন সিনচুরি।

বধূকে গুলির ২৪ ঘণ্টা পরও অধরা সফিক

নকশালবাড়ি, ২ এপ্রিল : বধূকে গুলি করে খুনের চেষ্টার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও মহম্মদ সফিক ওরফে সেভেনকে ধরতে ব্যর্থ পুলিশ। মঙ্গলবার রাতেই তার বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রেশমা খাতুন নামে ওই বধূ। ঘটনায় পর থমথমে তোতারামজোতের নুরি চক। গভীর রাত পর্যন্ত এলাকায় পুলিশ পাহারা থাকলেও বুধবার তা তুলে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, সফিক রাতেই নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নতুন করে অস্ত্র আইনে মামলা শুরু হয়েছে। নকশালবাড়ি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সফিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার খোঁজ চলছে।

থানার ওয়ান্টেড তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে সফিকের নাম। তার বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে ২০১৯ সালে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে গুলি চালিয়েছিল সফিক। বছর তিনেক আগে হাতিঘিসা টোল প্লাজার পাশেও এমন ঘটনায় তার হাত ছিল। ভৈষাটি এলাকাতেও জুয়ার আসরে বন্দুক দেখিয়ে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল সে। এসব কাণ্ডে দীর্ঘদিন জেলেও থাকতে হয়েছে তাকে। ফের সে একই ধরনের কাণ্ড ঘটাল।

বধূকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও পুলিশ সেভেনকে পাকড়াও করতে না পারায় তোতারামজোতের বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ফেজলু বলেন, 'এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ পুলিশ দুষ্কৃতীকে ধরতে পারছে না! সফিকের কাছে সবসময় বন্দুক থাকে। যে কোনও সময় ও ফের এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে। আমরা সকলেই আতঙ্কে রয়েছি।'

যদিও তাঁদের এই কথা পুলিশ ও প্রশাসনের কানে আদৌ পৌঁছাচ্ছে কি? এদিন কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। অন্যদিকে, নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি মিটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছি। পরে ফোন করে জানাব।' এখন কবে সেভেন পুলিশের জালে ধরা পড়ে, সেই অপেক্ষায় তোতারামজোতের বাসিন্দারা।

তরুণকে মার

চাকুলিয়া, ২ এপ্রিল : উদ্ধার করতে গিয়ে স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর হাতে মার খেলেন এক তরুণ। বুধবার ঘটনাটি ঘটে চাকুলিয়া থানার ধুমাগড়ে। বছরকয়েক আগে ইসলামপুর মহকুমার দাড়িভিটের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শেফালির। তাঁদের সাত বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে প্রতিবেশী উত্তম হরিজনের সঙ্গে শেফালি পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। বিশ্বজিৎ জানান, 'অভিযুক্তের কাছে আমার স্ত্রী রয়েছে জেনে ধুমাগড়ে এসেছিলাম। স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলে উত্তম আমাকে মারধর করে। আমি আইনের সহায়তা নেব।' শেফালির বক্তব্য, 'উত্তমের সঙ্গে সংসার বেঁধেছি। আগের স্বামীর কাছে যেতে চাই না।'

বাসন্তীপুজো

বাগডোগরা, ২ এপ্রিল : হাওদাভিটা চা বাগানে চলছে বাসন্তীপুজোর প্রস্তুতি। স্থানীয় ধীরু রায় তাঁর পিতৃপুরুষের স্মৃতিতে এখানে যে মন্দিরটি গড়ে তুলেছেন, গত ১২ বছর ধরে সেখানে এই পুজো হয়ে আসছে। শনিবার মহাষ্টমীতে বহু মানুষের সমাগম হবে ওই মন্দিরে। সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, গোঁসাইপুর তিনধারিয়া ক্লাবও বাসন্তীপুজোর আয়োজন করেছে। এছাড়া ক্লাবটি বেশকিছু সামাজিক কাজও করছে।

রামনবমীতে ড্রোনে নজরদারি

চোপড়া, ২ এপ্রিল : চোপড়ায় রামনবমীতে ড্রোনে নজরদারি চালাবে পুলিশ। জাতীয় সড়ক এমনকি গ্রামগঞ্জের হাট বাজারেও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সড়কের সদর চোপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ট্রাফিক পয়েন্ট ঘেঁষে ইতিমধ্যে বাঁশের ২৩ ফুট উচ্চতার একটি ওয়াচটাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি কালাগছ বাসস্ট্যান্ড এলাকাতেও ওয়াচটাওয়ার থাকছে। এভাবে সোনাপুর থেকে চোপড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কে থাকছে কড়া নজরদারি।

এমনিতে রামনবমীতে এলাকার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে বেশ কয়েকটি শোভাযাত্রা জাতীয় সড়ক ধরে ইসলামপুরে গিয়ে অংশ নেয়। চোপড়ায় এবার পুলিশ-প্রশাসনের অতিরিক্ত নজরদারি সাধারণ মানুষও আঁচ করতে পেরেছেন। অনেকে বলছেন, এবার আগে থেকে পুলিশের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। এর আগে কোনওদিন রামনবমী উপলক্ষ্যে এলাকায় ওয়াচটাওয়ার তৈরি করতে দেখা যায়নি।এদিকে দাসপাড়া, কাঁচাকালী সহ বিভিন্ন বাজারেও কড়া নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে এ ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে প্রশাসনও। আগামী রবিবার রামনবমী। ইতিমধ্যে ব্লকজুড়ে সাজোসাজো রব শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে পুলিশ।

চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, শোভাযাত্রা ঘিরে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা যাতে না ঘটে সেই কারণে নজরদারিতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

চোপড়া

নেশাগ্রস্ত মায়ের থেকে শিশুকে উদ্ধার

মালবাজার, ২ এপ্রিল : মঙ্গলবার রাতে মত্ত গৃহবধূর হাত থেকে তাঁর শিশুসন্তানকে উদ্ধার করলেন প্রতিবেশীরা। মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনির বাসিন্দারা রাত বারোটা নাগাদ পাড়ারই এক গৃহবধূকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অশ্লীল গালিগালাজ করতে শোনেন। ওই গৃহবধূর চিৎকার এবং তাঁর শিশুসন্তানের আর্ত কান্নায় এলাকার সকলের ঘুম ভেঙে যায়। সবাই ওই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ওই মহিলা নিজের সন্তানকে অমানুষিক মারধর করছেন। সকলে মিলে ওই মহিলার হাত থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও।

তবে, লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'ওই মহিলার স্বামীকে ডেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ওই মহিলা এখন সুস্থ আছেন।' মাল শহরের দক্ষিণ কলোনির একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন বছর ত্রিশের ওই মহিলা ও তাঁর এক বছরের সন্তান। কর্মসূত্রে তাঁর স্বামী মাদারিহাটের একটি চা বাগানের কর্মী। ছুটির দিনে মাঝেমধ্যে তিনি বাড়ি ফিরতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত বারোটা নাগাদ টোটোয় চেপে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওই মহিলা বাড়িতে ফেরেন। কিছুক্ষণ পর থেকেই অশ্লীল গালিগালাজ ও চিৎকার করতে থাকেন।

যে বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকেন সেই বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীদের কয়েকজন জানিয়েছেন, চিৎকার করতে করতে নিজের এক বছরের সন্তানকে নির্মমভাবে মারছিলেন ওই মহিলা। একসময় শিশুটিকে বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে দেন।

পশুস্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : গরম পড়তেই পশুদের স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ নজর দিল বন দপ্তর। জঙ্গলের ভেতর কোনও পশু অসুস্থ হয়ে পড়ছে কি না, সেদিকে নজর রাখার পাশাপাশি গৃহপালিত পশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন রেঞ্জে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাত্রিকালীন টহলদারি শুরু করেছেন বনকর্মীরা। উদ্ধার হওয়া প্রাণীদের চিকিৎসা করে পুনরায় জঙ্গল ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

ডিএফও (কার্সিয়াং) দেবেশ পান্ডে বলেন, 'এই আবহাওয়ায় জঙ্গলে ঘনঘন আগুন লাগছে। এতে বন্যপ্রাণীদের সমস্যা হয়। সেজন্য প্রতিটি রেঞ্জে রাত্রিকালীন টহলদারি আবশ্যক। যদি বনের ভেতরে কোনও অসুস্থ পশু দেখা যায়, তাহলে তার দ্রুত চিকিৎসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

শহিদের মূর্তির অবমাননা রুখতে উদ্যোগী চন্দন

মন ভালো করা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২ এপ্রিল : কর্মসূত্রে ইজরায়েলের তেল আভিভে থাকেন বাগডোগরার গদাধরপল্লির তরুণ চন্দন সিটোলা। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে প্রায় ৫ হাজার ২০০ কিমি দূরে বসে তিনি দেখেছিলেন, শহিদের মূর্তির অবমাননার ছবি। তা দেখে আর নিজেকে আটকাতে পারেননি চন্দন। শহিদের মূর্তির মর্যাদা ফেরাতে করেছেন পদক্ষেপ। তাঁর উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা।

পানিঘাটা মোড় থেকে বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসের গেট পর্যন্ত বন দপ্তরের সীমানা প্রাচীর রয়েছে। এর মাঝামাঝি একটি জায়গায় বসানো হয়েছে বাগডোগরার শহিদ জওয়ান সুভাষ থাপার মূর্তি। কিন্তু কিছু মানুষ এখানেই আবর্জনা ফেলছেন। মূত্রত্যাগও করছেন অনেকে। এতে শহিদের অবমাননার পাশাপাশি পরিবেশও দূষিত হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গোটা বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন চন্দন। শহিদের অবমাননা তিনি মেনে নিতে পারেননি। সীমানা প্রাচীর এবং এশিয়ান হাইওয়ে টু এর ফুটপাথের যে অংশে শহিদের মূর্তি রয়েছে, সেখানকার সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন চন্দন। বন বিভাগ এবং আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত এজন্য এনওসি দিয়েছে।

প্রাচীরের সৌন্দর্যায়ন শুরু হয়েছে বাগডোগরায়। (ইনসেটে) চন্দন সিটোলা।

মনীষীদের পাশাপাশি সীমানা প্রাচীরে নানা ছবি আঁকা হচ্ছে। ইতিমধ্যে শিল্পী মোহিত দে, সব্যসাচী দে সহ প্রায় কুড়িজন কিশোর-কিশোরী ছবি আঁকা শুরু করেছেন। 'আই লাভ বাগডোগরা' লেখা সেলফি জোনও তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে এবং বাগডোগরার বাসিন্দারা। সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন চন্দন। তাঁর কথায়, 'আমি ইজরায়েলে কাজ করি ঠিকই। কিন্তু আমি তো বাগডোগরার ছেলে। সংবাদমাধ্যমে দেখেছি, শহিদের মূর্তির পাশে অনেকে মূত্রত্যাগ করেন। এতে যে শহিদের অবমাননা হচ্ছে তা কেউ ভাবছেন না। তাই ঠিক করেছিলাম, কিছু একটা করতে হবে। তা থেকেই সৌন্দর্যায়নের ভাবনা।' ডিএফও বললেন, 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যেভাবে আবর্জনা ফেলে রাখা হয়, দেখে সত্যিই খারাপ লাগে।'

> আমি ইজরায়েলে কাজ করি ঠিকই। কিন্তু আমি তো বাগডোগরার ছেলে। সংবাদমাধ্যমে দেখেছি, শহিদের মূর্তির পাশে অনেকে মূত্রত্যাগ করেন। এতে যে শহিদের অবমাননা হচ্ছে তা কেউ ভাবছেন না। তাই ঠিক করেছিলাম, কিছু একটা করতে হবে। তা থেকেই সৌন্দর্যায়নের ভাবনা।
>
> **চন্দন সিটোলা**
> *বাসিন্দা, গদাধরপল্লি*

কিন্তু আমি তো বাগডোগরার ছেলে। সংবাদমাধ্যমে দেখেছি, শহিদের মূর্তির পাশে অনেকে মূত্রত্যাগ করেন। এতে যে শহিদের অবমাননা হচ্ছে তা কেউ ভাবছেন না। তাই ঠিক করেছিলাম, কিছু একটা করতে হবে। তা থেকেই সৌন্দর্যায়নের ভাবনা।' ডিএফও বললেন, 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যেভাবে আবর্জনা ফেলে রাখা হয়, দেখে সত্যিই খারাপ লাগে।'

স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত আচার্যর বক্তব্য, 'ইজরায়েল থেকে চন্দন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি প্রস্তাব শুনে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এরপরই শুরু হয় কাজ।' আপার বাগডোগরার প্রধান সঞ্জীব সিনহা বললেন, 'প্রস্তাব আসার পরই আমরা বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে অনুমোদন করাই। চন্দন ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। এভাবে যদি বাকিরা এগিয়ে আসেন, তাতে সমাজেরই ভালো।' একই কথা বলেছেন উপপ্রধান সঞ্জিত মাহাতোও।

নিম্নমানের সিমেন্ট দিয়ে রাস্তা ঢালাই

খড়িবাড়ি, ২ এপ্রিল : দীর্ঘদিন ধরে বাতাসির গৌড়শাজোতের রাস্তাটি কাঁচা ছিল। বাসিন্দারা পাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। দাবি মেনে শুরু হয় কাজ। বাসিন্দারা ভেবেছিলেন, এবার বোধহয় তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু কোথায় কী! কাজ হচ্ছে নিম্নমানের। যা নিয়ে ফের ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। ক্ষোভ এমন পর্যায়ে গেল যে বুধবার বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এমনকি কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, শিডিউল মেনে কাজ হচ্ছে না। নিম্নমানের সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজ শেষের পথে, অথচ এখনও লাগানো হয়নি বিবরণী বোর্ড। রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা বরাদ্দে তাপস মণ্ডলের বাড়ি থেকে সুভাষ সিংহের বাড়ি পর্যন্ত ১২০ মিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এবার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ওঠায় প্রশ্ন উঠছে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে।

যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ বলেছেন, 'অভিযোগের ব্যাপারটা কানে এসেছে। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়ে তদন্ত করে দেখা হবে বিষয়টি। নিম্নমানের কাজ হয়ে থাকলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রধান কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিলেও বাসিন্দাদের ক্ষোভ কিন্তু কমছে না। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দীপ্তি বিশ্বাস বলেন, 'সিমেন্ট অত্যন্ত নিম্নমানের। দু-ইঞ্চি ঢালাই করা হয়েছে।' কাজ শেষ হতে চলল, অথচ বোর্ড লাগানো হয়নি বলে জানান আরেক বিক্ষোভকারী বাপন সিংহ। তাঁর কথা, 'ঠিকাদার শিডিউল মেনে কাজ করছেন না। ঢালাই সমানভাবে হয়নি। ঠিকাদারকে বললে পালটা হুমকি দিচ্ছেন।' বিক্ষোভকারীরা সঠিকভাবে রাস্তা তৈরির দাবি তোলেন।

যদিও বাসিন্দাদের অভিযোগ সবটা মানতে নারাজ ঠিকাদার শ্রীদাম বিশ্বাস। তাঁর যুক্তি, 'শিডিউল মেনেই কাজ হয়েছে। তবে মাত্র ২০ বস্তা সিমেন্ট নিম্নমানের ছিল, এটা ঠিকই। ওটা ভুল করে ব্যবহার হয়েছে। ঢালাইয়ের সময় শ্রমিকরা পাটা মারতে দেরি করায় একটু উঁচুনীচু হয়েছে।' বোর্ড কেন লাগানো হয়নি? ঠিকাদারের সাফাই, 'বোর্ড বানাতে দেওয়া হয়েছে।'

চক্রের হাতে ডিজিটাল এটিএম কার্ড

ফাঁসিদেওয়া, ২ এপ্রিল : রেজাবুলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া দুটি পেনড্রাইভে মিলল ডিজিটাল এটিএম কার্ড। বিদেশে কোটি কোটি টাকা পাচারে মূল অভিযুক্ত চটহাটের মহম্মদ সইদুলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মহম্মদ রেজাবুলকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার রাতে তার নীচবাজারের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকেই কয়েকশো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও এটিএম কার্ডের তথ্য হাতে পান তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে উদ্ধার হয় ১৬ ও ৩২ জিবির দুটি পেনড্রাইভ। এদিন সেগুলি খতিয়ে দেখতেই চমকে যান তদন্তকারীরা।

পুলিশের হাতে নথিপত্র যাওয়ার ঝঞ্ঝাট এড়াতেই ফিজিকাল কপির বদলে চক্রটি ডিজিটাল কপি রাখতে শুরু করে। উদ্ধার হওয়া পেনড্রাইভ থেকে এটিএমের এমনই ডিজিটাল কপি উদ্ধার হয়েছে। এটিএম কার্ডের সামনের ও পিছন দিকের ছবি পেনড্রাইভ দুটিতে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলি দিয়েই সইদুলের চক্রটি এই কারবার জারি রেখেছিল। স্থানীয়দের থেকে ভাড়ায় নেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য মিলছে অভিযানের প্রথম থেকেই। এবার পুলিশ জানতে পেরেছে, অনলাইন বেটিংয়ের টাকা দুবাই সহ বিভিন্ন দেশে পাঠাতে চক্রটি ডিজিটাল এটিএম কার্ডের কপি তৈরি করে রাখে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একটুকরো স্বর্গ।। *মিরিকে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির তমোনাশ কর।*

ব্যানার নিয়ে দুই ফুলের 'ধর্ম-যুদ্ধ'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : রামনবমীকে কেন্দ্র করে উত্তাপ বাড়ছে শহরে। গেরুয়া রঙের ফ্ল্যাগে মুড়ছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি। এরমধ্যেই সকলের নজর কাড়তে শুরু করেছে বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে শুরু হওয়া ব্যানার-যুদ্ধ। একদিকে রামনবমীতে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ছবি সংবলিত ব্যানার। অন্যদিকে, পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের নামে মহাত্মা গান্ধির ছবি সহ ব্যানার।

সেই ব্যানারে গান্ধিজির ছবির পাশে তাঁর বহু প্রচারিত উক্তি, 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম/ পতিত পাবন সীতা রাম/ ঈশ্বর আল্লাহ তেরো নাম/ সবকো সন্মতি দে ভগবান।' মজার ব্যাপার, দুইক্ষেত্রেই নেই তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি। গৌতম দেবের নামের পাশে নেই তাঁর কোনও রাজনৈতিক পরিচয়। অন্যদিকে, ব্যানারে শুভেন্দু অধিকারীর পরিচিতি রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদার শ্রীশ্রী শঙ্খানন্দ জগন্নাথ মন্দিরের সভাপতি হিসেবে। তবে এই দুই ব্যানারকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে টিপ্পনী, পালটা টিপ্পনী শুরু হয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিক তর্জা আরও বেড়েছে সুভাষপল্লি মোড়ের কাছে গৌতম দেবের ওই ব্যানার ছেঁড়ার ঘটনায়। গৌতম সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'শিলিগুড়ি শহরে লাগানো জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির অতিপ্রিয় রামধুনের চারটি প্রাসঙ্গিক লাইন উল্লিখিত ব্যানার, হোর্ডিং একটি বিশেষ বিভেদকামী শক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে। এমন ঘটনা শিলিগুড়ির মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিপন্থী। এটা কী ধরনের সংস্কৃতি? শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বিচারবিবেচনার জন্য রাখলাম।'

গৌতম বলছেন, 'ব্যানারে তো আমার নামের পাশে কোনও পদ নেই। সুভাষপল্লিতে একটি ব্যানার ছেঁড়া হয়েছে। আমি আরও পাঁচটি ব্যানার লাগাব।' এরপরই শুভেন্দুর ব্যানার ঘিরে গৌতমের টিপ্পনী, 'ওই ব্যানারে রাম রয়েছে। তারপাশেই মোদি, নীচে আবার শুভেন্দুর ছবি। এসব আবার কী? আমার ব্যানারে কিন্তু রামের কথাও বলা রয়েছে, তারপর ঈশ্বর-আল্লার কথাও বলা হয়েছে।'

এদিকে বিষয়টি নিয়ে বিজেপির শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের পালটা নিশানা, 'শুভেন্দু অধিকারী সকল সনাতনীর রামনবমীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। গৌতম দেব একজন সনাতনী হওয়ার পরেও রামনবমীতে অংশগ্রহণ করতে বলছেন না কেন? অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান ওই ধর্মের নিজস্ব, আর সনাতনীদের অনুষ্ঠান সবার।'

এদিকে, ব্যানার-যুদ্ধের পিছনে ভোট রাজনীতির বিষয়টি স্পষ্ট। রামনবমীকে সামনে রেখে বিজেপি সকল হিন্দুকে একত্রিত করার চেষ্টায় নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক তকমা দিতে কসরত করছে তৃণমূল। তাদের কাছে সব ধর্ম-বর্ণ-জাতির মানুষই সমান, সেই বার্তা দিতে চাইছে শাসকদল। এক্ষেত্রে অবশ্য রাজনীতি না এনে, সাধারণ একজন বাসিন্দা হিসেবে এই বার্তা শহরবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন গৌতম। আর এই রাজনীতিতে এবারে গান্ধিজিও চলে আসায় দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার বলছেন, 'আসলে দুই দলই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। গৌতম এবারে শিলিগুড়িতে বিধানসভা ভোটে দাঁড়াবেন, তাই এই প্রচার করছেন। আর বিজেপি বরাবরই ধর্মীয় মেরুকরণের নোংরা রাজনীতি করে এসেছে।'

গৌতম দেবের নামে ব্যানার। (নীচে) শুভেন্দু অধিকারীর ছবি সহ ব্যানার।

বকেয়া মজুরি, তবুও কাজে শ্রমিকরা

পদত্যাগ চা বাগান ম্যানেজারের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ এপ্রিল : ছয় সপ্তাহ মজুরি মেলেনি। অর্থাৎ তিন কিস্তিতে মজুরি বকেয়া। রবিবার সাতভাইয়া ডিভিশনে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন শ্রমিকরা। সূত্রের খবর সেদিনই পদত্যাগ করেন হাতিঘিসার অটল চা বাগানের ম্যানেজার নবীনকুমার যোশি। তারপর থেকে তাঁকে বাগানে আর দেখা যায়নি। আপাতত অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের ভরসায় চলছে বাগান। প্রায় দুই হাজার শ্রমিক বাগান বন্ধের আশঙ্কায় এখন প্রহর গুনছেন।

বুধবার বিকেলে ম্যানেজার অফিসে গিয়ে দেখা যায় ফাঁকা চেয়ার। শ্রমিকরা জানান, ম্যানেজার পদত্যাগ করেছেন। তাই কেউ অফিসে আসছেন না। ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হলে সেখানকার কর্মী বিশাল ছেত্রী বলেন, 'আমরা এক মাস মজুরি পাইনি। মজুরি দিতে না পারায় ম্যানেজার পদত্যাগ করেছেন। এখন তিনি বাংলোতে নেই। সকালে শিলিগুড়িতে গিয়েছেন। এখনও আসেননি।' পরে ম্যানেজার নবীনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রঞ্জন মণ্ডল 'বড়সাহেব ঠিক কী কারণে পদত্যাগ করেছেন সেটা বলতে পারব না' বলে মন্তব্য করেন। এদিকে, মজুরি না পেয়েও এদিন বাগানে পাতা তুলতে দেখা যায় শ্রমিকদের। কাজ করছেন কেন? এক শ্রমিক লেব্রানুজ টোপ্পো জবাব দেন, 'কাজ না করলে বাগান বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কাজ করছি।'

প্রায় দুই হাজার শ্রমিক এই বাগানের ওপর নির্ভরশীল। এক শ্রমিক অমিতা তাঁতি বলছিলেন, 'পুজোর পর থেকেই বাগানে পেমেন্ট নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। ঠিকমতো মজুরি পাচ্ছি না কেউ। দোল গেল, ইদ গেল, এখনও আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। অনেক সমস্যায় রয়েছি।'

মাথায় এক আকাশ চিন্তা নিয়েই পাতা তুলছিলেন লালমণি ওরাওঁ। তাঁর কথা, 'দেড় মাস ধরে মজুরি নেই। অনেক কষ্ট করে বাড়ির খরচ চালাচ্ছি। শুনছি মজুরি দিতে না পেরে ম্যানেজার পদত্যাগ করেছেন। জানি না আগামীদিনে বাগানের কী অবস্থা হবে।'

ম্যানেজার যে পদত্যাগ করেছেন সেকথা শুনেছেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে। তাঁর মন্তব্য, 'শ্রমিকদের মধ্যে পেমেন্ট নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমরা মালিকদের সংগঠনের সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, দু-একদিনের মধ্যে শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট ঢুকে যাবে।'

বিষয়টি নিয়ে মালিকদের সংগঠন তরাই ব্যাংডুবি টি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রানা দে-কে প্রশ্ন করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'বাগান বন্ধের কোনও প্রশ্নই নেই। হয়তো তিনি অন্য কোথাও কাজ পেয়েছেন। তাই পদত্যাগ করেছেন। এই সপ্তাহের মধ্যেই নতুন ম্যানেজার কাজে যোগ দেবেন।' তাঁর আশ্বাস, 'শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির কিছুটা দু'একদিনের মধ্যে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

দু'একদিনের মধ্যে শ্রমিকরা মজুরি পান কি না, সেদিকে নজর থাকবে সকলের।

মজুরি না মিললেও বুধবার অটল চা বাগানে কাজে এলেন শ্রমিকরা।

পুড়ে ছাই ১৫টি বাড়ি

গোয়ালপোখর, ২ এপ্রিল : গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১৫টি বাড়ি। বুধবার ঘটনাটি ঘটে গোয়ালপোখর থানার ছোট পাটনা এলাকায়। প্রথমে একটি বাড়িতে আগুন লাগে। পরে একাধিক বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরাই প্রথমে আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। গোয়ালপোখর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ১৫টি বাড়ি।

মানুষের প্রাণহানি না হলেও কয়েকটি গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। আনাজ, আসবাব, টাকা, গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে ছাই যায়। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।' গোয়ালপোখর থানার পুলিশ জানিয়েছে, একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন লাগে। তবে কার বাড়িতে প্রথমে আগুন লেগেছিল, সেই ব্যাপারে কেউ মুখ খুলছেন না। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নদীতে সার্চ অপারেশন

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল : কীর্তনপাড়ায় দলঞ্চা নদীর তলায় কার্তুজ পেয়েছিল শিশুরা। খেলার সময় বিষয়টি নজরে আসে। পরে পুলিশ এসে মঙ্গলবার মোট ২৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে। ঘটনার পর নদীতে নজর রেখেছিল পুলিশ। বুধবার নদীতে সার্চ অপারেশনে নামেন উর্দিধারীরা। লোহার জাল, কোদাল দিয়ে বালি ছাঁকা হয়। সার্চ অপারেশন দেখতে ভিড় জমে যায় এলাকায়। তবে সারাদিন খোঁজাখুঁজির পরেও নতুন করে আর কার্তুজ পাওয়া যায়নি।

দল থেকে দূরত্ব তৈরি করছেন বুথ সভাপতিরা

গোষ্ঠীকোন্দলে দাঁড়ি নেই পদ্মে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল অব্যাহত। কয়েকদিন ধরেই দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিলেন নীচুতলার নেতা-কর্মীরা। বুধবারও তা বজায় থাকল। দিনভর দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখালেন একাংশ নেতা-কর্মী। এদিনও বেশ কয়েকজন বুথ সভাপতি দলের সমস্ত কাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হাতিয়াডাঙ্গায় বিজেপির বেশ কয়েকজন বুথ সভাপতি ও নেতা-কর্মী বৈঠক করেন। গৌরচাঁদ রায়, সন্তোষ বর্মন, ননীগোপাল রায়, জগদীশ বর্মন সহ অনেকেই সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সন্তোষ বলেন, 'আমাদের মানে বুথ সভাপতিদের মাটিতে নেমে কাজ করতে হয়। দলের নিয়ম অনুযায়ী ভোটাভুটি হলে আমাদের ভোট দেওয়ার কথা। কিন্তু সেটা করা হয়নি।' গৌরচাঁদের কথায়, 'জেলা নেতৃত্ব নিয়মভঙ্গ করে মণ্ডল সভাপতি পদ বিলিয়েছেন।'

সন্ধ্যায় বেতগাড়া এলাকায় বেশ কয়েকজন বুথ সভাপতি এবং নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ সভা করেন। সেই সভা থেকে বিকাশ রায় নামে এক বুথ সভাপতি বলেন, 'হঠাৎ জানলাম মণ্ডল সভাপতি পদে পরিবর্তন হয়েছে। কোনওদিন শুনব আমাদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে!' পদ্ম শিবিরের বিক্ষুব্ধরা জানিয়েছেন, আপাতত অন্য দলে যাওয়ার চিন্তাভাবনা তাঁদের নেই। তবে জেলা নেতৃত্ব অবিলম্বে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ না করলে চিন্তাভাবনা করতে হবে বলে দলকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

এখন বিজেপির বিধায়ক দলের সঙ্গে দিল্লিতে রয়েছেন শিখা চট্টোপাধ্যায়। প্রতিক্রিয়া জানতে শিখাকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। অপরদিকে, জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্ত রায়ের সঙ্গেও মোবাইলে যোগাযোগ করা যায়নি। জেলা সভাপতি শ্যামল রায় বলেছেন, 'প্রক্রিয়া মেনেই মণ্ডল সভাপতি পদে রদবদল করা হয়েছে। কারও কোনও বক্তব্য থাকলে সেটা দলের ভেতরেই বলতে হবে।'

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডল সভাপতিদের বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে বলে জানিয়ে দেয়। দলের তরফে এব্যাপারে কোনও লিখিত নির্দেশ না থাকলেও সূত্র জানায়, সম্প্রতি কলকাতায় দলীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্তরের এক নেতা মৌখিকভাবে এই নির্দেশ দেন। পরে বিষয়টি দলের অনেকেই স্বীকার করেন। বিজেপির যুব মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি-১ মণ্ডলের সভাপতি রাহুল বর্মন বলেন, 'ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমন সিদ্ধান্তের কথা জানায়।'

ফলে অনেক জায়গায় বয়সের কারণে বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতাকে মণ্ডল সভাপতি পদ থেকে সরে যেতে হয়। একই কারণে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পদে বিমল দাসের জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় বাবলু বর্মনকে। বয়সের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হতেই পরে সুর নরম করে পদ্ম নেতৃত্ব। মণ্ডল সভাপতি পদে কিছু ক্ষেত্রে বয়সের দিকটায় ছাড় দেওয়া হতে পারে বলে জানায় দল। কিন্তু এসব করেও বিতর্কে ইতি টানতে পারছেন না উচ্চ স্তরের নেতারা। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির রাজনীতিতে এ নিয়ে ভবিষ্যতে আরও জলঘোলা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

হাতিয়াডাঙ্গায় বিজেপির বিক্ষুব্ধদের সভা। বুধবার।

মিছিল

বাগডোগরা, ২ এপ্রিল : নিউ কলোনি এবং হরেকৃষ্ণপল্লির বাসিন্দারা জমির পাট্টার দাবিতে মাটিগাড়ার আমতলায় গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ অবস্থান বিক্ষোভ করেছিলেন। ডিআই ফান্ডের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন তাঁরা। সেখানেই পাট্টার দাবিতে এবার বাসিন্দাদের সংগঠন জয়েন্ট রিফিউজি মহাসংগ্রাম কমিটি বুধবার বিকেলে নিউ কলোনি থেকে মিছিল করে। মিছিলটি মাটিগাড়া মোড়, বাজার হয়ে খাপরাইল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে পথসভা করে কমিটি।

বৃহস্পতিবার পাহাড় ইস্যুতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। তার আগে বুধবার পাহাড়ে পোস্টার লাগাচ্ছে জিএনএলএফ।

অবশেষে সাহুডাঙ্গিতে জমি দখলের তদন্ত

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : অবশেষে টনক নড়ল প্রশাসনের। সরকারি জমি দখলের অভিযোগের তদন্ত করতে বুধবার সাহুডাঙ্গি ও নাওয়াপাড়ায় গেলেন আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি জেলা এবং রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের বেশ কয়েকজন আধিকারিক, কর্মী এদিন জমি পরিদর্শন করেন। ছিলেন রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায়ও।

বেশ কিছুদিন ভূমি সংস্কার আধিকারিক ছুটিতে ছিলেন। এদিনই তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অফিস যাওয়ার আগেই এদিন সকালে তিনি সাহুডাঙ্গির ওই বিতর্কিত জায়গায় পৌঁছান। সুখেন জমিতে দাঁড়িয়ে বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশ পেয়ে তদন্তে এসেছি। এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বিষয়টি জানতে সন্ধে ৭.১৯ মিনিটে তাঁকে ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি। এরপর সন্ধে ৭.২১ মিনিটে ফোন করা হয় রাজগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ মণ্ডলকে। তিনিও সাড়া দেননি। সুখেনকে ৮.৩১ মিনিটে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজও করা হয়। রাত ১০.৫৩ মিনিটে তিনি এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার কথা বললেন বলে প্রত্যুত্তোরে জানান।

গত কয়েকমাস ধরে সাহুডাঙ্গিতে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠছিল। প্রায় তিন বছরে এলাকায় বহু একর সরকারি জমি মাফিয়াদের দখলে আসে বলে খবর। তারা জমি বিক্রি করে দেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। ঘটনায় কয়েক কোটি টাকা লেনদেনের খবর বাতাসে ভাসতে শুরু করে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন ওঠে নজরদারি নিয়ে।

মাফিয়াদের পাশাপাশি জমি দখলে নাম জড়ায় তৃণমূল, বিজেপির কয়েকজন নেতা-কর্মীর। মুখ বাঁচাতে দিনকয়েক আগে নাওয়াপাড়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিজেপি। তৃণমূলের অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনন্দ সিনহা সেসময় বলেন, 'ঘটনায় যারা জড়িত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রশাসন যেন ব্যবস্থা নেয়।' বিষয়টি জেলা শাসকের অফিসে জানান তৃণমূল যুবর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি ও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কিশোর মণ্ডল।

বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর গিয়ে পৌঁছায় জেলা শাসকের কাছে। তারপরেই ব্লক অফিস ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে তদন্ত করে দেখতে বলা হয়। সেই মোতাবেক এদিন আধিকারিকরা জমি পরিদর্শনে যান। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে এলাকায় বহু সরকারি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জমি দখলের বিষয়টি নজরে এসেছে আধিকারিকদের। ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিক বলেছেন, 'ওই এলাকায় প্রথমে জাল কৃষিপাট্টা প্রদান করা হয়। সেই কাগজ ব্যবহার করে তৈরি হয় ভুয়ো কাগজ। তারপর বহু জমি বিক্রি করা হয়।' প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া এমনটা সম্ভব নয়, তাই কি সবাই এতদিন চুপ ছিলেন? উঠছে প্রশ্ন।

মুখে কুলুপ

সরকারি জমি দখলের অভিযোগের তদন্ত শুরু

বুধবার সাহুডাঙ্গি ও নাওয়াপাড়ায় গেলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কয়েকজন আধিকারিক, কর্মী জমি পরিদর্শন করেন

ছিলেন রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও

যদিও এ নিয়ে কেউ পরে মুখ খুলতে চাননি

বক্সায় হাতির ঘরে ২২০ কেজি বর্জ্য

আলিপুরদুয়ার, ২ এপ্রিল : বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোর এলাকা নাকি খোলা আকাশের নীচে সবুজের গালিচায় মুক্ত পানশালা? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বন দপ্তর ও পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে। আর আরও একটি প্রশ্ন দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে সকলের। বক্সার জঙ্গল কি তাহলে এখন কার্যত দুর্বৃত্তদের দখলে?

কারণ, সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে বক্সার জঙ্গলে সাফাই অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ কেজি আবর্জনা পেয়েছেন বনকর্মীরা। বুধবার দ্বিতীয় দফায় বক্সার জঙ্গলে হাতির করিডরে সাফাই অভিযান চালানো হয়। আর এদিন মাত্র ১ কিলোমিটার এলাকা থেকে মদের বোতল, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ সহ ২২০ কেজি আবর্জনা উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর স্বাভাবিকভাবেই বক্সার জঙ্গলকে মুক্ত পানশালা হিসেবেই চিহ্নিত করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

মাত্র এক সপ্তাহ আগেই সাফাই অভিযান চালানো হয়েছিল। সেবার পানিঝোরা এলাকা থেকে পাম্পুবস্তি পর্যন্ত হাতির করিডরে মদের বোতল সাফাই অভিযানে নেমেছিল বক্সা টাইগার রিজার্ভের বনকর্মীদের সংগঠন। সেসময় কোর জঙ্গলের ১ কিলোমিটার এলাকা থেকে মদের বোতল, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ সহ মোট ৯০ কেজি আবর্জনা সংগ্রহ হয়। ঠিক এক সপ্তাহের ব্যবধানে ডিমা ব্রিজ থেকে শিকারিগেট পর্যন্ত ফের জঙ্গল সাফাই অভিযান করলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। তবে এবার এই এক কিলোমিটার রাস্তায় ২২০ কেজি আবর্জনা সংগ্রহ হওয়ায় চক্ষু চড়কগাছ খোদ বন দপ্তরের কর্তাদের।

ডিমা ব্রিজ থেকে শিকারি গেট অবধি সাফাই। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন বলেন, 'আমাদের কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে জঙ্গল সাফাই অভিযান শুরু করেছেন। জঙ্গলের নিরাপত্তা বাড়াতে আমরা কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করব।' যদিও বক্সা টাইগার রিজার্ভের নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বন দপ্তরের কর্তাদের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি বক্সার জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের আদৌ কোনও নিরাপত্তা রয়েছে? নাকি বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো গোত্রের দায়সারা মনোভাব নিয়েই চলছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের নিরাপত্তা?

ন্যশনাল টাইগার রিজার্ভ কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ) গাইডলাইন অনুযায়ী বক্সা টাইগার রিজার্ভে বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা থাকার কথা। সেক্ষেত্রে বক্সার কোর জঙ্গলের মাত্র ১ কিলোমিটার এলাকা থেকে যে পরিমাণ মদের বোতল সহ অন্যান্য নেশাজাত সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে তাতে এটুকু অন্তত স্পষ্ট যে, এসব জায়গায় নিয়মিত নেশার আসর বসে। সম্প্রতি শিবরাত্রির সময় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে জঙ্গলে যাতে নেশার আসর না বসে, সেজন্য বাড়তি কড়াকড়ি করেছিল বন দপ্তর। কিন্তু এত কিছুর পরেও বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা বাস্তবে কতটা, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

প্রেমিকার আবদার

প্রেমিকার আবদার মেনে চলমান নবাবি খাট তৈরি করলেন প্রেমিক। মুর্শিদাবাদের রাস্তায় এই চলমান খাট দেখে ভিড় জমে। যানজট তৈরি হয়। শেষে পুলিশের অনুরোধে ঘরে ফিরেছেন প্রেমিক।

অভিমানে জঙ্গলে

স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় মেয়েকে নিয়ে মায়াপুরের গঙ্গা তীরের জঙ্গলে থাকছেন মা। তাঁদের বাড়ি হাওড়ায়। নিরাপত্তার কথা ভেবে বুঝিয়ে তাঁদের জঙ্গল থেকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

সুইসাইড নোট

মুকুন্দপুরে বৃদ্ধ দম্পতির মৃত্যুর ঘটনায় দুটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করল পুলিশ। ছেলে ও বৌমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়েছিল।

পুরসভায় সাপ

কলকাতা পুরসভার সদরদপ্তরের প্রিন্টিং বিভাগে বুধবার সাপের দেখা পেলেন কর্মীরা। খবর পাঠানো হয় বন দপ্তরে। এর আগেও ডেপুটি মেয়রের ঘরে সাপ দেখা গিয়েছিল।

তোর আর আমার মেহেন্দি একই - এটাই হয়তো বলছে ওরা। কলকাতা ময়দানে। - আবির চৌধুরী

এখন ভোট হলে ২১৫টি আসন পাবে ঘাসফুল

তৃণমূলের প্রাথমিক সমীক্ষা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ এপ্রিল : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বিরোধীদের এতগুলি এজেন্সি থাকলে আমাদের কেন একটা থাকবে না? ওই সভা থেকেই তিনি আইপ্যাককে সহযোগিতা করতে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই বুথ ধরে ধরে সমীক্ষা চালিয়েছে আইপ্যাক।

তৃণমূল সূত্রে খবর, বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিন দফায় তারা সমীক্ষা করবে। প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষার রিপোর্ট মার্চ মাসে জমাও দিয়েছে ওই সংস্থা। সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তরবঙ্গে গতবারের তুলনায় দলের ফল ভালো হবে। তবে সাংগঠনিক দুর্বলতা না কাটাতে পারলে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় ফল আগের মতোই হবে। গতবারের থেকে চা-বাগান এলাকায় দলের সংগঠন ভালো হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতেও সংগঠন ভালো। কিন্তু দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় সাংগঠনিক দুর্বলতা এখনও ভালো ফল করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, আইপ্যাকের প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে দল ২১২ থেকে ২১৫টি আসন পেতে পারে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, দ্বিতীয় পর্যায়ে আইপ্যাক সেপ্টেম্বরে ও তৃতীয় পর্যায়ে নভেম্বরে তাদের সমীক্ষা রিপোর্ট দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জমা দেবে। আইপ্যাকের এই সমীক্ষা রিপোর্ট পাওয়ার পরই সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটাতে রণকৌশল ঠিক করছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর, গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে বৈঠক করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। উৎসবের মরশুম ও নববর্ষ শেষ হলে মুখ্যমন্ত্রী ফের জেলা সফরে বের হবেন। তখন তিনি সংশ্লিষ্ট জেলার দলীয় নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন। সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটাতে কী কী পদক্ষেপ করতে হবে, সেই দিকনির্দেশও তিনি দেবেন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে দুই জেলায় সাংগঠনিক দুর্বলতার পাশাপাশি দলকে চিন্তায় ফেলেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাও। গত লোকসভা নির্বাচনে ওই জেলার দুটি আসনের একটিও তৃণমূল দখল করতে পারেনি। তৃণমূলের এই খারাপ ফলের জন্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছে সমীক্ষা রিপোর্ট। গতমাসেই দলের সর্বস্তরের নেতাদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ওই বৈঠকেই অভিষেকের তোপের মুখে পড়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের নেতারা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় বলে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুরে ভালো ফল করার ব্যাপারে আদাজল খেয়ে নামতে চায় তৃণমূল। সেইমতো অভিষেকও রণকৌশল ঠিক করছেন। ওই বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই পূর্ব মেদিনীপুরে দলের ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এই ধারা বজায় থাকলে দলের পদাধিকারীদের যে সরিয়ে দেওয়া হবে, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন অভিষেক।

আইপ্যাকের দাবি

- উত্তরবঙ্গে গতবারের তুলনায় দলের ফল ভালো হবে
- সাংগঠনিক দুর্বলতা না কাটাতে পারলে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় ফল আগের মতোই হবে
- গতবারের থেকে চা বাগান এলাকায় দলের সংগঠন ভালো হয়েছে
- আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতেও সংগঠন ভালো

আজ কমিশনে নালিশ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ এপ্রিল : বেছে বেছে হিন্দু বাঙালি ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে তৃণমূল। বুধবার এই অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার এই ইস্যুতে মুরলীধর সেন লেন থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করে বিজেপি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা ছাড়াও দলের যুবমোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। এরপর ১০ জন প্রতিনিধির একটি দল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেয়। শুভেন্দু অভিযোগ করেন, 'ভুয়ো ভোটারের নামে বেছে বেছে বাঙালি হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তারা একটি শ্রেণির ভোটের জন্য সনাতনীদের টার্গেট করেছে। আমরা এটা হতে দেব না। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছি, অবিলম্বে নজরদারি বাড়ানো হোক। আসল ভোটারদের নাম তালিকা থেকে কোনওভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না।'

আট জেলায় পদ্মের সভাপতি

কলকাতা, ২ এপ্রিল : বিজেপির ৮ সাংগঠনিক জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা হল বুধবার। আলিপুরদুয়ার, বহরমপুর, ডায়মন্ড হারবার, হাওড়া (গ্রামীণ), মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বোলপুর ও বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হল। দুই দফায় এখনও অবধি ৩৩ জন সাংগঠনিক জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি ১০ জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা।

বীরভূমে ধ্রুব সাহা, আলিপুরদুয়ারে মিঠু দাস, বহরমপুরে মলয় মহাজন, ডায়মন্ড হারবারে সোমা ঘোষ, হাওড়া (গ্রামীণ)-এ দেবাশিস সামন্ত, মেদিনীপুরে সমিত কুমার মণ্ডল, বিষ্ণুপুরে সুজিত অগস্তি, বোলপুরে শ্যামাপদ মণ্ডলকে জেলা সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বীরভূমেই একমাত্র পুরোনো ও পরিচিত মুখ রয়েছে বিজেপির জেলা সভাপতি পদে, বাকি সবই নতুন মুখ। বাকি সকলেই সংঘ ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত রাজনৈতিক মহলে। এদিনের ঘোষণায় সর্বমোট ৪৩টি জেলার মধ্যে ৩৩টি জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা করা হল। আলিপুরদুয়ারে বিজেপির অন্দরে বিতর্কের মাঝেই নতুন জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা চমক এনেছে। বেশ কয়েকটি জেলায় বিজেপির মণ্ডল গঠন ঘিরেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। সবদিক সামলে বাকি জেলা সভাপতিদের নাম কবে ঘোষণা হবে, সেদিকেই নজর থাকছে।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি এবং রামনবমী, উভয় বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি বিরোধীতার নতুন ফ্রন্ট খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে দলকে আন্দোলনে নামানোর কর্মসূচি জানিয়ে দিলেন। দাম বাড়ানো হলে দোকানের লাইসেন্স বাতিলের হুঁশিয়ারি দিলেন। রামনবমী নিয়েও কড়া বার্তা দিলেন বিজেপির উদ্দেশে।

কেন্দ্রীয় সরকার কেন আছে, কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ২ এপ্রিল : ১ এপ্রিল থেকেই ৭৪৮টি ওষুধের দাম বেড়েছে। এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে ওষুধের দাম কমানোর দাবিও জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে ওষুধের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ৪ ও ৫ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে তৃণমূলকর্মীরা মিটিং-মিছিল করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ঘটনায় আমি শঙ্কিত, দুঃখিত, মর্মাহত। কেন্দ্রীয় সরকার কি গরিব মানুষকে বাঁচতে দেবে না? স্বাস্থ্যবিমার ওপর তারা জিএসটি চালু করেছে। গরিব, মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? তাঁদের চিকিৎসা হবে কী করে?' বিজেপির নাম না করে তাদের 'জুমলা পার্টি' বলে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওষুধের দামবৃদ্ধি হলে কিন্তু সরকার পড়ে যাবে। আমি এই দামবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করছি। বর্ধিত দাম যাতে দ্রুত প্রত্যাহার করা হয়, সেই দাবি আমি জানাচ্ছি।'

কলকাতা শহরের ৬৮টি দোকানে নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দামে ওষুধ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানার পরই নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নিয়ে এদিনই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। তারপরই ওষুধের দোকানগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। আগামী দিনে দাম বৃদ্ধি করা হলে দোকানের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে নবান্ন। এদিনই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটিকে বিষয়টি জানিয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীও ওষুধের দামবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে প্রশ্ন তুললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কী জন্য আছে?' ওষুধের দাম বাড়িয়ে সাধারণ গরিব মানুষের ক্ষতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডায়াবিটিস বা হার্টের ওষুধ, ব্লাড থিনার, ব্লাড প্রেসার থেকে শুরু করে জ্বর, বমি, গ্যাস, হাঁপানি, ক্যানসারের মতো ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে অপারেশনের সরঞ্জামের দামও। সাধারণ মানুষ কীভাবে চিকিৎসা করাবেন? ডাক্তার যখন এই ওষুধগুলি লিখবেন, তখন সাধারণ মানুষ কী করে কিনবেন? কেন্দ্রীয় সরকার এগুলো ভেবে দেখবে না? তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার আছে কী জন্য? এই সিদ্ধান্ত কি শুধু একটি শ্রেণির জন্য নেওয়া হচ্ছে, যাঁরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে চিকিৎসা করাতে পারেন? শুধুমাত্র ওঁদের জন্য সরকার চলবে?' স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি বসানো নিয়ে আগেই প্রতিবাদ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনও সেই প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, 'হিরেতে জিএসটি নেই। জিরেতে জিএসটি আছে। স্বাস্থ্যবিমায় কেন জিএসটি হবে? এইভাবে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে।' এই ইস্যুতে দলীয় সাংসদদের সংসদে সরব হওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মমতা।

৪ ও ৫ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে আন্দোলন

'মিছিলের নামে দাঙ্গা বরদাস্ত নয়'

কলকাতা, ২ এপ্রিল : রামনবমী নিয়ে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে বিজেপি। ওইদিন রাজ্যের দেড় কোটি হিন্দু রাস্তায় নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রামনবমীতে গোলমালের আশঙ্কা করছে রাজ্য সরকারও। রামনবমীতে কোনও গোলমাল না করতে বুধবার বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতা বলেন, 'সব ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মিছিলের নামে দাঙ্গা লাগালে আমরা বরদাস্ত করব না। অস্ত্র নিয়ে পুলিশের নির্দেশ মেনে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করুন। কিন্তু অন্য জায়গায় হামলা করার অধিকার আপনার নেই। সবাই সবার মতো ধর্ম পালন করবে। দাঙ্গা করার চেষ্টা করবেন না। দাঙ্গা করার চক্রান্ত করবেন না। আমরা সেই ধর্মকে ভালোবাসি, যে ধর্ম সবাইকে ভালোবাসার কথা বলে। আমরা রামকৃষ্ণদেবের হিন্দুত্ব মানি। আপনাদের আমদানি করা হিন্দুত্ব নয়।'

রামনবমীকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'ওদের একটাই প্রবণতা। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করা। নতুন ধর্ম ওরা চালু করেছে। মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া ওদের চক্রান্ত। নতুন বছর আসছে। নবরাত্রি চলছে। প্রত্যেকে শান্তিতে নিজেদের মতো করে নবরাত্রি পালন করুন। অন্নপূর্ণাপুজো, বাসন্তীপুজো, চরক সমস্ত উৎসব শান্তিতে হোক। কোনও অশান্তিতে পা দেবেন না।' এরপরই বিজেপিকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মানি। তাঁরা কোনওদিন হিংসার কথা বলেননি। একটি পার্টি শুধুমাত্র জুমলা করার জন্য এসেছে। আমরা কখনোই এই রাজ্যে অশান্তি হতে দেব না।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চারিদিকে ভুয়ো খবর চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমি নাকি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছি বলে কয়েকটি ফেক ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই ভুয়ো খবর ছড়ানোর জন্য আমি এফআইআর করেছি। সমাজে নানাভাবে অশান্তি ছড়িয়ে দিতে এই ফেক ভিডিও চালানো হচ্ছে। এর আগে বাংলাদেশের ভিডিও দেখিয়ে মুর্শিদাবাদের ভিডিও বলে চালানো হয়েছে। গুজরাট, রাজস্থানের ভিডিও দেখিয়ে বলা হচ্ছে এই রাজ্যের ভিডিও। আর এখন তো রাম, বাম এক হয়েছে। বিদেশে গিয়ে আমাকে শুনতে হচ্ছে, আমি হিন্দু কি না। কেন বিজেপির এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব?'

এদিনই নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা প্রমুখ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, রামনবমীর দিন রাজ্যের সর্বত্র অতিরিক্ত পুলিশ নামানো হবে। বুধবার থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত পুলিশকর্মীর ছুটি বাতিলের বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

মমতা উবাচ

- মিছিলের নামে দাঙ্গা লাগালে আমরা বরদাস্ত করব না, কোনও অশান্তিতে পা দেবেন না
- নতুন ধর্ম ওরা চালু করেছে, মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া ওদের চক্রান্ত
- একটি পার্টি শুধুমাত্র জুমলা করার জন্য এসেছে, আমরা কখনোই এই রাজ্যে অশান্তি হতে দেব না
- বিদেশে গিয়ে আমাকে শুনতে হচ্ছে, আমি হিন্দু কি না, কেন বিজেপির এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব

ফোনের আলোয় নির্দেশনামা

কলকাতা, ২ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন ১২টা ৪৯ মিনিট। আচমকা অন্ধকারে ডুবল গোটা হাইকোর্ট। এজলাসগুলিতে তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে শুনানির ব্যস্ততা। তারই মাঝে ঘটে বিপত্তি। হঠাৎ লোডশেডিংয়ের কারণে এজলাসগুলিতে বিচারপ্রক্রিয়া থমকে যায়। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সবেমাত্র একটি মামলার শুনানি শেষ করেছেন। নির্দেশনামা লিখতে যাবেন, তখনই এই ঘটনা ঘটে। ওই সময় এজলাসে উপস্থিত কয়েকজন আইনজীবী নিজেদের মোবাইলের টর্চ জ্বালেন। তাতেই আলোকিত হয়ে ওঠে এজলাস। মোবাইলের আলোয় মামলার নির্দেশনামা লেখেন বিচারপতি।

বুধবার হঠাৎ এজলাসগুলিতে বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন লোডশেডিং হয়। বন্ধ হয়ে যায় লিফট, এসকেলেটর। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আইনজীবীরা। এভাবে হঠাৎ লিফট মাঝপথে থমকে যেতেই সেখানে আটকে পড়েন আইনজীবী ও মামলকারীরা। জানা গিয়েছে,বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর আগেও একবার হাইকোর্টে এই ঘটনা ঘটেছে। তখনও বিচার প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখন আদালতের একটি নির্দিষ্ট অংশে বিদ্যুৎবিভ্রাট হয়েছিল। এবার সমগ্র আদালত চত্বরেই এই ঘটনা ঘটে। আইনজীবীদের মতে, এই ঘটনা আকস্মিক। তবে গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি চলাকালীন এভাবে বিদ্যুৎবিভ্রাট কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি

৮ এপ্রিল সব বিধায়ককে থাকতে নির্দেশ

কলকাতা, ২ এপ্রিল : তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক ডাকা হল ৮ এপ্রিল। ওইদিন দুপুর ২টোয় বিধানসভায় সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। হুইপ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে ওইদিনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ওইদিন বিকাল ৪টেয় নবান্নে মন্ত্রীসভার বৈঠক আছে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক সেরে মন্ত্রীসভার বৈঠকে যোগ দেবেন তাঁরা।

বুধবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির ৫ সদস্য শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও নির্মল ঘোষ বৈঠকে বসেন। সেখানেই শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকের দিন ঠিক হয়। গত ১৯ ও ২০ মার্চ বিধানসভায় সব দলীয় বিধায়ককে হাজির থাকতে হুইপ জারি করেছিলেন মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। কিন্তু ১৯ মার্চ ১০ জন ও ২০ মার্চ ৩০ জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আপাতত স্বস্তি অর্জুনের

কলকাতা, ২ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর বিরুদ্ধে এখনই কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে মৌখিক নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল নিম্ন আদালত। এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলাটি উঠলে তিনি মৌখিক নির্দেশ দেন, বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি রয়েছে। সেই শুনানি পর্যন্ত পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না।

রাজ্যসভাতেও শূন্যের পথে

কলকাতা, ২ এপ্রিল : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যসভাতেও শূন্য হতে চলেছে সিপিএম। লোকসভা ও বিধানসভায় তাদের সদস্য সংখ্যা শূন্য হয়েছে। এবার রাজ্যসভাতেও তাই ঘটতে চলেছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যসভার পাঁচটি আসনে ভোট রয়েছে। তৃণমূলের সুব্রত বক্সী, মৌসম বেনজির নূর, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকেত গোখলে, সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। বিধানসভায় সিপিএম যেহেতু শূন্য হয়েছে, তাই রাজ্যসভায় তারা আর অন্য কাউকে পাঠাতে পারবে না। তার পরিবর্তে ওই আসনে বিজেপি আরও একজনকে রাজ্যসভার সাংসদ করতে পারবে।

২০১১ সালের রাজ্যসভার নির্বাচন থেকে সিপিএমের আসন কমতে শুরু করে। ওই সময় সিপিএমের হয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যসভার সাংসদ হন প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরি। ২০১২ সালে সিটু নেতা তপন সেনকে দ্বিতীয়বার ও ২০১৪ সালে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভায় পাঠায় সিপিএম। ২০১৭ সালে ঋতব্রতকে বহিষ্কার ও ২০১৮ সালে সিটু নেতা তপনের মেয়াদ শেষ হলে রাজ্যসভায় শূন্য হয়ে যায় সিপিএম। ২০২০ সালে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান এআইসিসির কাছে অনুরোধ করে সিপিএমকে রাজ্যসভার আসন ছেড়ে দেয়। তখনই বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে রাজ্যসভার সাংসদ করা হয়। তবে এবার রাজ্যসভাতেও সিপিএমের আর কোনও প্রতিনিধি থাকছে না। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা না করলেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে এভাবে রাজ্যসভাতেও তারা প্রতিনিধিহীন হয়ে পড়ায় চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে সিপিএমের।

সিপিএম

রিপোর্ট জমা

কলকাতা, ২ এপ্রিল : দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় বাড়ির মালিক চন্দ্রকান্ত বণিককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। যেখানে বাজি আছে, সেখানে গ্যাসের সিলিন্ডার কেন থাকবে? পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। তবে মাথায় রাখতে হবে, বিমার কারণে অনেক সময় এরকম অন্তর্ঘাত করা হয়। সেই কারণে ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সতর্ক না হলে কীভাবে এগুলি রোখা সম্ভব? আমার খারাপ লাগছে, একটা পরিবারে এতজন মারা গেল।'

এদিনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ওই বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ নিয়ে নবান্নে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই কারখানাটি বেআইনিভাবে চলছে। কারখানার মালিক চন্দ্রকান্ত বণিক ২০২৩ সালের জুন মাসে বাজি কারখানার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সেই কারণে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বেআইনিভাবেই বাজি কারখানা চালু করেন। তখন থেকে বেআইনিভাবেই এই বাজি কারখানা চলছিল।

পাথরপ্রতিমায় বাজি বিস্ফোরণের ঘটনা

আদালত চত্বরে কোনওক্রমে টিকে টাইপিস্টরা

রিমি শীল

কলকাতা, ২ এপ্রিল : পড়ন্ত বেলায় তীব্র রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে একমাত্র সম্বল প্লাস্টিকের ছাউনি। হাতেগুনে তাদের সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে ৬-৭ জনে। কারোর পাশে বসে আইনি প্রক্রিয়ার হলফনামা টাইপ করিয়ে নিচ্ছেন আইনজীবীরা। আবার কারোর পাশে বসার চেয়ারটা সকাল থেকে ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। সকাল থেকে বসে থাকার পর বছর ৭৩-এর বৃদ্ধ গোপাল সাহা দুপুরের দিকে সবেমাত্র একটি কাজ পেয়েছেন।

টাইপের কী-বোর্ডে আঙুল চালাতে চালাতে বলে উঠলেন, 'রোজ সকাল থেকে এসে বসে থাকি। কখন কেউ টাইপ করাতে আসবেন। আসলে এখন তো কম্পিউটার চলে এসেছে। ধীর গতির টাইপরাইটারে কেন কাজ করাবে।' টাইপের খটাখট শব্দে একসময় মুখরিত থাকত আদালত চত্বর। বিচারপ্রার্থীদের আইনি লড়াইয়ে কাগজপত্র তৈরির অন্যতম ভরসা ছিলেন এই টাইপিস্টরা। সময়ের পরিবর্তনে এখন প্রযুক্তি বদলেছে। এসেছে কম্পিউটার। কোনও মতে টিম টিম করে আদালত চত্বরে রয়ে গিয়েছেন গুটিকয়েক টাইপিস্ট।

হাইকোর্টের 'এফ' গেটের বাঁদিকেই টাইপ মেশিন নিয়ে বসে রয়েছেন জনা ছয়েক টাইপিস্ট। হলফনামা টাইপ করতে করতে মেদিনীপুরের বাসিন্দা মধুসূদন মাঝি বলেন, 'অত দূর থেকে প্রতিদিন এখানে আসতে হয়। ৪০ বছর ধরে হাইকোর্টের বাইরে বসছি। আগে শ্বাস ফেলার জো থাকত না। এখন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে সেইসব দিন।'

শেষ সম্বল মাথার ছাদটুকু বিক্রি করে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন মৃণালকান্তি সাহা। এখন ভাড়াবাড়িতে থাকতে হয় তাঁকে। অভাবের সংসারে

স্ত্রী গৃহশিক্ষকতা করেন। তৎকালীন বেসরকারি ব্যাংকের নীচে ১৯৮০ সাল থেকে বসতেন মৃণালকান্তি। বললেন, '১৯৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছিলাম। চাকরি না পেয়ে এই পেশায় আসতে বাধ্য হই। তখন ৫০ জনের বেশি টাইপিস্ট এই চত্বরে বসতেন। ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা কমেছে।'

কথাগুলি বলতে বলতে মাথা নাড়িয়ে বিষয়টিতে সম্মতি জানিয়ে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন, 'আমাদের থেকে ভিক্ষুকদের অবস্থা অনেক ভালো।' অনেকে পেশা ছেড়ে ভিন্ন কাজে যোগ দিয়েছেন। গোপাল সাহা বললেন, 'মাঝে মাঝে পুরোনোরা এই পথ দিয়ে গেলে দেখা করে যান। কুশল বিনিময় করে যান। আমাদের তো আর সেই বয়স নেই। এখন হলফনামা, চালান, দলিল, নির্দেশনামা, ড্রাফটিংয়ের কাজ করতে হয়।'

হাইকোর্ট থেকে মিনিট দশেক এগিয়ে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। ওই আদালতের বাইরেও লাইন দিয়ে বসে রয়েছেন টাইপিস্টরা। তাঁদের গলাতেও একই সুর। মেশিনে দুপুরের তপ্ত রোদে মাথা রেখে একে নস্কর মন্তব্য করলেন, '২৫ বছর এই পেশায় রয়েছি। আগে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করতাম। নিউ ব্যারাকপুর থেকে রোজ আসি। কিন্তু মাত্র ১০-১২ পাতা লেখার কাজ পাই।' তাঁর পাশেই বসা মৃণাল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের রোজ লড়াই করে চলতে হয়। আগে এক ধরনের কী-বোর্ড শিখে কাজ করতে হত। এখন তা বদলেছে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ও গতি বাড়িয়ে কাজ করে যেতে হয়। আগে টাইপ শেখানোর স্কুল পর্যন্ত ছিল। যুব সমাজ এক সময় ভুলে যাবে টাইপিস্টরা এই চত্বরে ছিলেন।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩১৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ চৈত্র ১৪৩১

চল রে মন সংঘ বলে

আরএসএসের সদর দপ্তরে গিয়ে সংগঠনের ঢালাও প্রশংসা করে এলেন নরেন্দ্র মোদি। এককালে নিজে সংঘের প্রচারক ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে এহেন সংঘ প্রশস্তি নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। মোদি বলেছেন, আরএসএস ভারতের অমর সংস্কৃতির আধুনিক অক্ষয় বটবৃক্ষ। শতবর্ষ প্রাচীন আরএসএসের মূল্যায়নে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, রাষ্ট্রীয় চেতনার সংস্কারের জন্য যে বিচারধারার বীজ ১০০ বছর আগে বপন করা হয়েছিল, সেটি এখন মহীরুহের মতো দুনিয়ার সামনে চলে এসেছে।

সংঘ প্রশস্তিতে আকুল মোদির ভাষায়, সংঘরূপী অক্ষয়বট ভারতীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় চেতনাকে নিরন্তর শক্তি জোগাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন কারও মুখে এ কথা শুনে সংঘের নেতা-কর্মীদের যারপরনাই উল্লসিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ মোদির আগে একসময় বিজেপির আরেক নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রীর আসনে থাকলেও তাঁর মুখে এমন সংঘ প্রশস্তি কখনও শোনা যায়নি। যদিও তিনি দীর্ঘদিন সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে সংঘ প্রশস্তি থেকে দূরে থাকতেন। বরং তৎকালীন আরএসএস প্রধান কেএস সুদর্শনের সঙ্গে বাজপেয়ীর বিরোধ প্রায়ই খবরের শিরোনাম হত। মোদি গোড়ায় বাজপেয়ীর পথে হাঁটার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই পথে অবিচল থাকতে পারলেন না। আরএসএসকে চটিয়ে তাঁর পক্ষে প্রধানমন্ত্রিত্ব বজায় রাখা কঠিন বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি।

বাজপেয়ী জমানায় দেশে সংঘ পরিবারের তৎপরতা বেড়েছিল ঠিকই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আপাদমস্তক আরএসএসের চিন্তাধারা এখনকার মতো জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। মোদি জমানায় সরকারের যাবতীয় কাজকর্মে আরএসএসের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটছে। দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা ছাড়া সংঘের বাকি প্রায় সমস্ত ইচ্ছাই গত ১১ বছরে একটু একটু করে পূরণ হচ্ছে।

অযোধ্যায় রাম মন্দির হয়ে গিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক ঘরানার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে, হিন্দুত্বভিত্তিক রাজনীতির অভিমুখ নির্ধারণে সংঘের সুপ্ত বাসনার ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন এখন স্পষ্ট। দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, তার বদলে ধর্মকে রাজনীতির জিয়নকাঠি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে একটু একটু করে।

মোদি জমানায় এটাই সংঘ পরিবারের বড় সাফল্য। যেটুকু অ্যাজেন্ডা বাকি আছে, এক দেশ-এক ভোট ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে সেটুকু করে ফেলতে মরিয়া মোদি সরকার। প্রশ্ন ওঠে, সবই যখন ঠিকমতো চলছে, তখন মোদির হঠাৎ নাগপুর যাওয়ার প্রয়োজন কী পড়ল? আসলে মোদি সরকার এবং বিজেপির সাফল্যের জয়গাথায় আরএসএসের কীর্তি খানিকটা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। মোদি যে আরএসএসের থেকে বড় নন, সেটা তাঁকে এবং বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে গত লোকসভা ভোটে টের পাইয়ে দিয়েছিল সংঘ পরিবার।

বিজেপির আর আরএসএসের প্রয়োজন নেই বলে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হামবড়া ভাব মন্তব্য সংঘকর্তাদের মনে ধাক্কা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। লোকসভা ভোটে হোঁচট খাওয়ায় বিজেপির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরএসএস পাশে না থাকলে শুধু মোদি জাদুতে ভোট বৈতরণি পার করা সম্ভব নয়। তারপর ভুল স্বীকার করতেই হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে সংঘের বরাভয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি।

বিজেপি নেতারা বুঝে গিয়েছেন, নাগপুর সন্তুষ্ট থাকলে নির্বাচনি জয় অনেকটা আসান হয়ে যায়। সামনে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে তাই আরএসএসের সঙ্গে সমীকরণ মসৃণ রাখা এখন নরেন্দ্র মোদির প্রধান কাজ। তাছাড়া সংঘের শীর্ষ নেতৃত্বের আশীর্বাদ থাকলে বিজেপি সভাপতি পদে নাড্ডার উত্তরসূরি বাছাইও সহজতর হবে। গেরুয়া রাজনীতির সমীকরণে পাল্লা ভারী রাখতে মোদি ও বিজেপি নেতৃত্বের এখন সংঘ ভজনা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু অলস হলে কোনও কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। নিজের জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে আপনি অন্যদের সঠিক পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড়ো পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

সনজীদার স্বর্গলাভ ও মানবিক আদর্শ

বাংলাদেশে জুলাই-অগাস্ট বিপ্লবের পরও সনজীদা খাতুনের ছায়ানট রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার করে চলেছে।

পবিত্র সরকার

যৌবনকালে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনব কি! এই অপ্রত্যাশা আর অবিশ্বাসের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের বিপুল জনপ্রিয় আর জ্যোতিবিভাসিত শিল্পীদের পাশ কাটিয়ে কিছু রবীন্দ্রসংগীত এসে পড়ত কলকাতায়, শুনে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হতাম। না, এটা হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপার নয়। কিন্তু 'পাকিস্তান'— এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত, কারণ তখন ধর্মনির্ভর জাতীয়তার ভিত্তিতে তৈরি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চা রাষ্ট্রের অনুমোদিত নয়, এই ধারণা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আমি শান্তিনিকেতনে প্রশিক্ষিত আবদুল আহাদের নাম জানতাম, কারণ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো বরণীয় শিল্পীর প্রথম দিককার রেকর্ডে তাঁর নাম সংগীত পরিচালক হিসেবে উল্লেখিত দেখেছি। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে গান শোনবার সুযোগ হয়নি কখনও। কলিম শরাফীর নামও জানতাম, বহুরূপীর নাট্যদলের সূত্রে বেশি করে, কিন্তু তাঁরও গান আমি অনেক পরে শুনেছি।

তখনও ক্যাসেটের যুগ তেমন করে তৈরি হয়নি। কিন্তু সনজীদা খাতুন ও ফাহমিদা খাতুন এই দুই বোনের সম্ভবত ৪৫ ঘুরনের চাকতি-রেকর্ড পেয়েছিলাম, তাঁদের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখনই মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কারা এই দুই বোন, কীভাবে তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতে এলেন, কীভাবে রবীন্দ্রসংগীতের অভ্যন্তর-রসকে এমনভাবে অনায়াসে আয়ত্ত করলেন। তখনই শুনেছিলাম এঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সাহিত্য-মনীষী কাজী মোতাহার হোসেনের কন্যা। জন্ম এপ্রিলের চৌঠা, ১৯৩৩-এ। দীর্ঘ জীবনের ছেদ পড়ল এই ২৫ মার্চ, ২০২৫। আর ক'দিন বাঁচলেই তিনি তিরানব্বই বছরে পা দিতেন।

মৃত্যু নিয়ে বাগবিস্তার করা আমাদের নীতি নয়, বিশেষত যে মৃত্যু একটা জীবনকে পরিপূর্ণ করে আসে, সেই মৃত্যু নিয়ে। এ রকম জীবন নিয়ে মৃত্যুর অহংকার করার কিছু থাকে না। বরং লজ্জিত হওয়ার অনেক কিছু থাকে। কারণ, সনজীদাদি, প্রিয় অনুজ-অনুজাদের ভাষায় মিনুদি, এমন মানুষ যাঁরা মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে খুব বেশিভাবে, খুব বেশি করে বাঁচেন। নানারকম কাজ, সৃষ্টি, আয়োজন ও স্থাপনার মধ্যে যা মৃত্যুর পছন্দ করার কথা নয় কারণ ওই বিষয়গুলিই একজন মানুষের মৃত্যুকে আমাদের কাছে তুচ্ছ করে দেয়, বেঁচে থাকাকে অনেক বেশি স্থায়ী ও মহিমাময় করে তোলে। আর তিনি নিজেও, নিজের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতেও মৃত্যুকে যেভাবে উপেক্ষা করে গিয়েছেন তাতে মৃত্যুর আরও অপমানিত বোধ করার কথা। শেষ সাতদিন তিনি প্রায় কোমায় ছিলেন শুনেছি, কিন্তু তাঁর নাতনি সায়ন্তনী ত্বিষা তাঁকে দেখতে গিয়েছে ওই স্কোয়ার হাসপাতালে, সেখানে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে তাঁর কোন গান মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের, তিনি কখনও উত্তর করেছেন, 'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে', কখনও 'তোমায় নতুন করে পাব বলে...' কখনও 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি-' হায়, যে মানুষ রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে, তাকে নিয়ে মৃত্যুর বড়াই করবার কিছু থাকে না। মৃত্যু বুঝতে পারে যে, সে তাঁর মরদেহটার দখল নিয়েছে মাত্র, মনটাকে দখল করতে পারেনি। সে এই জীবনের কাছে পরাজিত।

২

শুধু এইখানেই একজন বুদ্ধিজীবীর জীবন সীমাবদ্ধ হতে পারত, কিন্তু সনজীদা এই গণ্ডিকে বহুদূর অতিক্রম করবার জন্যই জন্মেছিলেন। তিনি বাঙালির জীবনচর্যাকে রবীন্দ্রচর্যার অক্ষয় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরবিশ্বাসের বিকল্প এক সংস্কৃতি তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্টিকে অবলম্বন করে। তাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন দুটি প্রতিষ্ঠান, প্রয়াত স্বামী ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে মিলিত উদ্যোগে। একটি সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- ছায়ানট, যা ঢাকায় একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দাবি করে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর বছরে, যখন এই শতবার্ষিকী পালনই ছিল পাকিস্তানি শাসকের চোখে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আর একটি সারা বাংলাদেশে বিরামহীন ও সীমানাহীন রবীন্দ্রসংগীত চর্চার দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠান- রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদ। এই পরিষদের শাখা প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, থানায় বিস্তারিত। সেগুলি আসলে মূলত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার দূরদূরান্তরে বিস্তৃত আঞ্চলিক বা প্রান্তীয় কেন্দ্র। কিন্তু সেগুলির কাজ শুধু শিক্ষাদান নয়, যদিও তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের এই শিক্ষাদানে ছায়ানটের প্রশিক্ষিত শিল্পীরা বাসে, ট্রেনে ও নানা বাহনে সেইসব কেন্দ্রে গিয়ে শিক্ষাদান করেন। এমনকি সনজীদাদি আর ওয়াহিদুল ভাইও গিয়েছেন, এ কথা আমি ১৯৮৮ সালে স্বয়ং ওয়াহিদুল ভাইয়ের মুখে শুনেছিলাম। মনে রাখতে হবে, এই উদ্যোগই পাকিস্তানি সরকারের চোখে রাষ্ট্রদ্রোহের স্পর্ধা বলেই গণ্য হয়েছিল।

ওই গান শেখানোর পর সে সব কেন্দ্রের প্রশিক্ষিত শিল্পীদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়, খানিকটা পিরামিডের মতো পরিকল্পনায়। গ্রাম থেকে তারা থানায় আসে, উত্তীর্ণ হলে থানা থেকে মহকুমায় যায়, মহকুমা থেকে জেলায়, জেলা থেকে বিভাগে এবং শেষে বিভাগ থেকে রাজধানীতে। এইভাবে একটি ব্যাপক ছাঁকনির মতো করে গ্রামের প্রান্ত থেকে যোগ্য শিল্পীদের জাতীয় আলোর কেন্দ্রে তুলে আনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে গত কয়েক দশক বাংলাদেশ থেকে যে অসংখ্য প্রথম শ্রেণির রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী উঠে এসেছেন, তার মূলে আছে এই রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদ, যা ছায়ানটেরই একটি জাতীয় বিস্তার বলতে পারি। এটিও ছায়নটকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র দিয়েছে।

ছায়ানটের সূত্র ধরে সনজীদাদি আর ওয়াহিদুল ভাইয়ের আর একটি স্থায়ী কীর্তি হল ঢাকার রমনার বটমূলে (আসলে অশ্বত্থের ছায়ায়) পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান। শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের 'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো...' দিয়ে, তার পর প্রায় তিনশো ছায়ানটের ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, লালন, আবদুল করিম শাহ ও অন্যান্য পল্লিসাধকের গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। ওই উপলক্ষ্যে ঢাকার বাংলা আকাদেমির উলটোদিকে প্রায় মেলা বসে যায়, এবং অনুষ্ঠানস্থলটি হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশে এইভাবে নববর্ষে দিনটি একটি জাতীয় উৎসবের দিনে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র এইভাবে এ পর্যন্ত নববর্ষ পালিত হয়ে এসেছে। এখনকার বিভ্রান্তিকর অবস্থায় কী হবে তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি।

ছায়ানট প্রচলিত ধর্মে অবিশ্বাসী সনজীদার ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সুরে তাঁকে শেষ বিদায় দিয়েছে, এবং ওই ইচ্ছাকে সম্মান দিয়েই তাঁর মরদেহ চিকিৎসার জন্য দান করেছে। এটার জন্য এখনকার বাংলাদেশের গরিষ্ঠের জনমতের কাছে ছায়ানটকে সমালোচিত হতে হয়েছে, তা আমরা সমাজমাধ্যমে লক্ষ করেছি। সনজীদা জান্নাত বা স্বর্গে যাবেন কি না এ নিয়ে প্রচুর লোক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন, কারণ তাঁর নিয়মমতো জানাজা হয়নি। সনজীদা নিজে এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তাঁর পরিবার এবং তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান ছায়ানটও তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি, কারণ তিনি ও প্রয়াত ওয়াহিদুল হক ভাই ছায়ানটকে সেই উদার মানবিক আদর্শেই তৈরি করেছেন। আমরাও লক্ষ করেছি যে, বাংলাদেশের তথাকথিত জুলাই-অগাস্ট বিপ্লবের পরও ছায়ানট সমাজমাধ্যমে সেই আদর্শ অনুসারে রবীন্দ্রসংগীত ও বাংলাদেশের একাত্তরের যুদ্ধের স্মারক নানা গানের প্রচার করে চলেছে, বাংলাদেশের অগণিত চেনা-অচেনা রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীও তাই করছেন। এ এক ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিস্পর্ধা, যা থেকে বোঝা যায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা এখনও বাংলাদেশে পরাভূত হয়নি।

তাঁর স্বর্গলাভ হোক বা না হোক, দুই বাংলার স্মরণে মননে তিনি যে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

(লেখক শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক)

আজ

১৬৮০

ছত্রপতি শিবাজির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৫৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পরিচালক নন্দিতা রায়।

আলোচিত

রামনবমীর দিনটাকে যদি আপনারা কুরুক্ষেত্রের ফাইনাল ডে হিসেবে ধরতে চান, তাহলে বলব ওই দিনটা কলুষিত করবেন না। এনি আদার ডে, ইউ আর ওয়েলকাম। তৃণমূল এখনও বেঁচে আছে। আপনারা পুজোর দিনগুলো নষ্ট করবেন, আর বিনা ধোলাইয়ে বাড়ি চলে যাবেন, এটা হতে পারে না।

- মদন মিত্র

ভাইরাল/১

ন'মাস মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরেছেন সুনীতা উইলিয়ামস। দুই পোষ্যের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনের ভিডিও শেয়ার করেছেন। তাঁকে দেখেই ল্যাব ২টি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন সুনীতা। জড়িয়ে ধরে আদর করেন।

ভাইরাল/২

চলন্ত ট্রেনে পোষ্যকে তোলার চেষ্টা করেন একজন। কুকুরটি ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের মাঝে পড়ে যায়। মালিক চেষ্টা করেও বার করতে পারেননি। তবে বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছে কুকুরটি। হাড়হিম করা ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

বিরল প্রতিভা মহেন্দ্র সিং ধোনি

ভারতীয় ক্রিকেট জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদের সবার প্রিয় মহেন্দ্র সিং ধোনি। বয়স তাঁর পরিশ্রম ও প্রতিভাতে ছায়া ও থাবা বসাতে পারেনি। এই বয়সেও দাপিয়ে ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন। ব্যাটিং ও উইকেট কিপিংয়ে এখনও অদ্বিতীয় ও বিকল্পবিহীন।

বিদ্যুৎগতিতে সূর্যকুমার যাদব ও ফিল সল্টকে স্টাম্পিং করে বোকা বানিয়ে দিতে মাহির জুড়ি মেলা ভার। ধোনি এখনও তিন শ্রেণির খেলাতেই স্বাভাবিক বিচরণ করতে সক্ষম।

মাহির এই অননুকরণীয় প্রতিভার জন্যই বিশ্বের এক নম্বর তকমা পাওয়া শিলিগুড়ির উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহাও জীবনে ন্যায্য সম্মানটি পাননি। পাপালির আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জীবনটা এমনই।

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

মাছ অনেক, কিন্তু স্বাদ আর কই

বাঙালি খেতে ভালোবাসে না এই কথাটি মানা প্রায় অসম্ভব। পঞ্চব্যঞ্জনে বাঙালি যেন রসনাতৃপ্ত। খাবারের পাতে হরেক মেনুতে যেন মন ভরে যায়। মাছে-ভাতে বাঙালি যেন সমার্থক নাম। পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় এখানে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরের অভাব নেই। তাই মাছ বাজারে গেলে হরেক রকম মাছের আমদানিতে যেন মন ভরে যায়। দেশি রুই-কাতলা-মৃগেল-ভেটকি-বাটা থেকে শুরু আরও কত যে মাছ থাকে! কিনতে গেলে তরতাজা মাছটিই আমরা বেছে নিই।

দাম একটু বেশি পড়লেও টাটকা জিনিসের প্রতি চাহিদা সবারই থাকে। কিন্তু খেতে বসলে উলটো ছবি। মাছের সেই স্বাদ কোথায় হারিয়ে গেল? দেশি মাছেরও যেন নিজস্বতা হারিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকে মাছ চাষের পদ্ধতির কথা বলছেন। পুকুরে মাছ চাষে এত বেশি পরিমাণে রাসায়নিক, ওষুধ ব্যবহার করা হয় যে, অনেক সময় সেইসব মাছ ওজনে ভারী হলেও স্বাদে ফারাক থেকেই যাচ্ছে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

নীল তিমি, টিক আর বোতাম, যুগের বিভ্রান্তি

ছোট্ট 'ভেরিফায়েড' চিহ্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলে থাকলে মনে হয়, আমরা হঠাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে গিয়েছি।

রুদ্র সান্যাল

আজকাল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল ফোন হাতে না নিলে যেন দিনটাই অপূর্ণ থেকে যায়। নোটিফিকেশন দেখে মনে হয় পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাতের মধ্যে ঘটে গিয়েছে! আর সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই নতুন নতুন ট্রেন্ডের জোয়ার। কিন্তু এসব ট্রেন্ডের মধ্যে কোনটা সত্য, কোনটা ফাঁপা গুজব- তা বোঝার উপায় নেই।

একবার ভাবুন,'নীল তিমি' গেমের কথা। কয়েক বছর আগে ইন্টারনেটজুড়ে এ নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল, এটি এমন এক মারণ গেম, যা খেলোয়াড়কে ধাপে ধাপে মানসিক চাপে ফেলে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। খবরের কাগজ থেকে টেলিভিশন, সবাই আতঙ্কিত! অথচ পরে দেখা গেল, নীল তিমির অস্তিত্বই নেই!

সাম্প্রতিক সময়ে আরেক 'নীল' আমাদের জীবন ওলট-পালট করে দিয়েছে- নীল বোতাম বা নীল টিক! হ্যাঁ, সেই ছোট্ট 'ভেরিফায়েড' চিহ্ন, যা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলে থাকলে মনে হয় আমরা হঠাৎ করেই বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে গিয়েছি। আগেকার দিনে মানুষ সম্মান অর্জন করত জ্ঞানের জন্য, সমাজে অবদান রাখার জন্য। আর এখন? টাকার বিনিময়ে নীল বোতাম কিনলেই আপনি 'বিশেষ ব্যক্তি'!

এটা ঠিক যে, সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়া আমাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে- দ্রুত খবর পাওয়া, দূরের মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখা, নিজের চিন্তা প্রকাশ করা। কিন্তু একই সঙ্গে এটি আমাদের এমন এক জগতে নিয়ে গিয়েছে, যেখানে সত্য-মিথ্যার ফারাক বোঝা মুশকিল হয়ে গিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, 'আজ থেকে আমি ফেসবুক ছেড়ে দিচ্ছি'- আর সে পোস্ট রাতারাতি ভাইরাল! সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে লাগল। মজার ব্যাপার হল, যিনি ফেসবুক ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেন, তিনিই পরের দিন আবার নতুন পোস্ট দিলেন! এটা যেন এক ধরনের ডিজিটাল নাটক।

তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি? প্রযুক্তির এই যুগে আসল তথ্যের চেয়ে গুজব বেশি প্রচারিত হয়, সত্যের চেয়ে লাইক-কমেন্টের গুরুত্ব বেশি। 'নীল তিমি' আমাদের ভয় দেখিয়েছে, আর 'নীল বোতাম' আমাদের অহংকার বাড়িয়েছে।

এবার ভাবুন, এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা নিজেদের চিন্তাশক্তি কতটা ব্যবহার করছি? আমরা কি সত্যিই বিশ্লেষণ করছি, নাকি ভিড়ের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি? আগে মানুষ বই পড়ত, গবেষণা করত, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করত। এখন? এখন খবরের শিরোনাম পড়েই আমরা মতামত দিয়ে দিই, যাচাই করার প্রয়োজনই বোধ করি না।

এর চেয়েও ভয়ংকর দিক, অনেক মানুষ আজকাল নিজেদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই ভুলে যাচ্ছে। কেউ কেবল লাইক আর শেয়ারের পেছনে ছুটছে, কেউ বা নীল বোতামের পেছনে। অথচ বাস্তব জীবনে তাদের কোনও সত্যিকারের প্রভাব নেই। জনপ্রিয়তা মানেই প্রভাব নয়, আর সত্যের সঙ্গে ভাইরাল হওয়ার কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই।

তাই, সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু দেখলেই আতঙ্কিত হওয়ার আগে একটু ভাবুন, যাচাই করুন। কারণ, এক ক্লিকেই আপনি হতে পারেন বিভ্রান্তির শিকার, আবার এক ক্লিকেই আপনি ছড়িয়ে দিতে পারেন আলো! প্রশ্ন হল, আপনি কোনটা করবেন?

(লেখক বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্রের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১০৫

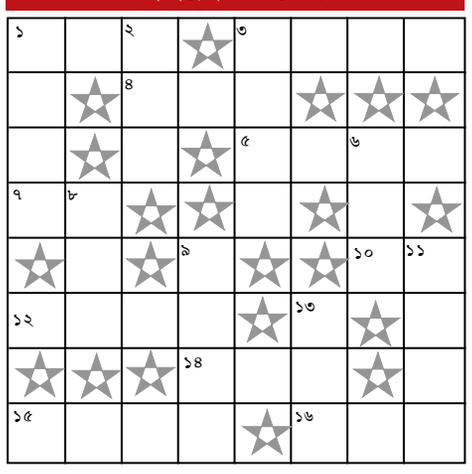

পাশাপাশি : ১। ফল অথবা দেবী ৩। এই দেবী ১৮টি হাত দিয়ে যুদ্ধ করেন ৪। ময়ূরের সঙ্গে এই বিষয়ের সম্পর্ক আছে ৫। যে অল্পতেই মারমুখী হয়ে ওঠে ৭। মেয়েদের কোমরে পরার বস্ত্র ১০। যে পতঙ্গ মানুষের রক্ত খায় ১২। হাতের আঙুলে পরার বর্ম ১৪। চূড়ান্ত, সর্বোচ্চ বা অমোঘ ১৫। পর্বতমালা ১৬। মেয়েদের কেশবিন্যাস

উপর-নীচ : ১। অতিপরিচিত সবজি-বেগুন ২। গাছের শুকনো ডালপালা ৩। যার সঙ্গে কারও তুলনা করা হয় ৬। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় ৮। কোনও বিষয়ে আত্মমগ্ন, আবিষ্ট বা মুগ্ধ ৯। বাজে খরচ বা ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করা ১১। আমিষ খান না, সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করেন ১৩। রামগরুড়ের বাসা যা দিয়ে ঠাসা।

সমাধান ■ ৪১০৪

পাশাপাশি : ২। পিঠাপিঠি ৫। মাদক ৬। কনকপ্রভ ৮। পপি ৯। মদ ১১। আমলাতন্ত্র ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। আমানত ২। পিক ৩। পিওন ৪। সুলভ ৬। কপি ৭। কণাদ ৮। পয়লা ৯। মন্ত্র ১০। মেঘনাদ ১১। আধলা ১২। তহরি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বঙ্গের বাস্তবতায় ধন্দ ■ কেরলের গড় রক্ষায় নজর পার্টি কংগ্রেসে

পদ্ম বনাম ঘাসফুল, মানছে সিপিএম

মাদুরাই, ২ এপ্রিল : সিপিএমের সে বড় সুখের সময়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরল-দেশের তিনটি রাজ্যের মসনদে উড়ত লাল নিশান। কেরলে পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদল হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় একটানা কয়েক দশকের বাম শাসনে সিপিএমের ছোটখাটো কমরেডরাও নিজেদের বিরাট বড় কেউকেটা ভাবতেন। কিন্তু এখন সেই রামও নেই, অযোধ্যাও হাতছাড়া। তৃণমূলের দাপটে পশ্চিমবঙ্গে শূন্যে পৌঁছে গিয়েছে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। বঙ্গজ কমরেডরা যাই বলুন, দলের শীর্ষনেতৃত্বের ধারণা, বাংলায় এই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানো যারপরনাই কঠিন। অপরদিকে বিজেপির দাপাদাপিতে ত্রিপুরাতেও প্রত্যাবর্তনের আশা ছাড়ছেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা। এই অবস্থায় দেশের একমাত্র বামশাসিত রাজ্য কেরলে নিজেদের গড় রক্ষা করাই এখন একমাত্র চ্যালেঞ্জ সিপিএমওয়ালাদের।

বাংলায় তৃণমূল বনাম বিজেপি বাইনারির মধ্যে সিপিএমের টিকিটিও কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন সিপিএমের আরও এক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বনাম অবিজেপি শক্তির লড়াইয়ের কথা উঠলেই অবধারিতভাবে তৃণমূলই একমাত্র বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে। এমনকি বাম ক্যাডাররাও বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলকেই ভোট দেন। এই অবস্থায় তৃণমূল সম্পর্কে মূল্যায়ন বদলানোর সওয়াল

সোমবার মাদুরাইতে ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনে প্রকাশ, বৃন্দা কারাত, পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে বিমান বসু।

করেছেন সিপিএমের একাংশ। যদিও পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতৃত্বের তাতে ঘোর আপত্তি রয়েছে।

আগামী বছর কেরলের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা ভোট। সিপিএমের দলিলে ইতিমধ্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তিনটি রাজ্যেই বিজেপি-আরএসএসের কাছে দ্রুত জমি হারাচ্ছে দল। যেহেতু বামেদের ভোটব্যাংক ভেঙেই বিজেপির ভোট বাড়ছে, তাই তার মোকাবিলার পথটাও নতুন করে ভাবা দরকার বলে ধারণা দলের একাংশের।

এই অবস্থায় কেরলই এখন সিপিএমের কাছে একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। বস্তাপচা ধারণা ফেলে দিতে কেরল সিপিএম ইতিমধ্যে পিনারাই সরকারের নভেল পাথওয়েজ ফর নিউ কেরালা মডেলকে অনুমোদন দিয়েছে। ওই মডেল অনুযায়ী রাজ্যের আর্থিক সংকট মোকাবিলায় বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে বিলগ্নিকরণের সওয়াল করা হয়েছে। এককালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ ডাকার কথা বলতেন, এখন তারই অনুরণন শোনা যাচ্ছে কেরলের টিম বিজয়নের গলায়।

মাদুরাইয়ে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে দলের ২৪ তম পার্টি কংগ্রেস। তাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও সবকিছুর মূলে থাকছে কেরলে দলের স্বার্থ কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে সেই বিষয়টি। কেরলে যাতে দল আগামী বছর ফের ক্ষমতা দখল করতে পারে, তার রূপরেখা এবারের পার্টি কংগ্রেস থেকে উঠে আসতে পারে। কেরলে কীভাবে দলকে আরও শক্তিশালী করা যায় এবং পরম্পরাকে ভুল প্রমাণিত করে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে লাগাতার তৃতীয়বার ক্ষমতা দখল করা যায়, সেদিকেই সর্বাধিক নজর সিপিএমের। এদিন পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলের সমন্বয়ক প্রকাশ কারাত বলেন, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিপিএম সমস্ত বাম দলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে। বাম ঐক্যের হাত শক্ত করার পাশাপাশি বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গেও হাত মেলানোর বার্তা দিয়েছেন কারাত। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল নতুন ভারত গড়ে তুলতে এবং প্রতিক্রিয়াশীল কালো শক্তিকে দূরে ঠেলে সমস্ত বাম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত বলেও জানান তিনি। এদিন পার্টি কংগ্রেসের মঞ্চে সিপিএমের পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ষীয়ান বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদকরাও।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্যের কথায়, আপাতত পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ত্রিপুরা, কোনও জায়গাতেই ফিরে আসার মতো অবস্থায় নেই সিপিএম। এই অবস্থায় কেরলে যাতে এলডিএফ সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে, সেদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ওই নেতার ধারণা, কেরলে দল ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলে বাংলা ও ত্রিপুরাতেও সিপিএমের পালে অক্সিজেন লাগবে।

ব্যাংকক মোদি-ইউনূস বৈঠকের আশায় ঢাকা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২ এপ্রিল : থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে হতে চলেছে বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলন। সেই সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যাপারে আশাবাদী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার এই কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশসচিব মহম্মদ জসিমউদ্দিন। তিনি জানান, মোদি-ইউনূস বৈঠক নিয়ে বাংলাদেশ সরকার এখনও আশাবাদী। এ ব্যাপারে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে ভারতের তরফে এখনও বৈঠকের সবুজসংকেত মেলেনি বলে স্বীকার করেছেন জসিমউদ্দিন।

তিনি বলেন, 'আমাদের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আশা করি, বৈঠক হবে।' চিন সফর সেরে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন ইউনূস। বাংলাদেশের উপকূল এলাকাকে চিনের প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার বার্তা দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি।

দাবি করেছেন, বাংলাদেশই নাকি 'সমুদ্রের অভিভাবক'।

চিনে বলা ইউনূসের সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের একাধিক কর্তা ঘরোয়া আলোচনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

যদিও সাউথ ব্লকের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের গতিবিধির বিষয়ে 'অপেক্ষা' এবং 'নজরদারি'র নীতি নিয়েছে বিদেশমন্ত্রক।

ইউনূসের চিন সফরের সময় তাঁর প্রেসসচিব শফিকুল আলম জানিয়েছিলেন, বেজিং রওনা দেওয়ার অনেক আগেই দিল্লি যেতে চেয়েছিলেন ইউনূস। ডিসেম্বরে তাঁর সেই ইচ্ছার কথা ভারতকে জানানো হয়েছিল। সাড়া দেয়নি দিল্লি। এবার তাই ব্যাংককে মোদি-ইউনূস বৈঠক আয়োজনকে পাখির চোখ করেছে ঢাকা। যদিও বৈঠক নিয়ে এখনও নীরব ভারত।

সর্ষেখেতও সেলফি জোন। ভিড় স্থানীয় তরুণদেরই। বুধবার পুলওয়ামাতে।

ধাক্কা মাস্ক ও ট্রাম্পের

সুপ্রিম বিচারপতি ভোটে জয় ডেমোক্র্যাটপন্থীর

ওয়াশিংটন, ২ এপ্রিল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচারবিভাগীয় নির্বাচনে মুখ পুড়ল ট্রাম্পের। বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি হল এলন মাস্কের। উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নির্বাচনে মঙ্গলবার ডেমোক্র্যাটপন্থী প্রার্থী সুসান ক্রফোর্ড রিপাবলিকান প্রার্থী ব্র্যাড শিমেলকে হারিয়েছেন। উইসকনসিনের ভোটাররা নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে বেছে নেওয়ায় ট্রাম্পের একাধিক সিদ্ধান্ত ধাক্কা খেতে পারে।

অঙ্গরাজ্যগুলিতে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি পদে রিপাবলিকানপন্থীদের সংখ্যা বাড়াতে অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হননি ধনকুবের এলন মাস্ক। সুসান ক্রফোর্ডকে হারাতে মাস্ক ও তাঁর সহযোগী গোষ্ঠীগুলি অন্ততপক্ষে ২১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। গত রবিবার উইসকনসিনে সমাবেশ করেন মাস্ক। সেখানে ভোটারদের চেক দেওয়া হয়। ক্রফোর্ডের হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামা ও ধনকুবের সোরস। ক্রফোর্ড পেয়েছেন ৫৪ শতাংশ ভোট। শিমেলের প্রাপ্তি ৪৫ শতাংশ। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সুসান ক্রফোর্ড বলেছেন, 'উইসকনসিনের মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন আদালত বিক্রির জায়গা নয়। ন্যায়বিচারের কোনও দাম হয় না।'

স্বাস্থ্যের অবনতি জারদারির

ইসলামাবাদ, ২ এপ্রিল : পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জ্বর ও সংক্রমণ জনিত কারণে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার করাচির এক হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। নবাবশাহর বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয় করাচির হাসপাতালে।

আন্দোলনের ডাক মুসলিম ল' বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে তর্কাতর্কির জেরে বুধবার উত্তপ্ত হল লোকসভা। সংসদের বাইরেও সেই উত্তাপ টের পাওয়া গিয়েছে। এদিন ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি)। পাশাপাশি বিলকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে সংগঠনটি।

এদিন দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের তীব্র সমালোচনা করেন ল বোর্ডের সদস্য মহম্মদ আবিদ। তাঁর দাবি, মুসলিমদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য এই বিল আনা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এই নাটক শুরু হয়েছে আমাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ভাবনা থেকে। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়? ভাববেন না আমরা হেরে গিয়েছি। লড়াই সবে শুরু হয়েছে।' সব বিবেকবান নাগরিককে বিলের বিরোধিতায় এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এটি দেশকে বাঁচানোর লড়াই। কারণ, প্রস্তাবিত আইনটি ভারতের কাঠামোকে বিপন্ন করছে। আমরা আদালতে যাব। এই আইন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না।'

ওয়াকফ সংশোধনী বিল

এআইএমপিএলবি-এর সহ সভাপতি মহম্মদ আলি মহসিন বলেন, 'আমাদের সংগঠন ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। এটি বৈষম্যমূলক এবং সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' মুসলিম সংগঠনটির মুখপাত্র মহম্মদ আলি মহসিন বলেন, 'লড়াই শুরু করেছি কারণ আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমাদের লক্ষ্য এই কালো আইনের অবসান ঘটানো।' কৃষক আন্দোলনের ধাঁচে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন তিনি। মহসিন বলেন, 'আমরা কৃষকদের মতো সারা দেশে কর্মসূচি পালন করব। প্রয়োজনে আমরা রাস্তা অবরোধ করব। বিলের বিরোধিতা করার জন্য সব ধরনের শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ করব।'

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। বিল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন তিনি। স্ট্যালিন লিখেছেন, 'সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে তাঁদের ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকার বজায় এবং সুরক্ষিত রাখা নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু বিলে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলিতে সেটা বিবেচনা করা হয়নি। সংশোধিত আইনটি মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের মারাত্মক ক্ষতি করবে।'

হাসপাতালে ভর্তি লালু

পাটনা, ২ এপ্রিল : গুরুতর অসুস্থ লালুপ্রসাদ যাদব। হঠাৎ করে রক্তে শর্করার (সুগার) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। চিকিৎসকদের পরামর্শে বুধবার বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু পাটনা বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে অবস্থার অবনতি হওয়ায় দিল্লিযাত্রা স্থগিত রেখে লালুকে তড়িঘড়ি পাটনার পারস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলে তাঁকে দিল্লি এইমসে স্থানান্তরিত করা হতে পারে। এজন্য এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আরজেডি সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে লালুর রক্তে শর্করার মাত্রা ওপরের দিকে রয়েছে। এজন্য কয়েকবার হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়েছিল তাঁকে। কিছুদিন আগে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকায় সেই চোট সারতে সময় লাগছে। দু'দিন যাবৎ অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। এতদিন অবশ্য বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর।

ভেনিসে বিয়ে অ্যামাজন-কর্তার

ভেনিস, ২ এপ্রিল : ফের বিয়ে করতে চলেছেন অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা তথা বিশ্বের প্রথমসারির ধনকুবের জেফ বেজোস। পাত্রী মার্কিন লেখিকা লরেন ওয়েন্ডি সাঞ্চেজ। আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের দিন ঘোষণা করা না হলেও আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের দাবি, ২৪-২৬ জুন বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারে। বিয়ের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ইতালির জলশহর ভেনিসকে। সেখানে বেজোসের ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা (৫০০ মিলিয়ন ডলার) দামের ব্যক্তিগত ইয়ট কোরুতে হবে বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। বেজোস-সাঞ্চেজের হাইপ্রোফাইল বিয়েতে আমন্ত্রিতের সংখ্যা মাত্র

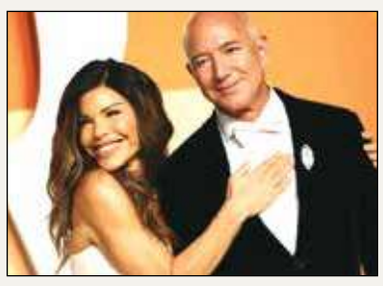

২০০। তবে বিয়ের অনুষ্ঠান ৪১৫ ফুট লম্বা এবং ৩টি মাস্তুলবিশিষ্ট যে ইয়টে হবে, সেটির অতিথি ধারণের ক্ষমতা আরও কম। ১৮ জন। ফলে আমন্ত্রিতদের সকলেই যে বিয়ের সাক্ষী হতে পারবেন, তেমনটা নাও হতে পারে। ৪ হাত এক হতে এখনও আড়াই মাস দেরি থাকলেও তার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। গ্রিটি প্যালেস, আমান সহ ভেনিসের সেরা হোটেলগুলির সব ঘর ২৬ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত বুক করা হয়েছে। ওই সময়ের জন্য ভেনিসের সিংহভাগ জলট্যাক্সির বুকিং হয়ে গিয়েছে। এর থেকে অনুমান করা হচ্ছে, জুনের ২৪-২৬-এর মধ্যে অতিঘনিষ্ঠদের নিয়ে বিয়ে সারবেন বেজোস ও সাঞ্চেজ। পরের কয়েকটা দিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-আত্মীয়দের সঙ্গে কাটাবেন তাঁরা।

সভাপতি বাছাই নিয়ে শা-অখিলেশের তর্জা

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : চলছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বাগযুদ্ধ। তার মধ্যে হঠাৎই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন করা নিয়ে তর্জায় জড়িয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। ওয়াকফ বিতর্কে শামিল হয়ে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নিজেদের ব্যর্থতা লুকোতেই বিজেপি নতুন বিল নিয়ে এসেছে। যে দল নিজেদের বিশ্বের বৃহত্তম দল বলে দাবি করে, তারা এখনও পর্যন্ত তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি বাছাই করে উঠতে পারেনি।' অখিলেশের এই কথায় গর্জে ওঠেন শা। তিনি বলেন, 'বিজেপি কোটি কোটি সদস্যদের নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সভাপতি বাছাই করে। পরিবারতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃত্ব ঠিক করে দেয় সংশ্লিষ্ট পরিবার। কিন্তু আমাদের ১৩ কোটি সদস্য আছেন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমার সামনে যতগুলি দল এবং তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই কোনও পরিবারের সদস্য দ্বারা মনোনীত। একটি প্রক্রিয়ার পর ১২-১৩ কোটি সদস্যদের মধ্যে থেকে আমাদের সভাপতি বাছাই করতে হয়। তাই এই কাজে সময় লাগে। আপনাদের ক্ষেত্রে সময় লাগে না। আমি তো বলছি, আপনি আরও ২৫ বছর আপনার দলে সভাপতি পদে থাকবেন।'

জবাবে কনৌজের সাংসদ সম্প্রতি আরএসএসের সদরদপ্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক সফর নিয়ে খোঁচা দেন। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে যে যাত্রাপালাটি হল সেটি কি ৭৫ বছরের সীমারেখা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে? বিজেপিতে জেপি নাড্ডার উত্তরসূরি বাছাই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছে। পরবর্তী সভাপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ইয়েসম্যান হবেন, নাকি আরএসএসের আশীর্বাদধন্য হবেন, তা নিয়ে দুই শিবিরের টানাপোড়েন এখনও থামেনি। কাজেই শা পরিবারতন্ত্রের পালটা অজুহাত খাড়া করলেও তাতে নাড্ডার উত্তরসূরি বাছাইয়ে বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের রাশ আলগা হওয়ার বিষয়টিই ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

বিজেপি নতুন বিল নিয়ে এসেছে। যে দল নিজেদের বিশ্বের বৃহত্তম দল বলে দাবি করে তারা এখনও পর্যন্ত তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি বাছাই করে উঠতে পারেনি। অখিলেশের এই কথায় গর্জে ওঠেন শা। তবে পুরো বিতর্কই চলে হালকা মেজাজে। তিনি বলেন, অখিলেশজি হাসতে হাসতে একটি প্রশ্ন করেছেন। আমি হাসতে হাসতেই এই প্রশ্নের জবাব দেব। বিজেপি কোটি কোটি সদস্যদের নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সভাপতি বাছাই করে। পরিবারতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃত্ব ঠিক করে দেয় সংশ্লিষ্ট পরিবার। কিন্তু আমাদের ১৩ কোটি সদস্য আছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমার সামনে যতগুলি দল এবং তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি রয়েছেন, প্রত্যেকেই কোনও পরিবারের সদস্য দ্বারা মনোনীত। একটি প্রক্রিয়ার পর ১২-১৩ কোটি সদস্যদের মধ্যে থেকে আমাদের সভাপতি বাছাই করতে হয়। তাই এই কাজে সময় লাগে। আপনাদের ক্ষেত্রে সময় লাগে না। আমি তো বলছি, আপনি আরও ২৫ বছর আপনার দলে সভাপতি পদে থাকবেন। শাহি মন্তব্যে হেসে ফেলেন অখিলেশ। জবাবে কনৌজের সাংসদ সম্প্রতি আরএসএসের সদরদপ্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক সফর নিয়ে খোঁচা দেন।

সংঘর্ষবিরতির আর্জি মাওবাদীদের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : রাজ্যে রাজ্যে টানা অভিযানের জেরে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে মাওবাদীরা। চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগঠনটি। মাওবাদীদের সেন্ট্রাল কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আমরা সংঘর্ষবিরতিতে রাজি। এবার অভিযান বন্ধ রাখুন।'

কয়েক দশক ধরে ভারতের নানা জায়গায় হামলা চালিয়েছে মাওবাদীরা। সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী, প্রশাসনিক আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে বহু সাধারণ মানুষ তাদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। একাধিক গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। বিপরীতে মাওবাদীদের ঠেকাতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে আধাসেনা ও একাধিক রাজ্যের পুলিশ। ২০২৬-এর মধ্যে

১৫ মাসে নিহত ৪০০ সদস্য

মাওবাদমুক্ত ভারতের ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তবে মাওবাদীদের তরফে কেন্দ্রের কাছে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব নজিরবিহীন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, গত কয়েক মাসে ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মাওবাদীদের যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সামাল দিতেই তারা সংঘর্ষবিরতির আবেদন জানিয়েছে। মাওবাদীদের মুখপাত্র বিজয়ের তেলুগুতে লেখা বার্তাতেও সেই ইঙ্গিত মিলেছে। তিনি জানিয়েছেন, ২৪ মার্চ মাওবাদী শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে বেশিরভাগ নেতা অবিলম্বে সংঘর্ষবিরতির পক্ষে সওয়াল করেছেন। সরকারি বাহিনীর অভিযানে গত ১৫ মাসে ৪০০-র বেশি মাওবাদী নেতা, সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। কয়েকশো জনকে গ্রেপ্তার করেছে আধাসেনা ও পুলিশ।

মাওবাদীদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা চাই মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ওডিশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হোক। নিরাপত্তাবাহিনীর নতুন ক্যাম্প তৈরির কাজও আপাতত স্থগিত থাকুক। সরকার রাজি থাকলে আমাদেরও সংঘর্ষবিরতিতে আপত্তি নেই।' সরকারি হিসাব বলছে, সংঘর্ষে সবচেয়ে বেশি মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে ছত্তিশগড়ে। এক সময়ের মুক্তাঞ্চল বাস্তারেই গত বছর মারা গিয়েছে ২৮৭ জন মাওবাদী। ৮৩৭ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ধৃতের সংখ্যা হাজার পার। অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যে মাওবাদীদের তরফে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব এসেছে সে ব্যাপারে একমত পর্যবেক্ষক মহল। যদিও এ নিয়ে কেন্দ্র বা কোনও রাজ্য সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

পাক সেনার অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ

শ্রীনগর, ২ এপ্রিল : ফের অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে জম্মু ও কাশ্মীরে ফের অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করল পাকিস্তান। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণঘাটিতে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাল পাক সেনা। তবে ভারতীয় সেনাও ঠান্ডা মাথায় তাদের মোক্ষম জবাব দিয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তানি সেনা ভারতে প্রবেশ করার পর কৃষ্ণঘাটি সেক্টরে মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে বিনা প্ররোচনায় লাগাতার গুলি চালায়। ভারতীয় সেনাও পালটা 'নিয়ন্ত্রিত ও কৌশলী' জবাব দেয়। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকাজুড়ে রয়েছে কড়া নজরদারি।

পাকিস্তানি সেনারা এই

চুক্তি ভঙ্গে মোক্ষম জবাব ভারতের

গুলিবর্ষণের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিল। তবে ভারতীয় বাহিনী সতর্ক থাকায় সেই পরিকল্পনা তাদের ব্যর্থ হয়।

বুধবার ভারতীয় সেনার জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুনীল বার্তোয়াল বলেন, 'মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় কৃষ্ণঘাটি সেক্টরে পাক সেনাবাহিনীর একটি দল অনুপ্রবেশ করার পর সেখানে মাইন বিস্ফোরণ হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়ে থাকতে পারে। তবে পাকিস্তানি সেনাদের অনুপ্রবেশের ফলেই যে মাইন বিস্ফোরণ হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এরপরই সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে বিনা প্ররোচনায় পাক সেনা গুলি চালায়। ওই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনা সংযতভাবে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।' তিনি জানান, ২০২১-এর যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলতে ভারতীয় সেনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মঙ্গলবার পুঞ্চের সংঘর্ষে হতাহতের ছবিটা বুধবার রাতেও স্পষ্ট হয়নি। একটি সূত্রের দাবি, ভারতীয় সেনার পালটা আক্রমণে পাকিস্তানের দুই সেনা নিহত হয়েছে। তারা হল চারিকোট হাভেলির বাসিন্দা চৌধুরী নজাকত আলি এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নাকিয়ালকোটলির বাসিন্দা নাসির আহমদ। অন্য একটি সূত্র আবার চার-পাঁচজনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে। তাদের এক সেনার মৃত্যুর কথা জানিয়েছে পাকিস্তান। যদিও ভারতীয় সেনার তরফে হতাহতের ঘটনা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান

ববিতা দে, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

আজ "পড়াশোনা" বিভাগে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইতিহাসের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অসামান্য কর্মকাণ্ডের সামান্য কিছু অংশ আলোচনা করছি। এই মহান ব্যক্তিত্ব হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার নবজাগরণের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি, মানবদরদি এই মানুষটি শিক্ষা- সমাজ সংস্কার ও জীবনব্যাপী নানাবিধ কাজের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পাঠ্যবইয়ের অন্তর্গত উনিশ শতকে বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে, বিশেষ করে নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান সংক্ষেপে আলোচিত হল। সেইসঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের ফলে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হল। আলোচ্য বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করবে।

শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার তথা নারীশিক্ষা বিস্তার এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা।

উনিশ শতকে মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে সমাজিক কুপ্রথা ও অচলায়তনকে রোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের কল্যাণে আলো জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। নারী জাতির প্রতি সামাজিক উপেক্ষা ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর জীবনের পরম ব্রত। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারলে নারী সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের হাত থেকে মুক্তিলাভ করবে এই বিশ্বাসে তিনি শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে নারীশিক্ষা বিস্তারেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শিক্ষাবিস্তার :- জনশিক্ষা বিস্তারই একমাত্র পথ; যেখানে অন্ধকার দূর করে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে পৌঁছে দিতে পারে, সেকথা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সহযোগিতায় তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ১০০টি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে ৩৩টি স্থায়ী হয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিজ অর্থব্যয় করে বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগরের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা। পরে এটি কলেজে উন্নীত হয়। এটি সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হত। জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যেই তিনি "বর্ণপরিচয়", "কথামালা", "নীতিবোধ", "বোধোদয়", "চরিতাবলী", "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

শিক্ষা সংস্কার :- সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে কিছু দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের দরজা সকল বর্ণের মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সংস্কৃত, মাতৃভাষা, ইংরেজি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলেজে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা প্রবর্তিত হয়েছিল তাঁরই অসামান্য প্রচেষ্টায়। রবিবার ছুটির নিয়ম চালু করেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর শিক্ষায়তনকে "মানবধর্মের নাসারি করে তুলতে চেয়েছিলেন। কখনোই ডিগ্রি উৎপাদনের কারখানা করতে চাননি।"

নারীশিক্ষা বিস্তার :- ভারতে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন বিদ্যাসাগর। সমাজের অর্ধাঙ্গ নারীকে বাদ দিয়ে কখনোই সমাজের উন্নতি হতে পারে না তাই নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ছিল অদম্য।

নারীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা :- বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েদের শিক্ষার জন্য এবং কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রায় ১৩০০ ছাত্রী সেখানে লেখাপড়া করত।

নারীশিক্ষা ভাণ্ডার গঠন :- বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি সরকারি আর্থিক সাহায্যলাভ করতে না পারলে বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য 'নারীশিক্ষা ভাণ্ডার' নামে একটি অর্থভাণ্ডার গঠন করে বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন।

নারীশিক্ষা প্রসারে বেথুনকে সহযোগিতা :- বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম সহযোগিতায় ড্রিংক ওয়াটার বেথুন কলকাতায় "কলকাতা বালিকা বিদ্যালয়" (হিন্দু ফিমেল স্কুল) নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। যার বর্তমান নাম "বেথুন স্কুল"। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর এই স্কুলের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই অপরিমেয় প্রচেষ্টা এবং প্রচারের ফলে অভিভাবকরা বেথুন সাহেবের স্কুলে মেয়েদের পড়তে পাঠাতেন। বিনা বেতনে শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, এমনকি ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য গাড়ি এবং পালকির ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

স্ত্রী শিক্ষা বিধায়নী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা :- গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিধায়নী সম্মিলনী গড়ে তোলেন। বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে নিজে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মা ভগবতী দেবীর স্মৃতিতে নিজ গ্রামে "ভগবতী বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় বাংলার বেশ কিছু রক্ষণশীল মানুষও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে এগিয়ে আসেন।

উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের ফলে নারীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, পুরুষের বহুবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি হয়। নারী গৃহকোণ সামলে আলোর পথে চলতে শুরু করে। সেই সময় বেশ কয়েকজন কৃতী নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন

হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় অসংখ্য বালিকা, কিশোরী, যুবতী বৈধব্যের কোপানলে পতিত হত। অল্পবয়সি এই বিধবাদের জীবন-যন্ত্রণা, পুণ্যার্জনের নামে সমাজের চোখরাঙানি এবং দুর্ভাগ্য বিদ্যাসাগরকে গভীরভাবে ব্যথিত ও বিচলিত করে। তিনি এই অমানবিক প্রথা রদ করার জন্য সংগ্রাম শুরু করেন।

"সর্ব শুভকরি সভার" মুখপত্র 'সর্ব শুভকরি পত্রিকায়' প্রবন্ধের মাধ্যমে বিধবাদের নিদারুণ কষ্ট-যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। বিধবাবিবাহের সমর্থনে পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। "পরাশর সংহিতা" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এবং অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। এমনকি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এই সম্পর্কে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রচার করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে বিধবাবিবাহের সমর্থনে (বহু গুণী ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ) ১০০০ স্বাক্ষর সংবলিত একটি গণদরখাস্ত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে, রাধাকান্ত দেব বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে আরও একটি গণদরখাস্ত পেশ করেন। বিধবাবিবাহের জন্য অনেকেই বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেন এবং প্রাণনাশের চেষ্টাও করা হয়। ব্রিটিশ সরকার বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ ও মানবিক আবেদনে সাড়া দেয়।

বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন :- অবশেষে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জুলাই সমস্ত বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে কোম্পানি সরকার (লর্ড ক্যানিং) বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি আইন পাশ করে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বিধবাদের যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে বিধবাবিবাহ আইন স্বীকৃতিলাভ করে।

সাফল্য :- রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায়নি এবং এই আন্দোলন যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

বিধবাবিবাহের ঘটনা :- ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং বর্ধমানের কালীমতী দেবী নামে এক বিধবা নারীর বিবাহ হলে কলকাতায় প্রথম "বিধবাবিবাহ" সম্পন্ন হয়। তিনি নিজ পুত্রের সঙ্গে ভবসুন্দরী নামে এক বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর মোট ৬০টি বিধবাবিবাহের আয়োজন করেন। এই বিবাহগুলির জন্য তিনি ব্যক্তিগত সমস্ত অর্থব্যয় করে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যান। সেই সময় অভিভাবক বা পরিবার থেকে বিধবাবিবাহ দিতে চাইতেন না।

নারী মুক্তি :- বিধবাবিবাহ আইন স্বীকৃতি পেলে বিধবা নারীরা মুক্তির স্বপ্ন দেখেন এবং নতুন দিশার সন্ধান পান।

বিধবাবিবাহের প্রসার :- বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলায় সীমাবদ্ধ না থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু মহান ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের মতোই বিধবাবিবাহকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন।

সুদূরপ্রসারী প্রভাব :- একটা প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা যায়। কিন্তু সহজেই সুপ্রচলিত করা যায় না। তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকেও বিধবাবিবাহ কার্যকরী করার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। নারী মুক্তির বিষয়টি এবং বিধবাবিবাহ পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতের চিন্তাশীল সমাজকে আলোকিত করেছে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজে বিধবাবিবাহ নিজের স্থান করে নিয়েছে।

উপসংহার :- শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা বিস্তার, নারীশিক্ষা বিস্তার এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও তার প্রবর্তন ছিল বিদ্যাসাগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় কীর্তি। তাঁর এই উদ্যোগের ফলে যেমন শিক্ষার প্রসার ঘটে তেমনি নারী জাতি সামাজিক উপেক্ষা, অত্যাচার ও বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীর বিবাহের বয়স এবং বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আইন প্রণয়নের দাবি তোলেন। এক কথায় বলা যেতেই পারে যে, নারী মুক্তি, নারীশিক্ষা এবং নারী কল্যাণে তিনি ছিলেন ঘোর অন্ধকার দিনে প্রকৃত অর্থেই একজন আলোর দিশারি। তাঁকে নিয়ে যথার্থই গান বাঁধা হয়েছিল, "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।"

দশম শ্রেণি
ইতিহাস

জীবজগতে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় - হরমোন

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১) হরমোন কাকে বলে?

উঃ যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ জীবদেহের বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট কতগুলি কোষ বা কোষসমষ্টি (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে) অথবা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (প্রাণীর ক্ষেত্রে) থেকে উৎপত্তি লাভ করে দেহ তরলে নিঃসৃত হয় ও অতি অল্প মাত্রায় বিশেষ উপায়ে পরিবাহিত হয়ে লক্ষ্য কোষগুলির স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং কাজের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাদের হরমোন বলে।

২) হরমোনকে দেহের রাসায়নিক সমন্বায়ক বলে কেন?

উঃ সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠনযুক্ত হরমোন লক্ষ্য কোষগুলির ওপর কাজ করে জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সেজন্য হরমোনকে রাসায়নিক সমন্বায়ক বলা হয়।

৩) হরমোন শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?

উঃ বিজ্ঞানী বেলিস ও স্টারলিং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই রাসায়নিক সমন্বায়ক পদার্থটিকে হরমোন নামে অভিহিত করেন যার অর্থ জাগ্রত করা বা উত্তেজিত করা।

৪) উদ্ভিদ হরমোন কত প্রকার ও কী কী?

উঃ উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটো হরমোন সৃষ্টির পদ্ধতি ও রাসায়নিক গঠন অনুসারে প্রধানত তিন প্রকারের, যথা -ক) প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোন, খ) কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোন, গ) প্রকল্পিত উদ্ভিদ হরমোন।

৫) অক্সিন হরমোনের রাসায়নিক নাম কী?

উঃ ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA)

৬) অক্সিন-এর প্রধান দুটি কাজ লেখো।

উঃ অক্সিন-এর প্রধান দুটি কাজ হল - ১) এটি উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের ট্রপিক চলন বিশেষত ফোটোট্রপিক ও জিওট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে। ২) এই হরমোনটির প্রভাবে উদ্ভিদে অগ্রস্থ প্রকটতা দেখা যায় অর্থাৎ অগ্র মকুলের বৃদ্ধি ঘটে এবং পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৭) কৃত্রিম হরমোন কাকে বলে?

উঃ গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত, প্রাকৃতিক হরমোনের সমধর্মী রাসায়নিক পদার্থকে কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত হরমোন বলে। যেমন- কৃত্রিম অক্সিন (IBA, IPA, NAA), কৃত্রিম জিব্বেরেলিন।

৮) উদ্ভিদের একটি গ্যাসীয় হরমোনের নাম ও কাজ লেখো।

উঃ উদ্ভিদের একটি গ্যাসীয় হরমোন হল ইথিলিন যা ফল পাকাতে সাহায্য করে।

৯) বাসন্তীকরণ বা ভারনালাইজেশন কী?

উঃ নিম্ন উষ্ণতার দ্বারা পুষ্প প্রস্ফুটন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে বাসন্তীকরণ বা ভারনালাইজেশন বলে। বাসন্তীকরণ প্রধানত ভারনালিন বা ফ্লোরিজেন নামক প্রকল্পিত হরমোনের প্রভাবেই ঘটে থাকে। উদ্ভিদ মধ্যস্থিত জিব্বেরেলিন হরমোন বাসন্তীকরণ পদ্ধতিকে প্রবল করে।

১০) উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগ কেটে দিলে প্রচুর শাখাপ্রশাখা বের হয় কেন?

উঃ উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগ কেটে দিলে সেখানে অক্সিন হ্রাস পায় ও সাইটোকাইনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই হরমোন পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ঘটায় ও ঝোপ সৃষ্টি করে।

১১) পার্থেনোকার্পি কী?

উঃ পরাগযোগ ও নিষেক ছাড়া কৃত্রিম অক্সিন ও জিব্বেরেলিন হরমোন প্রয়োগ করে ডিম্বাশয় থেকে সরাসরি বীজহীন ফল উৎপাদনের পদ্ধতিকে পার্থেনোকার্পি বলে। যথা - লেবু, পেঁপে, পেয়ারা, আঙুর, কলা, তরমুজ, টমেটো, শসা ইত্যাদি। *(চলবে)*

দশম শ্রেণি
জীবনবিজ্ঞান

প্রশ্নোত্তরে গ্যাসের আচরণের খুঁটিনাটি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রথম বড় পরীক্ষা হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিকে ভৌতবিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটু দুশ্চিন্তা থাকেই। তবে অযথা দুশ্চিন্তা করবে না। বছরভর নিয়ম করে পড়াশোনা করলে এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি টপিক ভালোমতো পড়লে ভৌতবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে ভালো নম্বর পাওয়া অবশ্যই সম্ভব। তবে এরজন্য প্রতিটি টপিকের কনসেপ্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার থাকতে হবে। শুধুমাত্র মুখস্থ নয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। আজ দশম শ্রেণির ভৌতবিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় 'গ্যাসের আচরণ' নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এই অধ্যায় থেকে মাধ্যমিকে মোট 8 মার্কস থাকবে। MCQ থাকবে 1টি (1x1=1), VSAQ থাকবে 2টি (1x2=2), SAQ থাকবে 1টি (2x1=2) ও LAQ থাকবে 1টি (3x1=3)। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইম্পরট্যান্ট এরকম কিছু MCQ ও সেগুলোর উত্তর, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ও দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'গ্যাসের আচরণ' অধ্যায়টি যতটা সহজভাবে সম্ভব পাঠ্যসূচিভুক্ত অংশ অনুযায়ী আলোচনা করছি। মাধ্যমিকে এই অধ্যায় থেকে পুরো নম্বর পেতে হলে ভৌতবিজ্ঞানের পাঠ্যবইটি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। মনে রাখবে পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই। ভালোমতো টপিকগুলো বুঝে নিতে হবে এবং নিয়মিত খাতায় উত্তর লেখা অভ্যাস করতে হবে। এই অধ্যায় থেকে numericals আসবে। কাজেই numericals গুলো কীভাবে করতে হয়, সেটা ভালোমতো বুঝে নিয়ে বারবার সেগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে।

'গ্যাসের আচরণ' অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল-

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) :
প্রশ্নের মান - 1

1.1) বয়েলের সূত্রের p - V লেখচিত্রের প্রকৃতি হল —
a) মূলবিন্দুগামী সরলরেখা b) অধিবৃত্ত c) সমপরাবৃত্ত d) উপবৃত্ত

1.2) স্থির উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভরের কোনও গ্যাসের চাপ অর্ধেক করলে ওর আয়তন হবে-
a) অর্ধেক b) দ্বিগুণ c) চারগুণ d) একই থাকবে

1.3) 1 বার = কত পাস্কাল?
a) 10 পাস্কাল b) 10^2 পাস্কাল c) 10^3 পাস্কাল d) 10^5 পাস্কাল

1.4) উষ্ণতার পরম স্কেলের ধারণা কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায়?
a) বয়েলের সূত্র b) চার্লসের সূত্র c) অ্যাভোগাড্রো সূত্র d) সবকটি সূত্র

1.5) একটি বায়ুর বুদবুদ হ্রদের তলদেশ থেকে উপরে উঠলে ওর আয়তন —
a) হ্রাস পায় b) বৃদ্ধি পায় c) একই থাকে d) প্রথমে বৃদ্ধি পায় ও পরে হ্রাস পায়

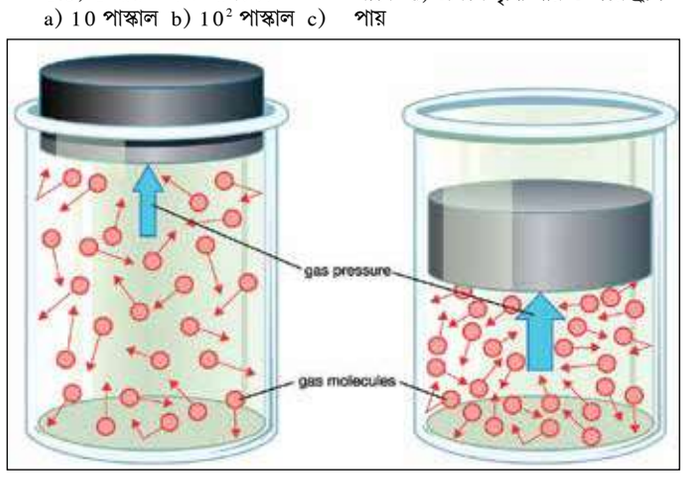

1.6) পরম স্কেলে বিশুদ্ধ জলের হিমাঙ্কের মান
a) 0 K b) 100 K c) 273 K d) 373 K

1.7) চাপের সূত্রানুযায়ী কোন উষ্ণতায় গ্যাসের চাপ শূন্য হয়?
a) 0^0C b) 100^0C c) -273^0C d) 273^0C

1.8) বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সাধারণ ধ্রুবক রাশিটি হল —
a) গ্যাসের আয়তন b) গ্যাসের ভর c) গ্যাসের উষ্ণতা d) গ্যাসের চাপ

1.9) উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের অণুর গতিবেগ —
a) বাড়ে b) কমে c) একই থাকবে d) নির্ভরশীল নয়

1.10) চাপ ও আয়তনের গুণফলের একক যে রাশির একক হয়
a) বল b) কার্য বা শক্তি c) উষ্ণতা d) ঘনত্ব

1.11) স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনও আদর্শ গ্যাসের V-t লেখচিত্র

দশম শ্রেণি
ভৌতবিজ্ঞান

1.12) একটি সাইকেলের টিউবকে পাম্প করার সময় তার ভিতরের গ্যাসের চাপ ও আয়তন উভয়ই বাড়ে। এই ঘটনা বয়েলের সূত্র
a) প্রযোজ্য নয় b) বিরোধী c) বিরোধী নয় d) আংশিক বিরোধী

1.13) গ্যাসের চাপ মাপা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে তা হল —
a) ব্যারোমিটার b) ম্যানোমিটার c) ভোল্টামিটার d) ভোল্টমিটার

1.14) অপরিবর্তিত চাপে আদর্শ গ্যাসের V/T -এর মান মোল সংখ্যার —
a) সমানুপাতিক b) বর্গের সমানুপাতিক c) ব্যস্তানুপাতিক d) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

1.15) একটি আদর্শ গ্যাসের প্রতি একক আয়তনে মোল সংখ্যা —
a) PRT b) PT/R c) P/RT d) RT/P

উ: 1.1- c, 1.2- b, 1.3- d, 1.4- b, 1.5- b, 1.6- c, 1.7- c, 1.8- b, 1.9- a, 1.10- b, 1.11- c, 1.12- a, 1.13- b, 1.14- a, 1.15- c

2. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (VSAQ) :
প্রশ্নের মান -1

2.1) SI পদ্ধতিতে চাপের একক কী?
উ: SI পদ্ধতিতে চাপের একক N/m^2 বা Pa।

2.2) শুষ্ক বায়ু ও আর্দ্র বায়ুর মধ্যে কোনটি হালকা?
উ: শুষ্ক বায়ু ও আর্দ্র বায়ুর মধ্যে আর্দ্র বায়ু হালকা।

2.3) কোন শর্তে বাস্তব গ্যাসগুলি আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে?
উ: নিম্নচাপ ও উচ্চ উষ্ণতায় বাস্তব গ্যাসগুলি আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে।

2.4) চার্লসের সূত্রের V-T লেখচিত্রের প্রকৃতি কীরূপ?
উ : চার্লসের সূত্রের V-T লেখচিত্র মূলবিন্দুগামী সরলরেখা হয়।

2.5) তাপমাত্রার কোন স্কেলে তাপমাত্রা ঋণাত্মক হয় না?
উ : তাপমাত্রার কেলভিন বা পরম স্কেলে তাপমাত্রা ঋণাত্মক হয় না।

2.6) চার্লসের সূত্রে ধ্রুবক দুটি কী কী?
উ : চার্লসের সূত্রে ধ্রুবক দুটি হল গ্যাসের চাপ ও গ্যাসের ভর। *(চলবে)*

বিষয় পরিচিতি
জিআইএস

ডঃ তুহিন দে রায়
শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ
শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়

পূর্ব প্রকাশের পর

উৎপাদন(Output): বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলকে মানচিত্র, সারণি, তালিকা, ছক, জ্যামিতিক চিহ্ন (Figure), রেখাচিহ্ন (Diagram), বিবরণী, প্রতিবেদন (Report) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করাই হল উৎপাদন (Output)। সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত 'উৎপাদন' বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) সহায়তা করে।

জিআইএস-এর প্রবর্তক বা জনক ঃ একটা কথা জেনে রাখা ভালো, তা হল 'রজার টমলিনসন'-কে Father of GIS হিসাবে স্বীকার করা হয়। আর Father of GIScience বলা হয়ে থাকে 'মাইকেল ফ্র্যাঙ্ক শুডচাইল্ড'কে। ১৯৯২ সালে 'মাইকেল ফ্র্যাঙ্ক শুডচাইল্ড' সর্বপ্রথম 'GIScience' পরিভাষাটি উত্থাপন করেন।

বর্তমানে বিশ্ব-বাজারে অসংখ্য বাণিজ্যিক (Commercial) এবং ওপেন সোর্স (Open Source) GIS সফটওয়্যার রয়েছে।

জিআইএস এর উপাদান- এর প্রধান উপাদান ছয়টি

হার্ডওয়্যার (Hardware): যন্ত্রপাতি যা জিআইএস কার্যকলাপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কম্পিউটার, Digitizer, Plotter ইয়ানি।

সফটওয়্যার (Software): ভৌগোলিক তথ্য সঞ্চয় (Storage), বিশ্লেষণ (Analysis) এবং প্রদর্শনের (Display) জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (Tools) এবং অপেক্ষক (Functions) সরবরাহ করে থাকে।

নেটওয়ার্ক(Network): এটি ডিজিটাল তথ্য দ্রুত আদান-প্রদান (Sharing) এবং বিতরণকে (Distribution) অনুমোদন করে। যেমনঃ ইন্টারনেট।

উপাত্ত (Data): জিআইএস-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা হতে পারে স্থান-সংক্রান্ত (Spatial) এবং অ-স্থানিক (Non-Spatial)। যেমনঃ রাস্তার নাম, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট দল/ গোষ্ঠী (People): সবচেয়ে সক্রিয় উপাদান। যেমনঃ জিআইএস ব্যবহারকারী (Users), প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ (Technical Specialists), গবেষক ইত্যাদি।

পদ্ধতি (Procedure): এটি অনেকটা ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গি (Management Aspect) সম্পর্কিত। যেমনঃ সু-পরিকল্পিত ব্যবসা পরিকল্পনা এবং নিয়ম, (Acquisition)/ নিবেশ (Input)/ বারণ (Storage)/ বিশ্লেষণ (Analysis) ইত্যাদি।

GIS প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ : GIS শিখতে হলে সবার প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে এর প্রয়োগসমূহ কী কী। জিআইএস-এর বাস্তবিক প্রয়োগ নিয়ে বলতে গেলে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

- ভূমি পরিসংখ্যানপত্র (Land Inventory)
- আদমশুমারি(Population Census)
- নগর পরিকল্পনা(Urban Planning)
- কৃষি (Agriculture) এবং অরণ্যবিদ্যা (Forestry)

খনিজ তেল এবং গ্যাস উত্তোলন(Mining Sector Mapping)

- জন-উপযোগমূলক সেবা (Utilities Mapping)

পরিবহণ ব্যবস্থা (Transportation System Mapping)

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management planning)

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাত(Education and Health Sector Mapping)

- জলবিজ্ঞান (Hydrological Mapping)।

ইসলামপুরে বরাদ্দ ৩ কোটি, তবু শুরু হয়নি রাস্তার কাজ

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল : ১৭টি ওয়ার্ডের ৪০টি রাস্তার জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এমনকি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। তবু রাস্তার কাজ শুরু করতে পারেনি ইসলামপুর পুরসভা। ফলে ঠিক কবে রাস্তার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার এজেন্সিগুলিকে দেওয়া হবে এবং কবেই বা তারা কাজ শুরু করতে পারবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাস্তার কাজ যে শুরু করা যায়নি, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তবে তাঁর যুক্তি, 'আসলে টেন্ডার প্রক্রিয়া ও ওয়ার্ক অর্ডার একটা বড় প্রক্রিয়া। ফলে সময় লাগছে।' যদিও দ্রুত সব ওয়ার্ডেই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ইসলামপুর পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস কয়েক আগে ১৭টি ওয়ার্ডের ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৪০টি রাস্তার জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। তারপর রাস্তাগুলি নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া ডাকা হয়েছিল। তবে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় শিথিলতার জেরে উন্নয়নের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে বলে পুর বোর্ডের অন্দরে কান পাতলেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের বক্তব্য, ইসলামপুর শহরের রাস্তায় বেরোনো মানেই যেন দুর্গতি।

পথের যন্ত্রণা

- ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা রোড খানাখন্দে ভরে গিয়েছে
- আশ্রমপাড়া মোড় থেকে চার্চ মোড় পর্যন্ত রাস্তা বেহাল
- ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সৎসংঘ পাড়ার রাস্তার অবস্থাও একই
- শহরে ছোট-বড় মিলিয়ে ৪০টি রাস্তার হাল খারাপ
- টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও কাজ শুরু হয়নি

শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু রাস্তাই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জিতেন সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আশ্রমপাড়া মোড় থেকে চার্চ মোড় পর্যন্ত রাস্তা বেহাল। অনেকদিন থেকেই শুনছি কাজ শুরু হবে। কিন্তু হচ্ছে কই?'

৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা রোড খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। এ নিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখেননি রৌশন আলি নামে এলাকার এক ব্যবসায়ী। তাঁর প্রশ্ন, 'আদৌ কি রাস্তার কাজ শুরু হবে? নুড়ি পাথরের কারণে বাইকের চাকা স্কিড করে যাচ্ছে।' ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সৎসংঘ পাড়ার রাস্তার অবস্থাও একই। তবে ওই এলাকার বাসিন্দা লিপিকা দাসের বক্তব্য, 'আমাদের কাউন্সিলারের উপর আস্থা আছে। তবে বর্ষার আগে রাস্তার কাজ শুরু না হলে ভোগান্তি বাড়বে।'

একইভাবে ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে আছে। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোপাল চক্রবর্তী পরিষ্কার বললেন, 'আমাদের কাউন্সিলার নিজেই পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। অথচ তারপরেও এলাকার রাস্তা অনেকদিন থেকেই বেহাল। জানি না দুর্ভোগ কবে মিটবে।'

অবশ্য পুর চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়া, 'টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সময় লাগেই। তবে দ্রুত এজেন্সিগুলিকে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে দেব। আশা করি, বর্ষার মরশুম শুরুর আগেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে পদযাত্রা। বুধবার শিলিগুড়িতে। - সংবাদচিত্র

অটিজম ভয় নয়, অভয় দিচ্ছে শিশুরা

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : তারে জমিন পরের সেই ছোট্ট ছেলেটির কথা মনে আছে। আমির খানের নির্দেশনায় সেই সিনেমাটি অটিজম নিয়ে অনেকের মনে জমে থাকা বদ্ধমূল ধারণাকে বদলে দেওয়ার এক প্রয়াস ছিল। কিন্তু তারপরেও অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের অনেকে অস্বাভাবিক বলে দাগিয়ে দেয়। তাদের আর পাঁচটা শিশুর থেকে একটু আলাদা নজরে দেখে। ঠিক এখান থেকেই অটিজম ও অটিস্টিক শিশুদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে খুদেদের নিয়ে পথে নামলেন অভিভাবকরা। শিশুদের হাতে ছিল নানা সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড। পদযাত্রাটি শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বাঘা যতীন পার্কে পৌঁছায়। সেখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

দেশজুড়ে প্রতি বছরই অটিজমে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু অটিজম নিয়ে মানুষের মধ্যে সেভাবে সচেতনতা এখনও গড়ে ওঠেনি। ওরাও যে স্বাভাবিক, ওদেরও যে উৎসাহ, ভালোবাসার প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে এবং অটিজম বিষয়টি আসলে কি, তা নিয়ে ধারণা দিতে উদ্যোগ নিল অটিস্টিক শিশুদের মায়েদের তৈরি গ্রুপ 'একমুঠো রোদ্দুর'।

বুধবার অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করেন অভিভাবকরা। শিশু ও তাদের অভিভাবক ছাড়াও সমাজের নানা স্তরের মানুষকে এই উদ্যোগে শামিল হতে দেখা যায়। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সামনের সারিতে ছিল অটিস্টিক শিশুরা। কারও প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'অটিজম ভয় নয়, যত্নে হবে জয়'। আবার কারও প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'ধিক্কারের ধাক্কা নয়, সহযোগিতার হাত বাড়াই'। পথচলতি মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দিচ্ছিলেন অটিস্টিক শিশুদের অভিভাবকরা। পথচারীদের কাছে তাঁদের আবেদন, লিফলেটগুলো ফেলে দেবেন না। ওগুলো পড়ে অটিজম নিয়ে সচেতন হোন। এদিন এভাবেই মানুষকে সচেতন করার কাজ চালান অটিজম অ্যাওয়ারনেস গ্রুপের সদস্যরা।

> যত তাড়াতাড়ি যত বেশি মানুষ সচেতন হবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা এই বাচ্চাগুলোকে সমাজের মূলস্রোতে আনতে পারব। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে এটাই আমাদের চেষ্টা।
>
> **মালিনী ভট্টাচার্য**
> *সদস্য, একমুঠো রোদ্দুর*

'একমুঠো রোদ্দুর' গ্রুপের সদস্য মালিনী ভট্টাচার্যর কথায়, 'এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে চাই। যত তাড়াতাড়ি যত বেশি মানুষ সচেতন হবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা এই বাচ্চাগুলোকে সমাজের মূলস্রোতে আনতে পারব। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে এটাই আমাদের চেষ্টা। আমরা চাই, সকলে অটিজম বিষয়টি জানুক ও বুঝুক।'

পদযাত্রায় ছিলেন এক অটিস্টিক শিশুর অভিভাবক অরুণাভ রায়। তাঁর কথায়, 'এটা একটা সাধারণ অসুখ। তবে অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে অবগত নন। অনেকেই ভাবেন, এটা কোনও সাইকোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার। যাঁরা এমন মনে করেন, তাঁরা আসল বিষয়টা জানেন না। তাঁদের সচেতন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

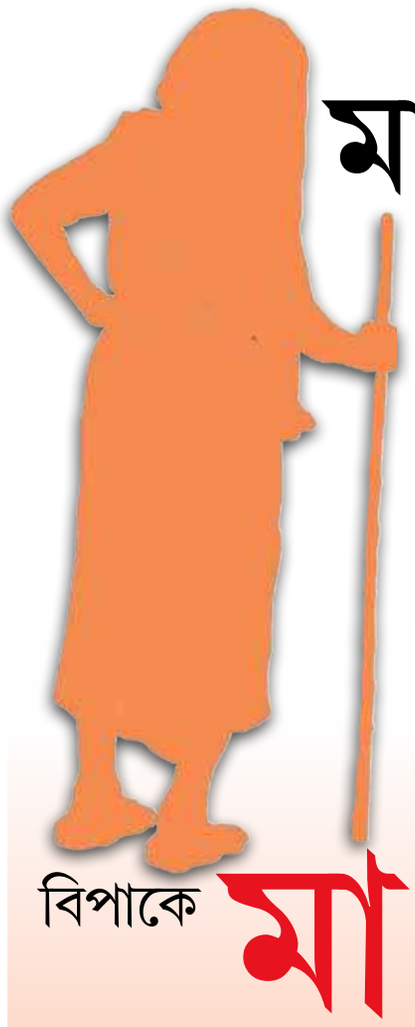

বুধবারের এই অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল অধ্যয়ন চক্রবর্তী, ঋদ্ধিমা পাল, ঐন্দ্রিলা গুহ, অরণ্য রায়দের মতো খুদেদের।

মাকে তাড়াতে ছেলের কৌশল

বিপাকে মা

- ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশা মণ্ডলকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে ছেলে
- নিজের বাড়ির গেটের সামনেই এখন এই হতভাগ্য মাকে রাত কাটাতে হচ্ছে
- মঙ্গলবার রাতে এনজেপি থানার পুলিশকে দেখে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায় ছেলে
- পুলিশের হুঁশিয়ারিতে জানায়, সকালে আশাদেবীকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে
- বুধবার সকালে পুলিশ আশাদেবীকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছালে দেখে গেটে তালা দেওয়া

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : বাড়ির সদর দরজায় ঝুলছে বিশাল তালা। পাত্তা নেই ছেলে-বৌমার। ফলে বুধবারও নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারলেন না ষাটোর্ধ্ব আশা মণ্ডল।

যে মা কোলেপিঠে করে বড় করেছেন, তাঁকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল গুণধর ছেলে। তবে পুলিশের ভয়ে মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল ছেলে। কিন্তু বুধবার সকালেই বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায় অভিযুক্ত অমর মণ্ডল। ফলে আশা মণ্ডল নামে ওই বৃদ্ধাকে তাঁর বাড়িতে ঢোকাতে ব্যর্থ হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আপাতত বাড়ি থেকে 'ফেরার' অমর। আশা মণ্ডলের আর্তি, 'আমি শুধু বাড়িতে ফিরতে চাই। কিন্তু ছেলে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না।' ছেলে-বৌমার এমন কীর্তিতে হতবাক শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

দিনকয়েক আগে আশা মণ্ডলকে বাড়ি থেকে তাঁর ছেলে বের করে দেন বলে অভিযোগ ওঠে। সে সময়ে বাধ্য হয়ে বাড়ির গেটের সামনে রাত কাটাতে হয় বৃদ্ধাকে। পুলিশকে পরিস্থিতির কথা জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়ি ফিরতে চেয়ে মঙ্গলবার পুলিশের দ্বারস্থ হন বৃদ্ধাও। মঙ্গলবার রাতেই এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশকে দেখেই পালিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায় ছেলে। সেসময় স্ত্রীকে সামনে এগিয়ে দেয়। কিন্তু সঙ্গে মহিলা পুলিশকর্মী না থাকায় পুলিশ আর বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি। বাইরে থেকেই গুণধর ছেলেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। তখন স্ত্রী দাবি করেন, বুধবার সকালে শাশুড়িকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে। তিনি যেখানে থাকতে চান, সেখানেই থাকবেন। কিন্তু বুধবার সকালে পুলিশ আশা মণ্ডলকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছালে দেখে, গেটে তালা ঝুলছে। স্থানীয়দের থেকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সকালেই ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে।

> আমি শুধু বাড়িতে ফিরতে চাই। কিন্তু ছেলে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না।
>
> **আশা মণ্ডল** *শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা*

এই পরিস্থিতিতে ফের পুলিশের দ্বারস্থ হন বৃদ্ধা। নিউ জলপাইগুড়ি থানায় গিয়ে ফের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি। অগত্যা পুলিশ বৃদ্ধাকে তাঁর মেয়েদের কাছে পাঠিয়ে ফিরে আসে। জানা গিয়েছে, মাঝেমধ্যেই বৃদ্ধাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত ছেলে। স্থানীয় কাউন্সিলারের হস্তক্ষেপে বেশ কয়েকবার ঘরে ঢুকতে পারেন বৃদ্ধা। তবে গুণধর ছেলের অভ্যাস বদলায়নি। অভিযোগ, এর আগে মাকে মারধর করে ছেলে। সেসময়ও পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছিল।

নেপালি বস্তির কুন্দপুর জঙ্গলের কাছে বাঁদরকে খাবার দিচ্ছে এক শিশু। ছবি : সূত্রধর

বিধায়কের চিঠি

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : রবিবার রামনবমীর দিন শহরের সমস্ত মদের দোকান ১২ ঘণ্টা বন্ধ রাখার দাবি ইতিমধ্যে তুলেছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। এবার একই দাবিতে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে চিঠি দিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'রামনবমীর দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহিরাগতরা মদ্যপান করে ঝামেলা করে। তাই পুলিশ কমিশনারের কাছে মদের দোকান বন্ধ রাখার আবেদন করা হয়েছে।' তবে এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

পুলিশের রুটমার্চ

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল : রামনবমীর আগে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বুধবার ইসলামপুর শহরে রুটমার্চ শুরু করেছে পুলিশ। থানা থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গি মোড়, তিনপুল মোড়, বাজার, হোটেলপট্টি, নিউটাউন রোড ও বাস টার্মিনাস হয়ে পুনরায় থানায় গিয়ে শেষ হয় রুটমার্চ। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আগাম পদক্ষেপ করেছে।

পাড়ায় পাড়ায়

শিলিগুড়ি

বেহাল সড়কে দুর্ভোগ

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহানিবস্তির একাধিক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তায় পিচের প্রলেপ উঠে যাওয়ায় রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকার রাস্তাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকলেও সেটা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অদতে কোনও উদ্যোগই নেই পুরসভার। যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুকদেব মাহাতো দাবি করেছেন, 'দ্রুতই রাস্তাগুলো সংস্কারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

চম্পাসরি রোড ধরে চেকপোস্টের কাছে যেতেই রাস্তার একধারে নেমে যায় সাহানিবস্তি এলাকা। এলাকায় ঢুকতেই রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা অলোকা শর্মা বলেন, 'রাস্তার পিচ উঠে যাওয়ায় সত্যি কথা বলতে এখন যাওয়া-আসায় সমস্যা তৈরি হয়েছে।' ওই মূল রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাগুলোর পরিস্থিতি আরও খারাপ। ওই রাস্তায় বাইক-স্কুটার যেতে গিয়ে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকার বাসিন্দা পার্বতী মাহাতো বলেন, 'শেষ কবে রাস্তাগুলোর সংস্কার হয়েছে মনে নেই। তবে রাস্তাগুলো যত দ্রুত সম্ভব সংস্কার করা প্রয়োজন।' সব মিলিয়ে রাস্তার সমস্যায় জর্জরিত সাহানিবস্তি এলাকা।

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : বেকারি বিরোধী দিবসে উত্তরকন্যা অভিযানে নেতা ও কর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটি। বুধবার প্রধাননগর নেতাজি মোড়ের সামনে থেকে শুরু করে হিলকার্ট রোড হয়ে চম্পাসারি মোড়ে এই প্রতিবাদ মিছিল শেষ হয়। প্রতিবাদ ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে জানানো হয়েছে দলের তরফে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মণ ঘোষ।

পাঁচ দুষ্কৃতী ধৃত

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : অপরাধ করার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল পাঁচ দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার রাতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। প্রত্যেকেই ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের গ্রেপ্তার করা হয় হায়দরপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকা থেকে। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্পিডব্রেকারই মাথাব্যথা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : বেপরোয়া গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বসানো সেই স্পিডব্রেকারই এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে শহরবাসীর। বিশেষত বেশ কিছু এলাকায় ভাঙা স্পিডব্রেকারের জেরেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ বাইকচালকদের অনেকের। শিলিগুড়ি শহরের আবাসিক এলাকা, স্কুল সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে। অথচ শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়া, টিকিয়াপাড়া, হায়দরপাড়া, গুরুংবস্তি, রথখোলা, ঘোগোমালি, প্রধাননগর সহ বিভিন্ন এলাকায় স্পিডব্রেকারগুলি ভেঙে গিয়েছে। এই ভাঙা স্পিডব্রেকারগুলি কখনো-কখনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল শান্তনু পালকে। তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়ি কলেজের সামনের রাস্তায় থাকা স্পিডব্রেকারটি ভেঙে গিয়েছে। ভাঙা স্পিডব্রেকারে আমার বাইক ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। আমার বাইকের পিছনেই একটা টোটো ছিল। বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। সব সময় গাড়ি চলাচল করছে। পড়ুয়ারা যাতায়াত করছে। এগুলো ঠিক করে দেওয়া উচিত।' টিকিয়াপাড়া বাজার থেকে উড়ালপুলে ওঠার পথেও একটি স্পিডব্রেকার ভেঙে পড়ে আছে। সেখানেই ভাঙা স্পিডব্রেকারে নবচন্দ্র পালের গাড়ি আটকে যায়। তাঁর কথায়, 'ভাঙা স্পিডব্রেকারের জেরে গাড়ির টায়ার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক জায়গাতেই এমন অবস্থা হয়ে রয়েছে। দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে।' ডাবগ্রাম এলাকাতেও ভাঙা স্পিডব্রেকারের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে বলে জানান অশোক সাহা নামে এক পথচারী। তিনি বলেন, 'সোজা চলতে চলতে ভাঙা স্পিডব্রেকারের জায়গা এড়াতে হঠাৎই আমার সামনের ব্যক্তি সাইড ঘেঁষে আমার দিকে চলে আসেন। হতচকিত হয়ে কোনওমতে সেসময় নিজেকে সামলে নিই।'

ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'কিছু এলাকায় পিডব্লিউডি স্পিডব্রেকার বসাচ্ছে। কিছু এলাকায় আমরাও স্পিডব্রেকার বসাচ্ছি। ভাঙা স্পিডব্রেকারগুলো ঠিক করার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি করা হবে।'

বেপরোয়া বাইকে দুর্ঘটনা বাড়ছে, আতঙ্ক

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল : বেপরোয়া বাইকের দাপটে রীতিমতো আতঙ্কিত ইসলামপুর শহরবাসী। রাজ্য সড়ক থেকে শুরু করে শহরের একাধিক মূল রাস্তায় বাইকের গতি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালকেও। বেপরোয়া বাইকে লাগাম কষতে স্পিডলেজার গান ব্যবহার সহ আরও কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে তিনি ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

ইসলামপুর শহর তৃণমূল যুব সভাপতি বিক্রম দাস এই ইস্যুতে ট্রাফিক পুলিশকে শীঘ্রই স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। বিক্রমের অভিজ্ঞতা, 'শহরে বেপরোয়া বাইকের দাপট মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছে।' ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি হরিপদ সরকার অবশ্য এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া নতুন করে সম্প্রসারিত রাজ্য সড়ক।

মঙ্গলবার রাতে রাজ্য সড়ক ধরে মিলনপল্লির দিকে যাচ্ছিলেন ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা হেমেন শিকদার। জরুরি কাজ সেরে বাড়ি ফিরবেন বলে স্ত্রীকে ফোনে জানিয়ে রেখেছিলেন। আচমকা এক তরুণ তীব্রগতিতে এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। অনেকটা দূরে হেমেন ছিটকে পড়েন। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে রাস্তা থেকে তোলেন। মাত্র দুই মাস আগে মোটা টাকা খরচ করে স্ত্রীর বড় অপারেশন বাইরে থেকে করে এসেছেন হেমেন। সেই ঋণ এখনও বোঝা হয়ে আছে। হেমেনের প্রতিক্রিয়া, 'বাঁ হাতের হাড় এমন করে ভেঙেছে যে প্লেট বসাতে হবে। সবমিলিয়ে চিকিৎসার খরচ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। অন্যের গতির নেশা আমায় শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করল। এর বিচার কে করবে?'

গতির শিকার

- মিলনপল্লি যাবার সময় মঙ্গলবার রাতে হেমেন শিকদারকে ধাক্কা মারে বাইক
- রাস্তা থেকে হেমেন ছিটকে পড়েন, আশপাশের লোকজন এসে তোলেন
- তাঁর বাঁ হাতের হাড় ভেঙেছে, চিকিৎসায় খরচ হবে প্রায় ৫০ হাজার টাকা
- প্রশ্ন উঠেছে, গতির নেশায় এই শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির দায় নেবে কে

ইসলামপুর থানায় বাইকের নম্বর সহ লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে হেমেন জানিয়েছেন। মিলনপল্লির বাসিন্দা সজল অধিকারীর কাহিনীও কার্যত একইরকম। সজলের প্রতিক্রিয়া, 'ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মাস দুয়েক আগে পায়ে চোট পেয়েছিলাম। পরীক্ষানিরীক্ষা ও ওষুধ নিয়ে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। ভুগেছি ১৫ দিন।' রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বরোট এলাকার সমর দাসের বক্তব্য, 'বেপরোয়া বাইকের কবলে পড়ে প্রাণে বেঁচেছি এই অনেক। দিন ১৫ আগে বরাতজোরে বেঁচেছি। প্রশাসনের অবিলম্বে নাগরিক স্বার্থে পদক্ষেপ করা উচিত।'

সম্প্রতি শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারিত হয়েছে। তারপর থেকে বেপরোয়া বাইকের দৌরাত্ম্য আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ। রাত বাড়তেই গতি পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে উঠতি প্রজন্মের একাংশের। তেমনি পুর টার্মিনাস থেকে নিউটাউন রোডে বেপরোয়া বাইকের দাপটে অতিষ্ঠ শহরবাসী। ইসলামপুর শহর তৃণমূল যুব সভাপতি বিক্রম বলেছেন, 'বেপরোয়া বাইকের দাপট নিয়ে আমরাও রীতিমতো উদ্বেগে আছি। শীঘ্রই ট্রাফিক পুলিশকে রাজ্য সড়ক সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় স্পিডলেজার গান নিয়ে নজরদারির দাবিতে স্মারকলিপি দেব। নাগরিকদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা কাম্য নয়।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। আমার নজরেও এসেছে। ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলব।' ডিএসপি ট্রাফিক বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আমি নতুন কাজে যোগ দিয়েছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি। এর বেশি এই মুহূর্তে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

শিকড় ধরেই শিখরে যাওয়ার চেষ্টা

বিমানবন্দরে পদ্ম চায় চিলারায়ের নাম

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২ এপ্রিল : রাজবংশী মন জয়ে এবার 'তাস' বিমানবন্দর। বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে উত্তরের মাটিতে পদ্ম ফোটাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরের সঙ্গে চিলারায়ের নাম জুড়তে তৎপর হল বিজেপি। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী কিনজারাপু রামমোহন নাইডুর কাছে বুধবার এমন দাবি পেশ করল দিল্লিতে থাকা বিজেপি বিধায়কদের প্রতিনিধিদল। কেন চিলারায়ের নামে বিমানবন্দরের নাম হওয়া উচিত, সেই যুক্তিও লিখিত আকারে মন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মনরা।

উত্তরবঙ্গের প্রায় এক কোটি ভোটারের মন পেতেই যে এই প্রচেষ্টা, তা বিজেপি বিধায়কদের পদক্ষেপেই স্পষ্ট। যদিও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বলছেন, '১৯৬০ সালে বিমানবন্দর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁরা জমি দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের। রাজবংশী শব্দ থেকেই বাগডোগরার নামকরণ। ফলে বিশ্ব মহাবীর চিলারায়ের নামে বাগডোগরা বিমানবন্দর নামকরণই যুক্তিযুক্ত। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

উত্তরবঙ্গের মাটিতে '১৯-এ বিজেপির উত্থানের মূলেই রয়েছে আদিবাসী ও রাজবংশীদের একচেটিয়া ভোট। যদিও সময়ের সঙ্গে নানা কারণে বিশ্বাসে 'চিড়' ধরেছে। যার প্রমাণ মিলেছে '২১-এর বিধানসভা ভোটের পর '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। ফলে নতুন করে রাজবংশীদের মন জয়ের চেষ্টা শুরু হয়েছে পদ্ম শিবিরের তরফে। এমনিতে যে 'চিঁড়ে ভিজবে না', তা ঠারেঠোরে বুঝতে পারছে বিজেপি নেতৃত্ব। যে কারণেই হঠাৎ বিজেপি বিধায়ক প্রতিনিধিদলের চিলারায়কে তুলে ধরার প্রচেষ্টা। যদিও আনন্দময়ের যুক্তি, 'তরাই রাজবংশী চেতনা মঞ্চ, বীর চিলা রায় সেনা, রাজবংশী জাগরণ মঞ্চের মতো একাধিক সংগঠন চিলারায়ের নামে

বাগডোগরা বিমানবন্দরের নামকরণ চেয়ে বারবার দরবার করছে। সংগঠনগুলির দাবি আমরা তুলে ধরেছি মন্ত্রীর কাছে।'

উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টি কেন্দ্রেই রাজবংশীদের কমবেশি প্রভাব রয়েছে। ফলে ভোট বৈতরণি পার হওয়ার ক্ষেত্রে রাজবংশীদের সমর্থন বড় ফ্যাক্টর। তাছাড়া শক্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছে প্রতিপক্ষ তৃণমূল। তাই বাগডোগরা বিমানবন্দরকে সামনে রেখে পালটা তাস ফেলতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

উল্লেখ্য, '২১-এর ভোটে উত্তরবঙ্গে ৩০টি আসন দখল করেছিল বিজেপি। পরবর্তীতে দিনহাটা কেন্দ্রে সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের ইস্তফা, আলিপুরদুয়ারের সুমন কাঞ্জিলাল ও রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণীর দলত্যাগ, ধূপগুড়ির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যু এবং '২৪-এর ভোটে মাদারিহাটের বিধায়ক থেকে মনোজ টিগ্গার সাংসদ হয়ে যাওয়া। উপনির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই পাঁচটি আসন তৃণমূল দখল করায় উত্তরবঙ্গে বিজেপির বর্তমান বিধায়কের সংখ্যা ২৫। এই সংখ্যাটি বাড়িয়ে নিতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

যদিও বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন নামকরণ নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই নানা দাবি উঠছে, যা নতুন মাত্রা পেয়েছে বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ শুরু হতেই। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। রাজ্যের সম্মতিতেই সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। এদিন আনন্দময়দের সে কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন বলে বিজেপি সূত্রেই খবর। বিজেপির এই তৎপরতায় কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূলও। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর প্রশ্ন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় ছয় বছর কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। মোদি জমানাও ১১ বছর হয়ে গেল। এতদিন মনে পড়েনি চিলারায়কে। এখন ভোট এসেছে বলে চিলারায়ের শরণ?'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ১০ বিধায়কের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে এবার সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিজেপির ১০ জন বিধায়ক। শিলিগুড়ির বিধায়ক ও রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দল সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার এবং অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠকে মূলত উত্তরবঙ্গের বিমান পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি উঠে আসে। বালুরঘাট ও মালদার বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বাগডোগরায় আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালুর দাবি তোলেন তারা। এছাড়া, অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে আরও বিমান পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্যও আবেদন জানান বিধায়করা।

শঙ্কর ঘোষ জানান, 'অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমরা বালুরঘাট বিমানবন্দর থেকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর পাশাপাশি সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ও কুয়ালালামপুরের জন্য বিমান পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়েছি। এছাড়াও জয়পুর ও সুরাতের সঙ্গে সরাসরি বিমান সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছি।' এছাড়াও, সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তারা।

পাহাড়ে উঠছে

প্রথম পাতার পর

এই সময় ডিম পাড়ে প্রজাপতি। আগুন লাগার কারণে প্রজাপতির ডিমের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। মূলত বিভিন্ন প্রজাতির সাপ এবং স্কিন্ক (টিকটিকির মতো দেখতে সরীসৃপ প্রাণী) আগুনের জেরে ঝলসে যাচ্ছে। বেশি কিছু পাখি যেগুলি গ্রাউন্ড বার্ড নামে পরিচিত সেগুলিরও ক্ষতি হয়েছে। এই তালিকায় ময়ূর, হটিটি ও বনমুরগি রয়েছে। মূলত ফেব্রুয়ারির শেষের দিক থেকে অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ে ডিম দিয়ে এরা। আগুনে তাদের ডিম পুড়ে গিয়েছে বলে আশঙ্কা। প্রচুর পাখিও মারা পড়েছে বলে আশঙ্কা।

সব থেকে বেশি সমস্যা হচ্ছে হাতিদের। বন দপ্তরের কর্মীরা আগুন লাগার পর জঙ্গলে ঘুরে দেখেছেন, জঙ্গলের ভেতর বিভিন্ন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে তৈরি জলের উৎসগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। এমনিতেই শুখা মরশুম, তার ওপর আগুনের জেরে তৈরি গরম এবং জলের উৎস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় হাতিরা সমতল ছেড়ে পাহাড়ের দিকে উঠছে। আগুনের জেরে গাছপালারও ক্ষতি হচ্ছে। তাই খাবার এবং জল কোনওটাই পর্যাপ্ত না পেয়ে এলাকা ছাড়ছে হাতিরা। একই অবস্থা হরিণ ও অন্য প্রাণীদেরও।

কেন আগুন লাগছে তার খোঁজ করতে গিয়ে বন দপ্তর বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ পেয়েছে। জঙ্গল সংলগ্ন একাধিক এলাকায় এখন আর বনবস্তিবাসীরা থাকেন না। বাইরের থেকে লোক এসে ওই জঙ্গলের আশপাশে আস্তানা করছেন। অভিযোগ, এদের একাংশ জঙ্গলে পাতা পোড়ানোর জন্য আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এরপর গাছ কেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং ভালো অংশ লগ হিসাবে বিক্রি করে দিচ্ছে। যারা জঙ্গলে গোরু চরাতে যাচ্ছে তারাও আগুন লাগাচ্ছে বলে বন দপ্তরের তদন্তে উঠে এসেছে। শালের জঙ্গলে শুকনো পাতা মাটিতে পড়লে সেই এলাকায় ঘাস জন্মাতে পারে না। তাই যারা গবাদিপশু চরাতে যাচ্ছে তারা আগুন লাগিয়ে পাতা পুড়িয়ে দিচ্ছে। সড়কের ধারে জঙ্গলে বিড়ি, সিগারেট থেকে আগুন লাগছে। সম্প্রতি গজলডোবা এলাকায় সরস্বতীপুরের জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ডের জায়গার আশপাশে মদের বোতলও মিলেছে।

বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও রাজা এম বলেন, 'আমরা সমস্ত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। যেমন নির্দেশিকা আসবে সেই অনুযায়ী কাজ হবে।'

তোলাবাজির অভিযোগে

প্রথম পাতার পর

ধৃতরা প্রত্যেকেই প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনায় দুটি বাইক ও একটি স্কুটিও বাজেয়াপ্ত করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাদের প্রত্যেককেই জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অভিযোগ, তোলাবাজির জন্য কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একটি দলও তৈরি করে ফেলেছিল দিলীপ বর্মনের গাড়ির চালক সানি থাপা। ওই দলটি মূলত মিলন মোড় এলাকাতেই গভীর রাতে তোলাবাজি চালাচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে মিলন মোড়ে গিয়ে হাতেনাতে ওই চক্রের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনায় অন্য সঙ্গীদের পাশাপাশি গ্রেপ্তার হয় দিলীপের গাড়ির চালক সানি থাপাও।

গোটা ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে বিষয়টি সামনে আসার পর মেয়র পারিষদের বক্তব্য, 'ওই চালক সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আমার গাড়ির দায়িত্ব সামলান। তারপর তিনি কী করতেন, সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আইন আইনের পথে চলবে।'

বছর দেড়েক আগে মিলন মোড় হয়ে চম্পাসারি রোড দিয়ে বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার যাওয়া নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছিলেন দিলীপ। সে সময়ে স্থানীয়দের পথ অবরোধের পেছনে তাঁরই ইন্ধন ছিল বলে জানা যায়। যদিও এবারে তাঁর গাড়ির চালকই সেই তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ায় ফের একবার প্রশ্নের মুখে পড়লেন দিলীপ।

আন্দোলন

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : হেলমেট না পরায় চারচাকার গাড়ির চালককে জরিমানা। পার্ক করার জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার পরেও নো পার্কিং জোন দেখিয়ে মামলা দায়ের। আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তির এমন 'ভূতুড়ে কাণ্ডে' এমনিতেই ক্ষোভ ছিল। এর মধ্যে গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সিকিম সরকার কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আন্দোলনের রাস্তায় নামলেন পাহাড়ি রাজ্যটির গাড়ির চালক এবং পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। নতুন কর কাঠামো প্রত্যাহার এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তি বাতিল করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের তরফে দিলারাম থাপা বলেন, 'নতুন যে ট্যাক্স চালু করা হয়েছে, তা অনেক বেশি। তাছাড়া নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর পরেও এআইয়ের গণ্ডগোলে মামলা দেওয়া হচ্ছে। এমন অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না।'

মদন তামাং হত্যা মামলা

শীর্ষ আদালতে অস্বস্তি বহাল বিমল গুরুংয়ের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : মদন তামাং হত্যা মামলায় অস্বস্তিতে বিমল গুরুং। ওই খুনের মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। বুধবারের শুনানিতে গুরুংয়ের আবেদনে সাড়া দেয়নি শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বিমল গুরুং বর্তমানে জামিনে রয়েছেন। নিম্ন আদালতে এখনও মামলাটি চলছে। সেই মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পরেই গুরুংয়ের আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

দার্জিলিংয়ে সভা করতে গিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় খুন হয়েছিলেন মদন তামাং। ২০১০ সালের সেই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুংয়ের। গত বছর মদন তামাং হত্যা মামলায় গুরুংকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত। হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ

হয়েছিলেন গুরুং। শুনানিতে তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, সিবিআই বা সিআইডি, কোনও তদন্তকারী সংস্থার চার্জশিটে বিমল গুরুংকে অভিযুক্ত করা হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে শুধু আপত্তিকর ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রাজনীতিতে নেতারা অনেক সময়ই এমন বক্তব্য রাখেন যা নিয়ে পরে বিতর্ক হয়। এটা কোনও বিরল ঘটনা নয়। এছাড়া বিমল তামাং যেদিন খুন হয়েছিলেন, সেদিন গুরুং ছিলেন কালিম্পংয়ে। তাঁকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন জানান আইনজীবী। সেই আবেদনে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট।

দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২ এপ্রিল : রেললাইনের ধার থেকে বুধবার এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত মনজুরা বেগমের (২২) বাড়ি কুশিয়ারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নৌকাট্টা গ্রামে। মৃতের বাবা মহম্মদ শাগখুঁয়ার জানান, তাঁর মেয়ে কিছুদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনের আরপিএফ পোস্টের ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর হৃদেশকুমার শর্মা জানান, ট্রেনের ধাক্কায় না অন্য কোনও কারণে এই মৃত্যু তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রস্তুতি

কিশনগঞ্জ, ২ এপ্রিল : রামনবমীর দিন কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার প্রস্তুতি শুরু করে দিল কিশনগঞ্জ জেলা প্রশাসন। এ ব্যাপারে বুধবার জেলা শাসক অমিত রাজের নেতৃত্বে একটি বৈঠক হয়। জেলার উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজন, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, রামনবমীর দিন শোভাযাত্রার প্রস্তুতিও শুরু করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। রুইধাসা ময়দান থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রা শেষ হবে ভূতনাথ গোশালার শিব মন্দির চত্বরে।

সম্পর্কের জটেই

প্রথম পাতার পর

এদিকে, রোহিত যে নাবালিকাকে বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় কোনওরকমে উঠিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তা দেখে ফেলেছিলেন অঞ্জলি মণ্ডল নামে এক প্রতিবেশী। অঞ্জলির কথায়, 'রোহিত যখন বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আসছিল তখন সে অচৈতন্য ছিল। রোহিতকে জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটির কী হয়েছে? রোহিত জানায়, মেয়েটি নেশা করে তার বাড়িতে চলে এসেছে। ওর মা ফোন করছে। তাই ওকে বাড়িতে দিতে যাচ্ছে।' মহিলার সংযোজন, 'মেয়েটির শরীর হলুদ হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির ভেতর তার পা ধরে আমি তুলে দিই। কিন্তু পরে যখন জানতে পারি যে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে তখন হতবাক হয়ে যাই।' স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, রোহিতের সঙ্গে নাবালিকার সম্পর্ক ছিল। ওই স্কুল ছাত্রী ছয় মাস ধরে রোহিতের বাড়িতে আসত, যা প্রতিবেশীরা ভালোভাবে নিতেন না। রোহিতের বাড়িতে একা আসতে মেয়েটিকে তাঁরা বারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শোনেনি বলে দাবি।

কিন্তু কী কারণে ওই নাবালিকাকে খুন করা হল, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রোহিত ওই নাবালিকার সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীন আরও একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। যা ওই নাবালিকা মেনে নিতে পারেনি। এনিয়েই দুজনের বিবাদ লেগেছিল। পুলিশের অনুমান, এদিন নাবালিকা রোহিতের বাড়িতে গেলে সেখানে মদের আসর বসে। সেখানে বিবাদ চলাকালীন ওই তরুণ স্কুল ছাত্রীকে গলা টিপে খুন করে থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। খুনের আগে নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কেননা, ওই তরুণের মুখে আঁচড়ের দাগ ও জামা ছেঁড়া ছিল। তরুণের হাত থেকে বাঁচতে আঁচড়ে মেয়েটি আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকতে পারে বলেও পুলিশ মনে করছে।

রোহিত তার মায়ের সঙ্গে জ্যোতির্ময় কলোনিতে থাকত। তার মা পরিচারিকার কাজ করেন। বাবা ৯ বছর আগে মারা গিয়েছেন। রোহিত এক মালিকের চারচাকার মালবাহী গাড়ি চালাত। ঘটনার পর তারা মা গা-ঢাকা দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, খুনের ঘটনায় অপর নাবালকের ভূমিকা কী ছিল? কেননা, প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই নাবালককে ঘটনাস্থলে দেখেননি। সে ঘটনার পর আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে নাবালকের মায়ের দাবি, 'আমি অসুস্থ, তাই মঙ্গলবার ছেলে সারাদিন রান্না থেকে শুরু করে সব ঘরের কাজ করেছিল। কিন্তু বিকালের দিকে রোহিত গাড়ি নিয়ে আসে। গাড়িতে আর কয়েকজন মহিলা ছিল, যারা নাবালিকার আত্মীয়। ওই গাড়িতে করে ছেলে চলে যায়। পরে শুনি তাকে পুলিশ ধরেছে। আমার ছেলে নির্দোষ।'

বুধবার অভিযুক্তদের জলপাইগুড়ি আদালতে তুলে পুলিশ দশদিনের জন্য হেপাজতে নেয়। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিজেপির তরফে এনজেপি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মঙ্গলবার রাতেই রোহিতের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তেজিত জনতা রোহিতের বাড়ির সামনে জড়ো হয়। এতে প্রতিবেশীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে পুলিশ থাকায় অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

গরহাজিরা টের পেল স্ট্যান্ডিং কমিটি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : চিকিৎসকের সংখ্যা এমনিতেই কম। তার ওপর অনেক চিকিৎসক নিয়মিত আসেন না। ফলে দীর্ঘ বছর ধরে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। বুধবার বিধানসভার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ স্থায়ী সমিতির বৈঠকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই সমস্যার কথা তুলে ধরলেন এখানকার চিকিৎসদের একাংশ। কার্ডিয়াক, নিউরোলজি, নেফ্রো বিভাগে চিকিৎসক সংখ্যা যথেষ্ট কম। তার মধ্যে অনেক চিকিৎসক নিয়মিত না আসায়, কী ধরনের সমস্যা হয়, তা স্থায়ী সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাঝির সামনে তুলে ধরেন উপস্থিত চিকিৎসকদের অনেকেই। চিকিৎসকদের গরহাজিরার বিষয়টি নজর এড়ায়নি স্থায়ী সমিতির। কেননা, পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও নেফ্রো সহ অনেক বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক, চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন না।

চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির পাশাপাশি শিশুসাথী প্রকল্প চালু না হওয়া, স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা না পাওয়া, রেফারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যার কথাও বৈঠকে উঠে এসেছে। যা স্থায়ী সমিতির তরফে রিপোর্ট আকারে বিধানসভায় তুলে ধরা হবে। স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য বিজেপির বিধায়ক সৌমেন রায় বলেন, 'মেডিকেলের পরিকাঠামোগত সমস্যা কোথায় রয়েছে, লোকবল কোথায় প্রয়োজন তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। সমস্যা সমাধান কোন পথে হবে, তা নিয়ে কথা না বলে শুধু নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলেছে। যা দুর্ভাগ্যজনক। আশা করি পরবর্তী বৈঠকে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কথা হবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং।

> চিকিৎকদের প্রথম কয়েক বছর নিজেদের জেলাতে যাতে পোস্টিং দেওয়া যায়, তা নিয়ে কাজ করছি। এমনটা হলে কাজে আসার সমস্যা কিছুটা হলেও কমবে বলে আমার বিশ্বাস।
>
> **নির্মল মাঝি**
> স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান

বৈঠকে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির বিষয়ে নির্মল মাঝি বলেন, 'চিকিৎকদের প্রথম কয়েক বছর নিজেদের জেলাতে যাতে পোস্টিং দেওয়া যায়, তা নিয়ে কাজ করছি। এমনটা হলে কাজে আসার সমস্যা কিছুটা হলেও কমবে বলে আমার বিশ্বাস।' নিউরোসার্জারি, কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের উন্নতির আশ্বাস দেন তিনি। জানান, মেডিকেলের জঞ্জাল অপসারণের বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়রের সঙ্গে কথা বলবেন। বৈঠকে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক জেলার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট স্থায়ী সমিতির সামনে তুলে ধরেন। যেখানে মেডিকেল থেকে অন্যত্র রেফার, নাবালিকাদের গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যার কথা রয়েছে। চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্তর দাবি, 'প্রসূতিমৃত্যুর ঘটনা অনেক কমেছে। তবে উত্তরবঙ্গে শিশুসাথী প্রকল্প চালু না হওয়ায় শিশুদের হার্টের অস্ত্রোপচার বিনামূল্যে করা যাচ্ছে না। এজন্য শহরের নার্সিংহোমের সঙ্গে চুক্তি করার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি নাবালিকাদের গর্ভবতী হওয়া আটকাতে আরও বেশি প্রচার প্রয়োজন।' বৈঠকে ছিলেন সমিতির সদস্য ডাঃ রাজা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রদীপ বর্মা, সৌমেন রায় ও খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, মেডিকেলের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক।

বায়ুসেনার প্রবেশিকায় প্রথম তানিশ

জয়গাঁ, ২ এপ্রিল : বায়ুসেনার প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন জয়গাঁর বাসিন্দা তানিশ গোয়েল। বছর চব্বিশের ওই তরুণ ছোট থেকে পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এবার তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। তানিশের এই সাফল্যে তাঁর পরিবার সহ জয়গাঁর বাসিন্দারাও খুশি। এরপর ভারতীয় বায়ুসেনায় ফ্লাইং অফিসার হিসেবে তিনি নিযুক্ত হবেন।

তানিশ এতদিন হরিয়ানাতে পাইলট হওয়ার বিশেষ কোর্সে পড়াশোনা করছিলেন। পাশাপাশি বায়ুসেনাতে যোগ দেওয়ার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অনলাইনে প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। দুইদিন আগে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বুধবার রাতে তিনি জয়গাঁয় ফিরেছেন। তানিশের কথায়, 'ভারতীয়

বায়ুসেনার পাইলট হওয়ার স্বপ্নপূরণ হওয়াটাই আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পড়াশোনা করার সময় আমি কোনওভাবেই নিজের ওপর বিশ্বাস হারাইনি। সমানে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি।'

তানিশের বাবা কমল গোয়েল জয়গাঁর এক ব্যবসায়ী। মা মঞ্জু গোয়েল তাঁকে স্বপ্নপূরণে ভরসা জুগিয়েছেন। তানিশের দুই দিদি দিল্লিতে রয়েছেন। তাঁরা পেশায় সিএ। তানিশ জয়গাঁর এক বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তারপর পাইলট হওয়ার জন্য বিশেষ কোর্সে পড়তে তিনি হরিয়ানায় চলে গিয়েছিলেন।

ছেলের এই অভাবনীয় সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে এদিন কমলের চোখ ভিজে আসে। তিনি বললেন, 'আমি প্রথমে ছেলেকে আমার ব্যবসায় যোগ দিতে বলেছিলাম। কিন্তু ও ছোট থেকেই পাইলট হতে চেয়েছিল। আজ সত্যি ছেলে নিজের স্বপ্ন পূরণ করেছে।'

তানিশকে দেখে সীমান্ত এলাকার অনেক ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখার সাহস পাবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। এদিন রাতে শহরে ফেরার পরেই জয়গাঁ ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে তানিশকে সংবর্ধনা জানিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে।

পাশ ওয়াকফ বিল

প্রথম পাতার পর

মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং ওয়াকফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

বিরোধীরা পালটা বিলটিকে সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী আখ্যা দেয়। সেই যুক্তি খণ্ডন করে অমিত শা বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের নিয়োগের বিধান নেই এবং সরকারও এমন কোনও পরিকল্পনাও করছে না।' তাঁর আশ্বাস, মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ হবে না। বিরোধীরা ভোটব্যাংকের রাজনীতি করতে এই বিলের বিরোধিতা করছে।'

রিজিজুও দাবি করেন, 'সরকার কোনও মসজিদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করছে না। ওয়াকফ বোর্ডের সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নেই, এটা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়। মুসলমানদের ভালোর জন্য ওয়াকফ বিল।' কংগ্রেসের গৌরব গগৈ পালটা বলেন, 'এই বিল সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আঘাত করবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংকুচিত করবে।' তাঁর কথায়, 'এই বিলে সংবিধানকে দুর্বল, সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব এবং সামাজিক বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে কেন্দ্র।'

যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) সুপারিশে বিলটি পেশ হলেও, বিরোধীদের কোনও সংশোধনী গৃহীত হয়নি। লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি ছিল, 'ওয়াকফ সম্পত্তি মূলত রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। তাহলে কেন্দ্র কীভাবে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে এই বিল আনতে পারে? এটা রাজ্যের এক্তিয়ারে স্পষ্ট অনুপ্রবেশ। এই বিল মুসলিমদের ধর্মপালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে।'

ভাষণের শুরুতে কল্যাণ মহম্মফ রফির বিখ্যাত গান 'তু হিন্দু বনেগা না মুসলমান বনেগা...ইনসান কি অওলাদ হ্যায় ইনসান বনেগা' উচ্চারণ করেন। তাঁর সাফ কথা, সরকার এই বিল পাশ করিয়ে ওয়াকফের সমস্ত সম্পত্তির দখল নিতে চায়। উদাহরণ হিসাবে কল্যাণ বলেন, 'রাজস্থানে সরকার এককভাবে ওয়াকফ বোর্ডের ৮০ শতাংশ সম্পত্তি দখল করে রয়েছে।'

'ইন্ডিয়া' জোট মঙ্গলবারই ওয়াকফ সংশোধনী বিলের যৌথভাবে বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব সরকারি জমি বিক্রির প্রসঙ্গ তুলে জানতে চান, 'অরুণাচলে ভারতের জমিতে চিন বাস শুরু করলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিছু বলছেন না কেন? রেলের জমি কি বিক্রি করা হচ্ছে না?' ডিএমকের সাংসদ এ রাজা সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'যদি এই বিল সংখ্যালঘুদের স্বার্থে হয়ে থাকে, তবে ট্রেজারি বেঞ্চের কোনও মুসলিম সাংসদ কেন বিলটি উপস্থাপন করলেন না?'

মায়ের ওড়নায় ঝুলন্ত দেহ কিশোরের

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ এপ্রিল : নতুন সাইকেল কিনে দেওয়ার আবদার করেছিল মায়ের কাছে। মা আশ্বাসও দিয়েছিলেন কয়েকদিন পরেই দেবেন বলে। কিন্তু তাতেই অভিমান। মঙ্গলবার রাতে শোয়ার ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল শুভমের দেহ। পরিবারের তরফে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন শুভম রায় (১৪)-কে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ধাপগঞ্জ এলাকায় এমন ঘটনায় পরিবারের সকলে তো বটেই, প্রতিবেশীরাও হতবাক।

পারিবারিক সূত্রেই জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে সরকারি ছুটি থাকায় সারাদিন বাড়িতেই ছিল শুভম। পড়াশোনা-খেলাধুলো, খুনশুটির মধ্যেই মায়ের কাছে আবদার করেছিল নতুন দামি সাইকেলের। মা কথা দিয়েছিলেন কিনে দেওয়ার। জেদ করলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি ও শুভমের দিদি মিলে বাবাকে সাইকেল কিনে দেওয়ার বিষয়টি জানাবেন। তবে, কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন মা।

শুভমের বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি। নিম্নবিত্ত পরিবারের আর্থিক টানাটানি চলছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে দামি সাইকেল কিনে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারেনি শুভম। পরিবার ও পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, সেই রাতেই মায়ের ওড়না জড়িয়ে আত্মহত্যা করে সে।

বুধবার ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, শুভমের শোকে মূর্ছা যাচ্ছেন মা-বাবা, দিদি সহ পরিবারের সকলেই। শুভমের মা পম্পা রায় কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'আমি তো বলেছিলাম, তোকে সাইকেল কিনে দেব। কেন এমন করলি? কী নিয়ে থাকব এখন? ও চঞ্চল ছিল। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটাবে তা কী করে

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা।

বুঝব? বাবা তুই ফিরে আয়।'

পরিবারের সকলেই জানান, মঙ্গলবার শুভম মায়ের কাছে সাইকেল কিনে দেওয়ার বায়না করার পর বিকেলে দিদির পুরোনো সাইকেল নিয়েই পাড়ায় খেলতে বের হয়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেও সে স্বাভাবিকই ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে পড়তেও বসেছিল। রাতে খাবার বেড়ে ভাইকে ডাকতে যায় দিদি। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখে ভাইয়ের ঝুলন্ত দেহ। পরিবারের সকলে দরজা ভেঙে তড়িঘড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি।

এদিনও ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল শুভমের বইগুলো। বারান্দায় পুরোনো সাইকেল। শুভমের পিসেমশাই বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'একটু সময় দিল না। যেদিন চাইল সেদিনই সব শেষ। আমাদের মতো পরিবারের কাছে হঠাৎ করে নতুন সাইকেল কেনা অসম্ভব। ওর মাথায় এমন ভাবনা এল কোথা থেকে, ভাবতেই পারছি না।'

ধাপগঞ্জে শুভমের গোটা পাড়ায় এদিন শোকের ছায়া। বুধবার তার দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। এমন ঘটনা প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ স্বস্তিশোভন চৌধুরী বলেন, 'অভিভাবকদের আরও দায়িত্ববান হতে হবে। কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে ছোটদের চাহিদার তালিকা বেড়ে চলেছে। তবে, এক্ষেত্রে এমন হতে পারে বাকি বন্ধুদের দামি সাইকেল দেখে ওই ছেলেটিরও ইচ্ছে জেগেছিল। কিন্তু পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

শুভমের পরিণতিতে আশপাশের সকলেই যতটা শোকস্তব্ধ, ততটাই বিস্মিত। সন্তানের চাহিদা ও তা না পেলে ভয়ংকর কিছু করে বসার প্রবণতা আশঙ্কা বাড়িয়েছে তাঁদের মনে।

পাশ সঞ্জু ■ ১০ এপ্রিল যোগ দিতে পারেন আকাশ

প্রত্যাবর্তনে সময় লাগবে বুমরাহর

মুম্বই, ২ এপ্রিল : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ১৫১ ওভার বোলিং করার জের। পিঠের চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। এবার আইপিএল প্রত্যাবর্তনেও সময় লাগবে টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহর।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বুমরাহ পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবেন। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বোলিংও শুরু করেছেন বুমরাহ। সেই ভিডিও কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে এসেছিল। কিন্তু নতুন রিপোর্টের মতে, যতটা ভাবা হয়েছিল তারচেয়েও বেশি গুরুতর বুমরাহর চোট। ফলে বোলিং শুরু করলেও ম্যাচ ফিট হতে সময় লাগবে বুমরাহর। যারজন্য টিম ইন্ডিয়ার বোলিংয়ের প্রধান ভরসা বুমরাহকে নিয়ে তাড়াহুড়োয় রাজি নয় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

বোলিং করলেও জসপ্রীত বুমরাহ এখনও ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাননি বলে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স সূত্রের খবর।

বড় চিন্তা

বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বুমরাহর চোট বেশ গুরুতর। মেডিকেল টিমও ওকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না। তাতে আবার স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বুমরাহর চোট বেশ গুরুতর। মেডিকেল টিমও ওকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না। তাতে আবার স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বুমরাহ নিজেও এই ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বোলিং শুরু করেছে বুমরাহ। কিন্তু ম্যাচ ফিটনেস পেতে ওর আরও কিছুদিন সময় লাগবে। বুমরাহ কবে মাঠে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে, এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এপ্রিলের মাঝামাঝি মাঠে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে ওর।

সেক্ষেত্রে আইপিএলের প্রথম পর্বে বুমরাহকে দেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আইপিএলের পর ৫ টেস্টের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ফলে সেই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে যাতে ১০০ শতাংশ ফিট বুমরাহকে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ও নিশ্চিত করতে চাইছে বিসিসিআই।

অস্ট্রেলিয়া সফরে বুমরাহর মতো আরেক পেসার আকাশ দীপও পিঠে চোট পেয়েছিলেন। আপাতত তিনি সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব সারছেন। তবে আশার খবর, বাংলা রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশ ১০ এপ্রিলের মধ্যে লখনউ সুপার জায়েন্টস শিবিরে যোগ দিতে পারেন।

সুখবর রাজস্থান রয়্যালসের জন্য। সঞ্জু স্যামসনের উইকেটকিপিং ও নেতৃত্বে ফিরতে আর কোনও সমস্যা থাকছে না। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে তিনি উইকেটকিপিংয়ে ফেরার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, 'সঞ্জু সম্পূর্ণ ফিট। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ও ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করেছে।' শনিবার নিউ চণ্ডীগড়ে রাজস্থানের ম্যাচে রয়েছে পাঞ্জাব কিংসের। সঞ্জু সেই ম্যাচেই রিয়ান পরাগের থেকে দলের নেতৃত্বভার তুলে নিতে পারবেন।

জামশেদপুরকে নিয়ে সতর্ক বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ এপ্রিল : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পরই ঘরের মাঠে এবারের আইএসএলে সবথেকে সফল দল কারা?

উত্তরটা যে খুব সহজ তা নয়। কারণ অনেক হেভিওয়েট দলকে পিছনে ফেলে এই তালিকার দুই নম্বর দলটার নাম জামশেদপুর এফসি। বিদেশি কোচ, নামীদামি ফুটবলার সমৃদ্ধ দলগুলিকে নিয়ে যখন সমর্থকদের হইচই তখন তারই মধ্যে নিঃশব্দে নিজেদের কাজটা করে গিয়েছেন খালিদ জামিল ও তাঁর ছেলেরা। ঝাড়খণ্ডের মানুষ সাংঘাতিক ফুটবল-ভক্ত, এমন পরিচয় সারা দেশের কাছে তেমন নেই। কিন্তু জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ম্যাচের সময় দেখা যায়, অনেক ফুটবল পাগল জায়গা বলে পরিচিত স্টেডিয়ামের থেকে ভরাট গ্যালারি। প্রতি ম্যাচে এক চিত্র। তাসা, ড্রাম, ভেঁপু নিয়ে এসে সারাটা সন্ধে জাভি হার্নান্ডেজ-প্রণয় হালদারদের জন্য একসঙ্গে গলা ফাটাচ্ছেন টাটা গ্রুপের এলিট অফিসার ও তাঁর পরিবার থেকে সম্পূর্ণ দেহাতি ঝাড়খণ্ডি মানুষ। আর এসবেরই মিলিত ফসল জামশেদপুরের সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়া। তাই ম্যাচটা যে মোটেই সহজ হবে না, একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না লিগ-সেরা দল মোহনবাগানের কোচ-ফুটবলার থেকে ম্যানেজমেন্টের লোকজন কারও। এমনকি এক ক্লাবকর্মী এদিন বলছিলেন, 'আরে আমাদের সমর্থকরা এখন থেকে ফোন করছে, একটা ফাইনালের টিকিট দিও না বলে! এরা বুঝতেই পারছে না, সেমিফাইনালটা কী অসম্ভব কঠিন হতে চলেছে আমাদের জন্য।' আসলে মূল চিন্তার কারণ হল, দলে আপুইয়া ও মনবীর সিংয়ের না থাকা। দুইজনকেই কলকাতায় রেখে দল পৌঁছে গেল জামশেদপুরে। ফলে মাঝমাঠ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেই হচ্ছে বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে। সম্ভবত অনিরুদ্ধ থাপাই খেলবেন আপুইয়ার জায়গায়। তবে মনবীরের পরিবর্তে রাইট উইংয়ে সাহাল আব্দুল সামাদকে খেলাবেন কিনা সেটা পরিষ্কার নয়।

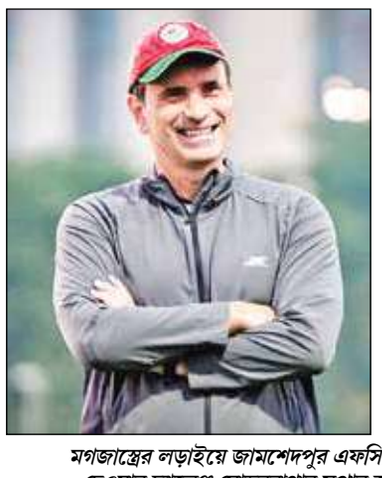

মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে জামশেদপুর এফসি-র কোচ খালিদ জামিলকে (ডানে) টেক্কা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার।

আইএসএলে আজ

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল (প্রথম লেগ)

জামশেদপুর এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** জামশেদপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার।

খালিদের ওই 'পার্ক দ্য বাস বা 'শাট দ্য ডোর'-এর স্ট্র্যাটেজি এখন সবার জানা। ডিফেন্সে অন্তত সাত-আটজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে কাউন্টার অ্যাটাকে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টা। তিনিও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, 'আমরা সদর্থক মানসিকতা নিয়ে নামছি। বিশেষ করে আমরা যেহেতু ঘরের মাঠে খেলব, তাই জয়ের কথা ভাবতেই পারি। তবে মোহনবাগান সত্যি দারুণ দল।' তাঁর স্ট্র্যাটেজিতে বিরাট ভূমিকা থাকে স্টিফেন এজের। প্লে-অফের ম্যাচে যাঁকে যোগ্য সংগত করে বহুদিন পর আলোচনায় প্রণয়। যা ভাঙার চেষ্টা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন বাকি কোচরা। কিন্তু সেটা কখনও সম্ভব হচ্ছে, কখনও হচ্ছে না। যেমন মোহনবাগান ওখানে খেলতে গিয়ে ম্যাচ ড্র করে ফিরে এসেছিল বিশ্রিভাবে এজের একক চেষ্টায় করা গোল খেয়ে। তবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের গলার জোর অনেক বেশি। তাছাড়া যুবভারতী ক্রীড়াঙনে ম্যাচের সময়ে লাল কার্ড দেখে ডাগআউটে ছিলেন না খালিদ স্বয়ং। তাই কলকাতার ম্যাচ দাপটে জেতে

দলের সঙ্গে গেলেন না আপুইয়া-মনবীর

মোহনবাগান। শুধু স্ট্র্যাটেজিই নয়, মাঠের বাইরে ডাগআউটে প্রতিপক্ষকে উত্ত্যক্ত করার খেলাতেও পটু খালিদ। তাঁর সেই ফাঁদে পা দিয়ে বিপদে পড়েছে বহু দল। এই প্রসঙ্গ উঠতেই অবশ্য মোলিনার মুখে মুচকি হাসি। কূটনীতিক ভঙ্গিতে বলে দিলেন, 'আমরা আগে তো ওদের ওখানে খেলেছি। তেমন কিছু তো হয়নি। আর তাছাড়া খালিদ ওর দলের ভালোর জন্য যা যা করা দরকার, সেসব তো করবেই। আমরা মাঠে ওদের বিপক্ষে লড়াই করতে প্রস্তুত। মাঠের বাইরে ওদের প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল।' মুখে যাই বলুন না কেন, খালিদের ওই ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য যে মোলিনা ছেলেদের সতর্ক করবেন, সেটা নিশ্চিত।

লোকেশ পর্ব ফেরার আশঙ্কা

২৭ কোটির চাপে হাঁসফাঁস ঋষভ

পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারের পর লখনউ সুপার জায়েন্টস কর্ণধারকে দেখা যায় মাঠের মধ্যেই কথা বলছেন ঋষভ পন্থের সঙ্গে।

লখনউ, ২ এপ্রিল : সাতাশ কোটি কি ক্রমশ গলার কাঁটা?

প্রথম তিন ম্যাচের পর লখনউ সুপার জায়েন্টস-ঋষভ পন্থ মধুচন্দ্রিমায় সিঁদুরে মেঘ। মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংসের কাছে ঘরের মাঠে লজ্জাজনক হারের পর সুর চড়ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারানোর পর বুকে টেনে নিয়েছিলেন ঋষভকে। পাঞ্জাব ম্যাচের পর উলটো ছবি। মঙ্গলবার রাতে ম্যাচ শেষে ঋষভের সঙ্গে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার উত্তেজিত কথাবার্তা গত বছরের লোকেশ রাহুল পর্বের স্মৃতি উসকে দিয়েছে। তাহলে এবার কি লোকেশের হাল হতে চলেছে ঋষভের। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্টের গুডবুক থেকে 'বাদ'। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি।

চাপটা আরও বাড়ছে মেগা লিগের চলতি ব্যর্থতায়। ০, ১৫, ২ -তিন ম্যাচে আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারের অবদান। সঙ্গে দলের ব্যর্থতা আগুনে ঘি ঢালছে। আশঙ্কা, এভাবে আরও কয়েকটা ম্যাচ চলতে থাকলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা।

কারও মতে, ২৭ কোটি টাকার চাপ সামলানো সহজ নয়। গতবার সর্বাধিক ২৩ কোটির দর পাওয়া মিচেল স্টার্ককে প্রথম কয়েকটা ম্যাচে অঙ্কের ভূত তাড়া করেছিল। এবার সেই জায়গায় কি ঋষভ? সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না পুরোপুরি। ম্যাচের পর ঋষভের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধারের উত্তেজক কথাবার্তা। তার পাশে প্রতিপক্ষ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের পিঠ চাপড়ে দেওয়া নিয়েও হাজারো মিম ঘুরপাক খাচ্ছে।

কোথাও মজা করে লেখা হয়েছে, 'স্যামের শিকার আমি (পড়ুন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা)। ২৭ কোটি দিয়ে যে জিনিস পাব আশা করেছিলাম, তা পাইনি। ভুল জিনিস দেওয়া হয়েছে!' ঋষভকে খোঁচা মারতে ছাড়েনি পাঞ্জাব কিংসও। গত বছর নিলামের পর এক সাক্ষাৎকারে ঋষভ বলেছিলেন, ভাগ্যিস পাঞ্জাবে যেতে হয়নি! টেনশনে ছিলেন। ঋষভের দলকে দুরমুশ করার পর পালটা খোঁচা দিতে ছাড়েনি টিম পাঞ্জাব। ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ঋষভকে উদ্দেশ্য করে, 'নিলামেই টেনশনে ইতি পড়ে গিয়েছিল।'

হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋষভ মূলত ব্যাটিংকে দুষেছেন। জানান, ২০-৩০ রান কম হয়েছে পাঞ্জাব ম্যাচে। পিচ, পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। আশাবাদী, পরের ম্যাচে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারবেন তাঁরা। কিন্তু শুধু কথায় যে চিঁড়ে ভিজবে না, তা পরিষ্কার। অর্শদীপ সিংয়ের বলে মিচেল মার্শের গোল্ডেন ডাকের পর মিডল অর্ডারে যে তৎপরতা দেখানো উচিত ছিল, তা ঘটেনি। নিকোলাস পুরান, আয়ুষ বাদোনি ছাড়া বাকিরা ব্যর্থ দলকে ভরসা জোগাতে। তালিকার শীর্ষে স্বয়ং ঋষভ। শুধু গেমচেঞ্জার ঋষভ নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য নিঃসন্দেহে যা সঠিক বিজ্ঞাপন নয়।

পিচ নিয়ে ক্ষুব্ধ জাহির

লখনউ, ২ এপ্রিল : ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ থেকেই তিনি টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডারে 'আনসাং হিরো'। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও চার নম্বরে নেমে নিজের কাজ নিঃশব্দে করে গিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। চলতি আইপিএলে শ্রেয়সের নেতৃত্বে ছুটছে পাঞ্জাব কিংস। ব্যাট হাতে শ্রেয়সও দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৯৭-এর পর মঙ্গলবার ম্যাচ জেতানো ৫২-চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত শ্রেয়সকে বিপক্ষের বোলাররা আউট করতে পারেননি। দলের টানা দ্বিতীয় জয়ের পর পাঞ্জাব কিংস কোচ রিকি পন্টিং অধিনায়ক শ্রেয়সকে 'রোলস রয়েস' আখ্যা দেন।

ব্যাট হাতে তাণ্ডব দেখান প্রভসিমরন সিং। পরে নেহাল ওয়াধেরাকে নিয়ে অধিনায়কোচিত ইনিংসে শ্রেয়স

শ্রেয়স রোলস রয়েস : পন্টিং

ম্যাচ শেষ করে আসেন। আইয়ারে মুগ্ধ পন্টিং বলেছেন, 'স্কিপার (শ্রেয়স) আবার সহজ এনে দিল আমাদের। ও অনেকটা রোলস রয়েসের মতো। শ্রেয়স ইনিংসের বেশিরভাগ সময়টা তৃতীয় গিয়ারে গাড়ি চালাল। ম্যাচের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখল। দলকে গাইড করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিল। দল এটাই ওর থেকে আশা করে। শ্রেয়স নিজের কাজ সুন্দরভাবে করে চলেছে প্রতি ম্যাচে।'

গতবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স। পন্টিং দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এবার শ্রেয়স-পন্টিংয়ের জুটি পাঞ্জাব শিবিরকে ট্রফির আশা দেখাচ্ছে। পন্টিং যদিও বলছেন, 'দল ছন্দে রয়েছে ঠিকই। কিন্তু লম্বা লিগে অনেককিছুই হতে পারে। তাই এখনই ট্রফি নিয়ে ভাবার কোনও মানেই হয় না। একটা পরিবার হিসেবে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। দলে উন্নতির অবকাশ এখনও রয়েছে।'

পাঞ্জাবের জয়ের মঞ্চ অবশ্য গড়ে দিয়েছিল অর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং। বোলারদের প্রশংসা করে পান্টার (পন্টিংয়ের ডাকনাম) বলেছেন, 'অর্শদীপ প্রথম ওভারে ৩ রান দিল। লকি ফার্গুসনও পাওয়ার প্লে-তে খুব বেশি রান খরচ করেনি। ম্যাক্সি (গ্লেন ম্যাক্সওয়েল), জানসেনরাও যোগ্য সঙ্গ দিয়েছে। দলগত প্রচেষ্টার সুফল পাচ্ছি আমরা।' প্রভসিমরনের বিস্ফোরক ইনিংসে মুগ্ধ পন্টিংয়ের কথায়, 'প্রভসিমরন রোজ দিন উন্নতি

শ্রেয়সকে অভিনন্দন ঋষভের।

করছে। ওর মধ্যে শেখার বাড়তি আগ্রহ রয়েছে। গতকাল আবার ও নিজের প্রতিভার পরিচয় রাখল।'

অন্যদিকে, লখনউয়ের মেন্টর জাহির খান পিচ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। হারের হতাশা নিয়ে তিনি বলেছেন, 'মনেই হল না, ঘরের মাঠে খেললাম। হোম ম্যাচে পিচের সুবিধা কিছুটা পাওয়া উচিত। কিন্তু সেটা না হওয়ায় আমি হতাশ। প্রতিটি দলই হোম ম্যাচে অল্পবিস্তর পিচের সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু লখনউয়ের কিউরেটার হয়তো ভুলেই গিয়েছিল আমরা ঘরের মাঠে খেলছি। মনে হল যেন, পাঞ্জাব কিংসের কিউরেটার এসে পিচ বানিয়েছে।'

মুম্বই ছেড়ে গোয়ায় যশস্বী

মুম্বই, ২ এপ্রিল : আইপিএলের মাঝেই দলত্যাগ বাঁহাতি ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের! এতদিন রনজি ট্রফিতে তিনি খেলতেন মুম্বইয়ের হয়ে। সদ্যসমাপ্ত রনজিতেও মুম্বইকরদের হয়ে খেলেছেন। আসন্ন মরশুমে তিনি আর মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন না। এবার গোয়ার জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে এই বাঁহাতি ওপেনারকে। আপাতত যশস্বী রাজস্থানের হয়ে আইপিএল খেলতে ব্যস্ত রয়েছেন। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তা বলেছেন, 'যশস্বী আমাদের কাছে এনওসি চেয়েছে। গোয়াতে খেলার সিদ্ধান্তটা ওঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়।' অতীতে অর্জুন তেন্ডুলকার, সিদ্ধেশ লাড সহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার মুম্বই ছেড়ে গোয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন হতে চলেছেন যশস্বী।

যশস্বীকে স্বাগত জানিয়ে গোয়া ক্রিকেট সংস্থার সচিব শাম্ব দেশাই বলেছেন, 'যশস্বী আমাদের হয়ে খেলতে চায়। ওকে স্বাগত জানাচ্ছি। পরের মরশুম থেকে গোয়ার হয়ে খেলবে।' এই বাঁহাতি ওপেনার গোয়ার অধিনায়কত্ব করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে শাম্ব দেশাই বলেছেন, 'আমরা চেষ্টা করছি যশস্বীকে অধিনায়ক করার। ও জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ। তবে কয়টা ম্যাচে যশস্বীকে পাওয়া যাবে, সেটা আগে দেখতে হবে।'

মুম্বইয়ের সঙ্গে যশস্বীর যোগটা দীর্ঘদিনের। আদপে উত্তরপ্রদেশের ছেলে হলেও তাঁর ক্রিকেট খেলা শুরু মুম্বই থেকে। এখানে স্কুল ক্রিকেট থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রবেশ করেছিলেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। সেখান থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন প্রতিভাবান যশস্বী। এদিকে শোনা যাচ্ছে, সূর্যকুমার যাদবও মুম্বই ছেড়ে আগামী মরশুমে গোয়ার হয়ে খেলতে পারেন।

মহমেডানের প্রতি আর্থিক দায়ভার অস্বীকার শ্রাচীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-শ্রাচী সম্পর্ক তলানিতে, আগেই জানা গিয়েছিল। এফএসডিএল এবং এআইএফএফ-কে বিনিয়োগকারী সংস্থার তরফে চিঠি দিয়ে ফুটবল দলের আর্থিক দায়ভার নেওয়ার কথা অস্বীকার করায় এবার সেই সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পথে। এই চিঠিকেই তার প্রথম ধাপ বলে মনে করা হচ্ছে।

সব ঠিকঠাক থাকলে বুধবার থেকেই মহমেডানের সুপার কাপের প্রস্তুতিতে নামার কথা ছিল। তবে পরিস্থিতি যা তাতে প্রস্তুতি তো দূর, সাদা-কালো শিবিরের সুপার কাপ খেলাই এখন অনিশ্চিত। এদিনই বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচী, ফেডারেশন ও এফএসডিএল-কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল, শেয়ার হস্তান্তর না হওয়ায় ক্লাবের আর কোনও আর্থিক দায়ভার তারা নেবে না। অভিযোগ, আইএসএল শুরুর আগেই দুই পক্ষের চূড়ান্ত চুক্তির নথি আয়োজকদের পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ক্লাবের গাফিলতিতেই এখনও স্বত্ব হস্তান্তর হয়নি। তাই ক্লাবের প্রতি তারা যে কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয় সেই কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও মহমেডান কর্তাদের দাবি, শেয়ার হস্তান্তরের সমস্ত কাগজপত্র তৈরি। ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন বলেছেন, 'নিজেদের আর্থিক অক্ষমতা ঢাকতেই অজুহাত দিচ্ছে শ্রাচী।' ফুটবলারদের কমবেশি পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। বেশ কয়েকজন ফুটবলার ফিফার নিয়ম মেনে চুক্তি ভঙ্গের পথ বেছে নিচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়ে মহমেডানের ভবিষ্যৎ।

অনিলের নিয়োগে স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : আদালতের নির্দেশে বড় ধাক্কা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। এদিন অনিলকুমার প্রভাকরণকে ফেডারেশনের মহাসচিব পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে করা আবেদনে সাড়া দিয়ে স্থগিতাদেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ন্যাশনাল স্পোর্টস কোড মানা হয়নি জানিয়ে এই আবেদন করা হয়েছিল। বিচারপতি শচীন দত্ত এদিন জানান, এই বিষয়ে আগামী শুনানি ৮ এপ্রিল হবে। প্রভাকরণের এআইএফএফ মহাসচিব পদে আসীন হওয়ার বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের আবেদন জানিয়ে মামলা করেন দিল্লি ফুটবল ক্লাবের ডিরেক্টর রঞ্জিত বাজাজ। তাঁর আইনজীবী রাহুল মেহরার বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি জানান, এই বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখা দরকার। এদিকে, এদিন সুপ্রিম কোর্টে ফেডারেশনের সংবিধান নিয়েও শুনানি হয়। তবে এই শুনানি এদিন শেষ হয়নি। প্রসঙ্গত, স্পোর্টস কোড মেনে নতুন সংবিধান জমা দিয়েছে এআইএফএফ।

প্রত্যাবর্তনে গোল সাকার

লন্ডন ও টটেনহাম, ২ এপ্রিল : বুকায়ো সাকা প্রায় চার মাস পর মাঠে ফিরলেন। আর ফিরলেন ফেরার মতোই। জয় পেল আর্সেনালও।

মঙ্গলবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফুলহামকে ২-১ গোলে হারাল আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামার সাত মিনিটের মধ্যে একটি গোলও করেন এই ইংরেজ উইঙ্গার। ম্যাচের

হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

শুরুতেই অবশ্য হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন তাদের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস। ৭৭ মিনিটে জুরিয়েন টিম্বারকেও তুলে নিতে বাধ্য হন কোচ মিকেল আর্তেতা। ৩৭ মিনিটে মিকেল মেরিনোর গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ৭৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাকা। খেলার সংযুক্ত সময়ে ফুলহাম একটি গোল শোধ করে। এই জয়ের সুবাদে লিগ টেবিলে শীর্ষস্থানের সঙ্গে ব্যবধান ৯ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে আর্সেনাল।

সাকার পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট আর্তেতাও। বলেছেন, 'গত নয়দিন ও আমাদের সঙ্গে অনুশীলন করেছে। ওর প্রতি বিশ্বাস ছিল। কখন ওকে নামাতে হবে সেটা আমরা জানতাম। সাকা নিজেও সময়টা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে।'

অন্যদিকে, ধারাবাহিকতার অভাব এখনও ভোগাচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। নটিংহাম ফরেস্টের কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ফরেস্টের হয়ে গোল করেন অ্যান্থনি এলাঙ্গা। ইউনাইটেডের অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছেন এই সুইডিশ উইঙ্গার। কিছুদিন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের সিনিয়ার দলেও খেলেছেন। ম্যাচের পাঁচ মিনিটে পুরোনো দলের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি করেন তিনি।

প্রথম লেগে জয় বেঙ্গালুরুর

গোলের পর এডগার মেন্ডেজ।

বেঙ্গালুরু এফসি-২
(সন্দেশ আত্মঘাতী, এডগার)
এফসি গোয়া-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ এপ্রিল : আইএসএলের প্রথম সেমিফাইনালের প্রথম লেগে জয় পেল বেঙ্গালুরু। তারা ঘরের মাঠে ২-০ গোলে হারাল এফসি গোয়াকে। সুনীল ছেত্রীদের হয়ে একটি গোল করেন এডগার মেন্ডেজ। অপর গোলটি সন্দেশ ঝিংগানের আত্মঘাতী।

ম্যাচের শুরু থেকে ঘরের মাঠে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে বেঙ্গালুরু। কোচ জেরার্ড জারাগোজার পরিকল্পনাই ছিল ক্রমাগত প্রান্তিক আক্রমণ শানিয়ে প্রথম গোল তুলে নেওয়া। সেই পরিকল্পনায় সফল তিনি। রায়ান উইলিয়ামস, আলবার্তো নগুয়েরারা দুই উইং দিয়ে নাভিশ্বাস তুলে দেন গোয়ার। ম্যাচের ৪২ মিনিটে মেন্ডেজের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে বসেন সন্দেশ।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দ্বিতীয় গোল পায় বেঙ্গালুরু। ৫১ মিনিটে নামঘাল ভুটিয়ার ক্রস থেকে ফিনিশ করে যান মেন্ডেজ। তার আগে উইলিয়ামসের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সন্দেশ। পিছিয়ে পড়ার পর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মানোলো মার্কুয়েজের দল। গোলের জন্য আর্মান্দো সাদিকুকেও নামায় তারা। কিন্তু তারপরেও স্কোরলাইনের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

কোপা ডেল রে-র ফাইনালে রিয়াল

মাদ্রিদ, ২ এপ্রিল : প্রত্যাবর্তন যেন রিয়াল মাদ্রিদের দৈনন্দিন রুটিন। পিছিয়ে থেকে শেষমুহূর্তে ম্যাচ জেতাটা অভ্যাসে পরিণত করেছেন লুকা মডরিচরা। কোপা ডেল রে-র শেষ চারের দ্বিতীয় লেগে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে ১-৩ গোলে পিছিয়ে থেকেও ৪-৪ গোলে ম্যাচ ড্র করল রিয়াল। প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। ফলস্বরূপ দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ ফলে জিতে ফাইনালে পা ভিনিদের।

১৬ মিনিটে অ্যান্ডের বারেনেচেক্সার গোলে সোসিয়েদাদ এগিয়ে যায়। ৩০ মিনিটে সমতায় ফেরে রিয়াল। ভিনিসিয়াসের পাস থেকে ফিনিশ করেন এড্রিক। এরপর ৭২ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসলেন রিয়াল ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবা। এখানেই শেষ নয়, ৮০ মিনিটে সোসিয়েদাদের

রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে দেওয়ার পর এড্রিককে অভিনন্দন ভিনিসিয়াসের।

হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন মিকেল ওয়ারজাবাল। গ্যালারিতে তখন ১-৩ গোলে হারের শঙ্কা মাদ্রিদ সমর্থকদের। কিন্তু দলটার নাম রিয়াল মাদ্রিদ। স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে নিয়মিত রূপকথা লেখাটা যাদের মজ্জাগত।

৮২ মিনিটে গোল করে রিয়াল শিবিরকে বাড়তি অক্সিজেন এনে দেন ইংলিশ মিডিও জুডে বেলিংহাম। ৮৬ মিনিটে অরিলিয়েন চৌয়ামেনির গোলে উৎসব শুরু মাদ্রিদ সমর্থকদের। কিন্তু চমকের তখনও কিছু বাকি ছিল। সংযোজিত সময়ে ওয়ারজাবাল গোল করে সোসিয়েদাদকে ম্যাচে ফেরান। ফলে ম্যাচ গড়ায় সংযোজিত সময়ে। অবশেষে ১১৫ মিনিটে অ্যান্টোনিও রুডিগারের গোলটাই ফাইনালে তোলে রিয়ালকে।

এদিন ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল। রুডিগারের গোলের পর আর পাঁচটা মাদ্রিদ সমর্থকের মতোই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন তিনি। ম্যাচের পর কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে যা কিছু ঘটতে পারে। পিছিয়ে পড়েও আমরা হাল ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্যপূরণ হয়েছে।'

লক্ষ্ণীবারে জয় পেতে মরিয়া কেকেআর

ট্রাভিষেককে থামাতে অস্ত্র বরুণরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২ এপ্রিল : ২৬ মে ২০২৪, চিপক স্টেডিয়াম।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের দৌড় থামিয়ে তৃতীয় আইপিএল ট্রফি ঘরে তুলেছিল শাহরুখ খান ব্রিগেড। মাঝের এক বছরে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। গত মেগা নিলামে বদলেছে দুই দলের চেহারাও। আগামীকাল মঞ্চটাও নতুন। চিপকের বদলে ইডেন গার্ডেন্স। নয়া মঞ্চে নয়া শুরুর ভাবনা নিয়ে নন্দনকাননে মুখোমুখি হায়দরাবাদ-কলকাতা নাইট রাইজার্স।

প্যাট কামিন্সদের জন্য বদলার ম্যাচ। নাইটদের চোখ সাফল্যের পুনরাবৃত্তিতে। যদিও দুই দলের বর্তমান পরিস্থিতি সুখকর নয়। তিন ম্যাচে জোড়া হারে জাঁতাকলে আটকে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ২৮৬ রানের বিস্ফোরণের পর সানরাইজার্সের গ্রাফ নিম্নমুখী। নাইটদের একমাত্র জয় রাজস্থানের বিরুদ্ধেই।

কপালের ভাঁজ ফেলেছে ওয়াংখেড়ে বিপর্যয়। লক্ষ্মীবারে নন্দনকাননে একঝাঁক ফাঁকফোকর, সমস্যা মেটানোর চ্যালেঞ্জ।

> পিচ নিয়ে খুব বেশি জানি না আমি। বিশ্বাস করি, সেই দলই জেতে, যারা ভালো ক্রিকেট খেলে। সেখানে বল পিচে ঘুরল কি ঘুরল না, তাতে কী এসে যায়। -ডোয়েন ব্রাভো

বুধবারের ইডেনে বিকেলের অনুশীলনে সেই তাগিদ। রানে নেই রিঙ্কু সিং, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, আন্দ্রে রাসেলরা। মিডল অর্ডারকে ছন্দে ফেরাতে নেটে রাসেলদের নিয়ে বাড়তি নজর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের। এরমধ্যে রং যোগ করেছে রামনদীপ সিংয়ের টপ অর্ডারে খেলার আবদার।

সানরাইজার্স খোঁড়ালেও কাব্যা মারানের দলের অতি-আগ্রাসী ব্যাটিং বোলারদের জন্য আতঙ্ক। সাংবাদিক সম্মেলনে হায়দরাবাদের ফিল্ডিং কোচ রায়ান কুক জানিয়েও দিলেন, গত দুই ম্যাচের ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলে ইডেন থেকে নতুন শুরু করতে চান। অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষান, নীতিশ কুমার রেড্ডি-মশালার অভাব নেই।

পাওয়ার-প্যাক যে ব্যাটিং থামাতে শাহরুখ ব্রিগেডে তুরুপের তাস বরুণ-নারায়ণের স্পিন। এদিন নেটে লম্বা সময় বোলিংও করলেন বরুণরা। উলটো দিকে তখন নিজের ১৫০তম টি২০ ম্যাচে নাইটদের স্পিন-পরিকল্পনা ভোঁতা করতে স্পিনের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ে দীর্ঘসময় ব্যস্ত থাকলেন হেড। অভিষেক শর্মা অপরদিকে সময় কাটালেন স্পিন-অস্ত্রে শান দিতে। অ্যাডাম জাম্পা, নয়া চমক লেগস্পিনার জিশান আনসারিও সঙ্গে প্রয়োজনে হাত ঘোরানোর প্রস্তুতি।

সানরাইজার্স থিংকট্যাংকের চোখ অবশ্য শুরুর অভিষেক-ঝড়ে। নাইটদের আরেক কাঁটা হেনরিচ ক্লাসেন অবশ্য আজ মাঠমুখো হননি। শক্তি বাঁচিয়ে আগামীকাল ঝাঁপাতে চান। প্রশ্ন, ক্লাসেনদের থামাতে পণ্ডিতদের বোলিং স্ট্র্যাটেজি কী হবে। পাওয়ার প্লে-তে শুরু থেকেই কি স্পিন নাকি বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানাদের পেস। অঙ্কটা পরিষ্কার, সানরাইজার্স ব্যাটিং যদি চলে, তাহলে পাওয়ার প্লে-তেই ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে ঠিক হয়ে যাবে। ধাক্কাটা শুরুতেই দিতে হবে। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে গত ম্যাচে ঠিক যা করেছিলেন প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্ক। প্রশ্ন, আগামীকাল নাইটদের 'স্টার্ক' কে হবেন?

পিচ নিঃসন্দেহে আলোচনার কেন্দ্রে। গত কয়েকদিন ধরেই পিচ বিতর্কে দাবি-পালটা দাবিতে পারদ চড়েছে। অবশেষে কিছুটা সমঝোতার বার্তা বাইশ গজে। উত্তাপ কমাতে বাড়তি উদ্যোগী সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও। গতকালের পর এদিনও কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় পিচে নজর রাখলেন। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ মাঠে ঢুকে সোজা পিচে হাজির হেডকোচ পণ্ডিত, নাইট সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ।

প্রায় ঘাসহীন, শুকনো খটখটে পিচ স্বস্তি দেবে। তবে বরুণ-নারায়ণরা কতটা ফায়দা তুলতে পারে, উত্তর অবশ্য সময়ের হাতে। পেস ব্রিগেড কিন্তু চিন্তার জায়গা। বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানার পাশে স্পেনসার জনসন খেললেও ছাপ রাখতে ব্যর্থ। সাংবাদিক সম্মেলনে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো অবশ্য দাবি করলেন, ১৪ ম্যাচের লিগে একটি-দুটি পারফরমেন্স দিয়ে বিচার অযৌক্তিক।

নেটে লম্বা সময় কাটান অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। পণ্ডিতকে দেখা গেল শর্টআর্ম পুলের বাড়তি নজর দিতে। প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামিদের মতো তারকার বিরুদ্ধে ফল মিলবে তো? বাংলা রনজি ট্রফি দলের সদস্য হওয়ার সুবাদে সামির ঘরের মাঠ ইডেন। আজ বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল নামবেন যার ফায়দা তুলতে।

ইডেন গার্ডেন্সে বৃহস্পতিবার ঝড় তোলার প্রস্তুতিতে আন্দ্রে রাসেল (উপরে)। অনুশীলনে চলেছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ওপেনার ট্রাভিস হেড। বুধবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

স্পিনারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রস্তুতি হেডের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ এপ্রিল : সতীর্থ প্যাট কামিন্সের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে টিম বাস থেকে নামলেন। সাজঘরে কিছুটা সময় কাটালেন।

আর তারপরই ব্যাট হাতে এগিয়ে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননের উইকেটের দিকে। কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির সঙ্গে অল্প সময় আলোচনা সেরে নিয়ে সেই যে ব্যাট নামক 'গদা' হাতে নেটে ঢুকলেন ট্রাভিস হেড, বেরোলেন অন্তত এক ঘণ্টা পরে।

মাঝের সময়ে দলের স্পিনারদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত রেঞ্জ হিটিং অনুশীলন করে গেলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হেড। যিনি আগামীকাল নাইটদের জন্য বড় 'হেডেক' নিশ্চিতভাবেই। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অতীতে যখনই তিনি ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছেন, ভারতীয় দলের সাজঘরে আতঙ্কের পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক আঙিনাই হোক বা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দুনিয়া-হেডের আগ্রাসী ব্যাটিংকে সমীহ করে না এমন দল বর্তমান দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে আজ দীর্ঘসময় ব্যাটিং অনুশীলনের মাধ্যমে চরম ব্যাটিং আগ্রাসনের মধ্যে ডুবে থাকলেন হেড। হয়তো মাঠের উলটো দিকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলনের সময় তাঁদের বার্তাও দিয়ে রাখলেন তিনি।

৬৭, ৪৭ ও ২২। চলতি আইপিএলে তিন ম্যাচে হেডের সংগ্রহ। হায়দরাবাদের প্রথম ম্যাচে হেডের ব্যাটিং তাণ্ডবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। আগামীকাল নাইটদেরও কি এমনই হাল হবে? জবাব বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই পেয়ে যাবে দুনিয়া। তার আগে আজ স্পিনারদের বিরুদ্ধে যে আগ্রাসন নিয়ে হেড ব্যাটিং করলেন, তারপর আগামীকাল বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণদের উপর চাপ তৈরি হবে নিশ্চিতভাবেই। নাইট রাইডার্সের স্পিনাররা সেই চাপ ও চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলাতে পারবেন, তার উপর কেকেআর বনাম সানরাইজার্স ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করে থাকবে।

আইপিএল বোধনের রাতে কেকেআর কোচ আজিঙ্কা রাহানে ম্যাচ হারের পর পিচ থেকে স্পিনারদের সহায়তার দাবি তুলেছিলেন। সেই দাবি মেনে ক্রিকেটের নন্দনকাননে আগামীকাল কেকেআর বনাম এসআরএইচ ম্যাচের জন্য যে পিচ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই ঘূর্ণির ইঙ্গিত রয়েছে। হয়তো বল ঘুরবেও। কিন্তু হেডের ব্যাট চলতে শুরু করলে কী হবে? তাছাড়া হায়দরাবাদের ব্যাটিং মানে শুধু কি হেড? অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, হেনরিচ ক্লাসেন, অনিকেত ভার্মাদের ব্যাট চলতে শুরু করলে রাতের ইডেনে রানের কালবৈশাখী উঠবে। আজ বিকেল সাড়ে চারটের সামান্য সময় পর মাঠে প্রবেশের পরই সানরাইজার্সের স্পিন বোলিং কোচ মুথাইয়া মুরলীধরন পৌঁছে গিয়েছিলেন ইডেনের বাইশ গজের সামনে। ইডেনের কিউরেটারের সঙ্গে সামান্য সময় কথা বলতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছিল, দুনিয়া জানতে পারবে না কোনওদিনও। কিন্তু তারপরই মুরলীর মুখে চওড়া হাসি দেখা গিয়েছে। যা অত্যন্ত তাৎপর্যের। কারণ, কেকেআর যদি ঘূর্ণির মায়াজাল তৈরি করতে যায়, তাহলে হায়দরাবাদ দলেও অ্যাডাম জাম্পা, জিশান আনসারির মতো স্পিনাররও রয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে হায়দরাবাদের ফিল্ডিং কোচ রায়ান কুক সবাইকে অবাক করে বলে যান, ইডেনের পিচ তিনি দেখেননি। আর সম্প্রতি পিচ নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, সেটাও তাঁর ভালো করে জানা নেই। হায়দরাবাদের সাপোর্ট স্টাফের এমন মন্তব্যের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে, স্পিনের দ্বৈরথের জন্য হায়দরাবাদও তৈরি। উপরি হিসেবে হেড তো রয়েইছেন।

তিন স্পিনারের ভাবনায় কেকেআর

শুধু আগ্রাসী ব্যাটিং ক্রিকেট নয় : ব্রাভো

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ এপ্রিল : পিচ নিয়ে চর্চা চলছে। চলবেও।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দীর্ঘ সতেরো বছরের ইতিহাসে পিচ নিয়ে এমন চর্চা আগে হয়েছে কি? অনেক ভেবেও মনে করা যাচ্ছে না। অথচ, ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজ নিয়ে হইচই আপাতত থামার কোনও ইঙ্গিত নেই।

আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে দুই দল যখন ক্রিকেটের নন্দনকাননে অনুশীলনে ডুবে, তার মধ্যেই বারবার চলল পিচ পর্যবেক্ষণ। কখনও কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। আবার কখনও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তরফে স্পিন বোলিং কোচ মুথাইয়া মুরলীধরন। কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও গতকালের মতো আজও পিচ পর্যবেক্ষণ করেন। নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোরকেও তাঁর দলের কোচ চান্দু স্যরের সঙ্গে আলোচনার পর পিচের সামনে হাজির হতে দেখা গিয়েছে।

ইডেনের পিচে বল ঘুরলেই কি ছন্দে ফিরবে কেকেআর? দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতার শেষ কি দেখা যাবে কাল? এমন প্রশ্নের জবাব কারও কাছেই নেই। কোচ চন্দ্রকান্ত আজ তাঁর দলের ব্যাটারদের নিয়ে নেটে দীর্ঘসময় অনুশীলন করিয়েছেন। তাঁদের থেকে দল কী চাইছে, বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারপরও কি নাইটদের ব্যাটিং সমস্যা মিটবে? এমন প্রশ্নের পাশাপাশি প্রতিযোগিতা এগিয়ে চলার সঙ্গে কেকেআরের কোচ ও মেন্টরের মধ্যে ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকও সামনে আসছে। মুম্বই ম্যাচের আগে নাইটদের কোচ পণ্ডিত বলেছিলেন, ঘরের মাঠের সুবিধা কে না চায়। অথচ আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো পিচ নিয়ে উলটো পথে হাঁটলেন। বলে দিলেন, 'পিচ নিয়ে খুব বেশি জানি না আমি। বিশ্বাস করি, সেই দলই জেতে, যারা ভালো ক্রিকেট খেলে। সেখানে বল পিচে ঘুরল কি ঘুরল না, তাতে কী এসে যায়।' ব্রাভো পিচ প্রসঙ্গ কৌশলে এড়িয়ে গেলেও ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে বিতর্ক থামার লক্ষণ নেই।

একইসঙ্গে দলের ব্যাটারদের স্ট্র্যাটেজির দিকেও আজ আঙুল তুলেছেন মেন্টর ব্রাভো। শুধু আগ্রাসী ব্যাটিংই ক্রিকেট নয়, এমন মন্তব্যও আজ শোনা গিয়েছে কেকেআরের মেন্টরের মুখে। দলের ব্যাটারদের ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে আগ্রাসী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ব্রাভো। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ব্যাটিংলাইন চরম আগ্রাসী। কিন্তু শুধু আগ্রাসী ব্যাটিংই ক্রিকেট নয়। সঙ্গে বেসিক ঠিক রাখা প্রয়োজন। আর হ্যাঁ, স্মার্ট ক্রিকেট খেলা খুব জরুরি কুড়ির ক্রিকেটে।' নাইটদের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন এখনও ধারাবাহিকভাবে মেলে ধরতে পারেনি নিজেদের। মেন্টর ব্রাভোর পরামর্শ মানতে পারলে আগামীকাল ট্রাভিস হেড, প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে কী হবে, সময় বলবে। তবে তিন ম্যাচের মধ্যে ইতিমধ্যেই দুটি হেরে প্রবল চাপে থাকা নাইটদের জন্য কালকের সানরাইজার্স ম্যাচ মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

দলের প্রথম একাদশে কিছু রদবদলের খবরও সামনে আসছে রাতের দিকে। মনে করা হচ্ছে, কাল স্পেনসার জনসনকে বসিয়ে মইন আলিকে খেলিয়ে তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজিতে চলে যেতে পারে কেকেআর। শেষ পর্যন্ত এমনটা হলে দলের ব্যাটিং গভীরতা নিশ্চিতভাবেই বাড়বে। সঙ্গে বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণদের পাশে মইন থাকলে স্পিন বিভাগ আরও শক্তিশালী হওয়ার পাশে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ে ভারসাম্য আসবে।

আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

জয়ী এনআরআই, সরোজিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ও তন্ময় মুখোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের টি২০ ক্রিকেটে বুধবার এনআরআই ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। দাদাভাইয়ের মাঠে টসে জিতে স্পোর্টিং ৭ উইকেটে ৮৩ রান তোলে। সক্ষম সরকার ১৬ ও প্রিয়াংশু পাল ১৫ রান করে। তড়িৎ আনোয়ার ১২ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে এনআরআই ১৪ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয়। বিনীত ৩০ রান করে। সুরজিৎ সাহা ১২ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে সরোজিনী সংঘ ৩৫ রানে চম্পাসারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। সরোজিনী টসে জিতে ৪ উইকেটে ১২২ রান তোলে। অরিজিৎ ঘোষ ৩৭ ও বারিয়ান সরকার ৩৩ রান করে। জবাবে চম্পাসারি ১৫ ওভারে ৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। অয়ন ১৭ রান করে। বারিয়ান ১৪ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে দীপায়ন ধর (১২/২) ও দেব সিংহও (১৬/২)।

বিজ্ঞপ্তি

পরিচালকমণ্ডলীর পরিচালক (Directors) নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখড়-২ ব্লকের সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ ও সুহিয়া কানকি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া গত ২৮-০২-২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং যথাক্রমে ০১/ARO/Samagrik Anchal ও ০১/ARO/Suhia Kanki অনুযায়ী শুরু করা হয়েছিল, সেগুলি পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

স্বাক্ষর
সহকারী রিটার্নিং অফিসার

সিরিজ হার পাকিস্তানের

হ্যামিল্টন, ২ এপ্রিল : টি২০ সিরিজের পর ওয়ান ডে সিরিজ। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে কিউয়িদের কাছে ৮৪ রানে হেরেছে পাকিস্তান। এর ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে পকেটে পুরেছে নিউজিল্যান্ড। প্রথমে নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে ২৯২ রান তোলে। এক রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন মিচেল হে। জবাবে পাকিস্তান ২০৮ রানে অল আউট হয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের টিমের সঙ্গে কুন্তল গোস্বামী।

বদলে গেল ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট-ফুটবল সচিব

পুনর্নির্বাচিত হয়েও প্রশ্ন, কটাক্ষের মুখে সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল : জল্পনামতোই পরিবর্তন হল মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট ও ফুটবল সচিব পদে। পরিষদের সচিব পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন কুন্তল গোস্বামী। শ্যামল ঘোষের দেওয়া প্যানেলই বুধবারের সভায় সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে।

মনোজ ভার্মার থেকে ক্রিকেট সচিবের দায়িত্ব গিয়েছে ২৪ বছর স্বস্তিকা যুবক সংঘে তাঁর সঙ্গে খেলা ভাস্কর দত্তমজুমদারের হাতে। তারপর ভাস্কর বলেছেন, 'কোনও ব্যক্তি সংগঠনের থেকে বড় হয় না। পূর্বসূরিদের কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য আমার। পরিষদের সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেব। এই পরিবর্তন মনোজের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না।' মনোজও ফুলের তোড়া দিয়ে এদিন তাঁর উত্তরসূরিকে বরণ করে নিয়েছেন। একইভাবে সৌরভ ভট্টাচার্যও পরবর্তী ফুটবল সচিব সুমন ঘোষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে সৌরভ বলেছেন, 'নতুন যাঁরা দায়িত্ব পেলেন তাঁদের সবাইকে আমার অভিনন্দন। ৭ বছর ধরে আমি ফুটবল সচিবের দায়িত্ব সামলেছি। ক্রীড়া পরিষদের ৭৭ বছরের ইতিহাসে আমার সময়েই প্রথম মহিলা ফুটবল শুরু হয়। প্রথমবার হয়েছে ব্লক ফুটবলও। আমার সময়ে ছেলেমেয়ে মিলে ৬ জন বাংলা ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করে। আমার ৭ বছরের মেয়াদে ক্রীড়া পরিষদকে ফুটবলের জন্য আর্থিক ভার বহন করতে হয়নি। ক্রীড়াপ্রেমীদের সাহায্যে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই তহবিল সংগ্রহ করেছি আমি। আশা করছি সচিব এবার থেকে সব ক্লাব ও ক্রীড়াপ্রেমীদের সমান দৃষ্টিতে দেখবেন।'

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ

সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা, সহকারী সচিব দীপ্তেন্দু ঘোষ ও সুদীপ বসু, সহ সভাপতি রবিন মজুমদার, প্রবীর মণ্ডল ও ধর্মেন্দ্র পাঠক, কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস ঘোষ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মৈনাক তালুকদার, অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ, সহকারী অ্যাথলেটিক্স সচিব বিশ্বজিৎ গুহ, ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথ, সহকারী ভলিবল সচিব সঞ্জীব চাকী, ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ, সহকারী ফুটবল সচিব অমরদীপ দত্ত, ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার, সহকারী ক্রিকেট সচিব উত্তম চট্টোপাধ্যায়।

মনোজ অবশ্য ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তলের উদ্দেশে বেশ কিছু প্রশ্ন রেখেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'ক্রীড়া পরিষদের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে একটি সভাও কেন ডাকা হল না? ঐতিহ্যবাহী নৈশ ফুটবল টুর্নামেন্ট কেন বন্ধ? গত মরশুমে প্রথম ও সুপার ডিভিশন ফুটবল কেন সম্পূর্ণ করা গেল না? কার্যনির্বাহী সমিতিতে পাশ না করিয়েই কেন সিএবি-আইএফএ-তে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে?' দুইটি নম্বর থেকে কুন্তলকে বারপাঁচেক ফোন করার পরও তিনি তা না ধরায় এই ব্যাপারে তাঁর উত্তর জানা যায়নি। তবে সুমন অবশ্য এদিনই জানিয়ে দিয়েছেন, নৈশ ফুটবল ফিরিয়ে আনতে তিনি চেষ্টা করবেন। সুমন বলেছেন, 'নৈশ ফুটবল শিলিগুড়ির ঐতিহ্য ছিল। আমি অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে চাই। আরও কী কী করা যায় তা নিয়ে ক্রীড়া পরিষদের সচিবের সঙ্গে আলোচনায় বসব।'

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা জানানোর সঙ্গে কুন্তলকে কটাক্ষ করেছেন সহকারী সচিব পদ হারানো অনুপ বসু। তাঁর কথায়, 'গত ৫ বছর ধরে ক্রীড়া পরিষদে দমবন্ধ করা অবস্থা ছিল। আশা করি এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। সভায় সবার মত নিয়ে সচিব যে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন। সভার বাইরে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর সচিব কারও কথায় না চলে নিজের বিচার-বুদ্ধিতে কাজ করবেন।' মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন সচিব অরূপ মজুমদার আবার মনে করছেন, 'ফুটবলের স্বার্থে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনজিৎ সিংকে কো-অপ্ট করে কার্যনির্বাহী সমিতিতে নিয়ে আসা উচিত ছিল। আমাকে হয়তো ওদের আর দরকার নেই। তাই আমি শিলিগুড়ির ময়দান ছেড়ে মোহনবাগান নিয়েই ভাবছি এখন।'

সিরাজের জবাবে গুজরাটের জয়

ফিল সল্ট সহ তিন উইকেট নিয়ে গর্জন আরসিবি-র প্রাক্তনী মহম্মদ সিরাজের।

বেঙ্গালুরু, ২ এপ্রিল : ব্যক্তিগত কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা পেসার কাগিসো রাবাদা নামতে পারেননি। বুধবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে 'অল ইন্ডিয়ান পেস অ্যাটাক'-এ প্রথম একাদশ সাজিয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। যেখানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে উপেক্ষার জবাব দিলেন মহম্মদ সিরাজ। ২০১৮ সালে আরসিবি-তে যোগ দেওয়ার পর গত সাত বছরে সিরাজ নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চলতি আইপিএলের আগে তাঁকে ছেড়ে দেয় আরসিবি। এদিন সিরাজ (১৯/৩) বল হাতে সেই উপেক্ষার জবাব দিলেন। টসে জিতে গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিল ফিল্ডিং নেওয়ার পর আরসিবি দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা খায়। আশাঁদ খানের (১৭/১) বলে ফিরে যান বিরাট কোহলি (৭)। এরপরই শুরু হয় মিয়াঁ ম্যাজিক। নিজের প্রথম দুই ওভারে ফিল সল্ট (১৪) ও দেবদত্ত পাডিক্কালকে (৪) সিরাজ তুলে নেন। উইকেট নিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ঢংয়ে তাঁর 'সিউ' সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছে। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (২২/২), প্রসিধ কৃষ্ণারা (২৬/১)। ব্যর্থ হন রজত পাতিদারও (১২)। তবে লিয়াম লিভিংস্টোন (৫৪), জিতেশ শর্মা (৩৩), টিম ডেভিডরা (৩২) রান পাওয়ায় আরসিবি ১৬৯/৮ স্কোরে পৌঁছে যায়। তাঁদের সেই প্রয়াসে জল ঢেলে গুজরাট ১৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে গুজরাট ১৭০ রানে পৌঁছে যায়। ১ রানের জন্য বি সাই সুদর্শন (৪৯) এদিন হাফসেঞ্চুরির হ্যাটট্রিকের সুযোগ ফসকেছেন। জস বাটলার ৭৩ ও শেরফানে রাদারফোর্ড ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন।

চিন্তার বিষয় আরসিবি-র জন্য। ফিল্ডিংয়ের সময় সুদর্শনের শট আটকাতে গিয়ে ডান হাতের আঙুলে চোট পান বিরাট। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ফিল্ডিং চালিয়ে গেলেও দেখে মনে হয়েছে তিনি অস্বস্তিতে রয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন

উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সমীর বৈদ্য - কে 09.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99B 03983 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আপনি কোন সুযোগের সম্মুখীন হন তখন আপনাকে সেটির যথার্থ ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে, আমি তাদের টিকিট কেনার মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আমি একজন কোটিপতিতে পরিণত হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

STAR HOSPITAL
SILIGURI STAR HOSPITAL
MULTISPECIALTY HOSPITAL

আর্থারাইটিস, অস্টিওপোরোসিস, ফ্র্যাকচার
সমাধান এক ছাদের নিচে!

- হাঁটুর ব্যথা
- জয়েন্টের ব্যথা
- আর্থরাইটিস
- কোমরের ব্যথা
- ডিসলোকেশনস
- অস্টিওপরোসিস
- হাড় ফ্র্যাকচারস
- হিপ / হাঁটু / জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট

আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞদের সাথে।

ডঃ অর্চিশমান দাস
MS (Orthopaedics)
Fellowship in Joint Replacement Surgery
Observership (Birmingham, UK)

ডঃ ওয়াশিফ রশিদ
MS (Orthopaedics)
Fellowship in Joint Replacement Surgery & Arthroscopy

CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060

starhospitalslg@gmail.com
www.starhospitalslg.com
Tinbatti More (Asian Highway-2), Siliguri - 734005